BANGLA POST Year: 23 ♦ Issue: 1072 ♦ Friday 21 November - Thursday 27 November 202 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

বিশ্ব গণমাধ্যমে হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের খবর

--১৫ পৃষ্ঠায়

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এটিই তার বিরুদ্ধে প্রথম মামলার রায়। এ মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। তাদের মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি আরেকটি অভিযোগে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। একইসঙ্গে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের বাংলাদেশে থাকা সম্পদ জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। এসব সম্পদ জুলাই আন্দোলনে 'শহীদ ও আহতদের ক্ষতিপূরণ' হিসেবে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এদিকে এ মামলায় রাজসাক্ষী হওয়া সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। তিনিই এই মামলার একমাত্র গ্রেপ্তারকৃত আসামি। সোমবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই রায় ঘোষণা করেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য

হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। মামলাটির কার্যক্রম শুরুর ৩৯৭ দিনের মাথায় এর রায় ঘোষণা করা হলো।

সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার পর ট্রাইব্যুনাল রায় পড়া শুরু করেন। ছয়টি অধ্যায়ে ৪৫৩ পৃষ্ঠার রায় ট্রাইব্যুনালে পড়া শেষ হয় প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর। পরে দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে এ রায় ঘোষণা করেন ট্রাইব্যুনাল। শেখ হাসিনা নিজের বিয়ে বার্ষিকীর দিনেই ট্রাইব্যুনাল থেকে মৃত্যুদণ্ডের রায় পেলেন। শেখ হাসিনার ক্ষমতায় থাকার সময় এই ট্রাইব্যুনালে একই আইনে তৎকালীন বিরোধী দলের নেতাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তা কার্যকর করা হয়। তাদের মধ্যে জামায়াতের আমীর, সেক্রেটারিসহ কয়েকজন শীর্ষ নেতা ছিলেন। ট্রাইব্যুনালে সেই সময়ে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী আদালতের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, এই ট্রাইব্যুনাল যেন চালু থাকে। একদিন এখানেই হাসিনার বিচার হবে।

ওদিকে রায় ঘোষণার পর জুলাইযোদ্ধা, শহীদ পরিবার ও আহত জুলাইযোদ্ধারা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তবে তারা সাবেক আইজিপি'র সাজা কম হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রায় ঘিরে শঙ্কা থাকলেও সারা দেশে বড় কোনো অঘটনের তথ্য পাওয়া যায়নি। রায়ে সরকারের তরফে সন্তোষ প্রকাশ করে দেশবাসীকে সতর্ক ও সংযত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। রায় ঘোষণার পর সরকারের তরফে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনাকে --১৬ পৃষ্ঠায়

শেখ হাসিনার বিচার

ত্রুটিপূর্ণ বিচারিক যুক্তি

॥ ডেভিট বার্গম্যান ॥

শেখ হাসিনার এই বিচারে দুটি গুরুতর সমস্যা আছে। প্রথমত, আদালতের নিযুক্ত আসামিপক্ষে যে আইনজীবী ছিলেন, তিনি প্রসিকিউশনের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণগুলো নিয়ে একেবারে সাধারণ যে প্রশ্নগুলো তোলা উচিত ছিল, সেগুলোও তুলতে 'ব্যর্থ' হয়েছেন।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো, বিচারকেরা নিজেদের উদ্যোগেও প্রমাণগুলো কঠোরভাবে খতিয়ে দেখেননি, সব ক্ষেত্রে না হলেও অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে তা হয়েছে। প্রসিকিউশনের পেশকৃত চিত্র এবং তাদের দেওয়া সাক্ষী-প্রমাণ দ্বারা কী প্রতিষ্ঠিত হয়, সে বিষয়ে আদালত প্রসিকিউশনের অবস্থানটাই মেনে নিয়েছেন বলে মনে হয়েছে। আসামিপক্ষের দুর্বল আইনি লড়াইয়ের কারণে বিষয়টা আরও বেশি সমস্যাজনক হয়ে উঠেছে।

এই দুই সমস্যার ফলে আদালত বিচারের রায়ে যেসব যুক্তি নিয়ে এসেছেন, তার ভেতর কিছু ত্রুটি দেখা যাচ্ছে। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো ১৪ জুলাই সন্ধ্যায় শেখ হাসিনা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের (ইন্টারসেপ্টেড) --১৬ পৃষ্ঠায়

শাবানার কঠোর নীতিতে অভিবাসীদের স্বপ্ন ভঙ্গের আশঙ্কা

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারী সাবানা মাহমুদের ৩২ পৃষ্টার একটি প্রস্তাবনাকে ঘিরে সর্বত্র আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত এই হোম সেক্রেটারী অভিবাসন আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতিমালা আরোপের প্রস্তাব করেছেন। সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রস্তাব তিনি পেশ করেন। তবে এর আগে থেকেই এ নিয়ে লেবার পার্টি থেকে শুরু করে সকল রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন কমিউনিটিতে আলোচনা সমালোচনার জন্ম দেয়।

হোম সেক্রেটারী শাবানা মাহমুদের এই প্রস্তাবনা কার্যকর হলে এসাইলাম

আবেদনকারীরা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন বলেন মন্তব্য করেছেন অনেক আইনজীবি ও মানবাধিকার কর্মীসহ রাজনৈতিক নেতারা। তবে আইনজীবিরা বলেছেন, এই প্রস্তাবনা পাশ হলে এ নিয়ে আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। সময় মতো তারা তাদের পর্যবেক্ষনসহ স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নিয়ে করণীয় সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করবেন।

সোমবারের ঘোষণায় বলা হয়, ছোট ছোট বোটে করে --১৬ পৃষ্ঠায়

বিজয় দিবসে এবারও হচ্ছে না প্যারেড

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিজয় দিবসে এবারও প্যারেড হবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তবে বিজয় দিবস ঘিরে কোনো ধরনের নাশকতার শঙ্কা নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বুধবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে সচিবালয়ে মহান বিজয় দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে সার্বিক নিরাপত্তা সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 'শেখ হাসিনার মামলার রায়ের পর বা বিজয় দিবস উদযাপন নিয়ে --১২ পৃষ্ঠায়

নির্বাচনে সামরিক বাহিনীর সহায়তা চাইলেন প্রধান উপদেষ্টা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা চেয়ে বলেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখরভাবে আয়োজন করতে হবে। --১২ পৃষ্ঠায়

কমিউনিটিতে আলোচনায় বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন : সভা ডেকে অপদস্ত হলেন হাই কমিশনার!

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের সভা চলাকালীন সময়ে হাই কমিশনার আবিদা ইসলাম অপদস্থ হওয়ার ঘটনা এখন কমিউনিটিতে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোমবারের ঘটনার পর হাই কমিশনার আবিদা ইসলাম মঙ্গলবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করে তাকে এবং তার অধিনস্ত কর্মকর্তাদের অপদস্থ করার ঘটনা সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাতে বাংলাদেশ সেন্টারে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার আবিদা ইসলামের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে তাকে অপদস্থ করার ঘটনা ঘটেছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে

আবিদা ইসলামকে নিরাপত্তা প্রদান করে। একজন হাই কমিশনারকে ক্যামেরার সামনে অপদস্ত করার বিষয়টি বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য বিব্রতকর ও নিঃসন্দেহে নেতিবাচক বলে মন্তব্য করেছেন অনেকে।

জানা গেছে, সোমবার রাতে উত্তর লন্ডনের কেনসিংটনে বাংলাদেশ সেন্টারের নিজস্ব ভবনে সেন্টারের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ডাকেন লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের হাইকমিশনার ও সেন্টারের চেয়ারম্যান আবিদা ইসলাম। সভাস্থলে পৌঁছেই বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন তিনি।

ছড়িয়ে পড়া ভিডিও চিত্রে হাই কমিশনার আবিদা ইসলামকে ঘিরে ধরে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন দেলোয়ার হোসেন ও আরো কয়েকজন । হাই কমিশনার কথা বলতে চাইলেই তাকে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছেন না তারা। এমনকি মিডিয়ার কাছে ইন্টারভিউ দিতে গেলেও তিনি বাঁধার সম্মুখিন হন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, বাংলাদেশ সেন্টারে প্রবেশের পর কমিশনার আবিদা ইসলামের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলী আহমেদ বেবুলসহ কয়েকজন ব্যক্তি। তা রেকর্ড করতে শুরু করেন বেশ কয়েকজন সাংবাদিক।

হাইকমিশনার সভাস্থলে এমন আক্রমনাত্বক কথাবার্তা রেকর্ড করা সম্পর্কে জানতে চাইলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হট্টগোলের কারণে উপস্থিত সংবাদকর্মীদের সঙ্গে তিনি কথা বলতে চাইলেও তীব্র হট্টগোলের কারনে বক্তব্য দিতে না পেরে সেন্টার ত্যাগ করেন। এ সময় তার সঙ্গে আসা হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও কয়েকজনের তর্ক-বিতর্ক হয়।

ঘটনার প্রায় বিশ মিনিট পর পুলিশের একটি দলের উপস্থিতিতে --১২ পৃষ্ঠায়

সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় সরকার-মন্ত্রীর প্রতি আহবান

ব্রিকলেনে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে

ব্রিকলেনের ট্রম্যান এস্টেটসে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা অবিলম্বে বাতিল করতে স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রী স্টিভ রিডের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।

১৪ নভেম্বর শুক্রবার দুপুরে পূর্ব লন্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ হাসন রাজা সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সেইভ ব্রিকলেন ক্যাম্পেইনের নেতৃবৃন্দ এই দাবী জানান।

নেতৃবৃন্দ হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, এখানকার মানুষের মতামতের আলোকেই ব্রিক লেনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান করে নয়।

সাবেক কাউন্সিলার ও সেইভ ব্রিকলেন গ্রুপের ক্যাম্পইনার পুরু মিয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ব্রিকলেনের বাসিন্দা সাংবাদিক হাসনাত চৌধুরী।

এসময় বক্তব্য রাখেন শর্ডিস টেনেন্ট এন্ড রেসিডেন্ট এসিয়েসিয়েশনের সাবেক চেয়ারম্যান জনাথন মৌলবেরি, স্পিটালফিল্ড ট্রাস্টের চেয়ারম্যান চার্লস গ্লেডহিল, হাউজিং আর্কিটেক্ট জন ব্রেল, বেঙ্গলী ইস্ট এন্ড হ্যারিটেজ সোসাইটির সদস্য সায়েফ ওসমানী, টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি কোয়ালিশনের ট্রাস্টি আব্দুস শাকুর খালিসাদার, চিকসেন্ড এস্টেট রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যান দেবা মালিক, সাবেক টাউন প্লানার অ্যালেক পর্শো।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ব্রিকলেনের ট্রম্যান এস্টেটসে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের পক্ষে-বিপক্ষে জনগনের মতামত জানতে ১২দিনের 'পাবলিক ইনকোয়ারি' চলাকালে যুক্তরাজ্যের কমিউনিটিজ ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী স্টিভ রিড হস্তক্ষেপ করেন। ১৪ অক্টোবর শুরু হওয়া এই পাবলিক ইনকোয়ারি ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলার কথা ছিলো। কিন্তু মাঝপথে হস্তক্ষেপ করে সেই অনুসন্ধান বন্ধ করে দেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী।

ব্রাডি আর্ট সেন্টারে তিন সপ্তাহের পাবলিক ইনকোয়ারি চলাকালে ইন্সপেক্টর পল গ্রিফিথস-এর কাছে ব্রিকলেনের ট্রুম্যান এস্টেটসে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানান বিপুল-সংখ্যক মানুষ। কারণ এই ট্রুম্যান এস্টেটস- যেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের বসবাসের জন্য শতাধিক বাড়ি বানানো যেতো, সেখানে মাত্র ৬টি সোশ্যাল হাউজিং ইউনিট রেখে বড় বড় ডাটা সেন্টার, অফিস এবং রিটেইল ইউনিট বানানোর পরিকল্পনা চলছে।

শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. তানজিল শফিক ও ইউসিএল-এর গবেষক সাইফ ওসমানী পরিচালিত একটি ওয়ার্কশপে দেখা গেছে, ৯০ শতাংশের বেশি বাসিন্দা মনে করেন যে, ডেভেলপারদের পরামর্শ প্রক্রিয়া থেকে তাঁরা বাদ পড়েছেন।

বিশেষজ্ঞ সাক্ষী হিসেবে সাইফ ওসমানী জানান, প্লানিং পারমিশনের আবেদনকারী সংস্থা তাদের কনসালটেশন পেপার ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল বাংলা অনুবাদ করেছিলো-যার ফলে অনেক বাংলাদেশি বাসিন্দা ভুল তথ্য পেয়েছেন এবং পুরো প্রক্রিয়া থেকে কার্যত বাদ পড়েছেন। এটি স্পষ্টভাবে পরোক্ষ বৈষম্য।

সাইফ ওসমানী স্থানীয় সরকারমন্ত্রী স্টিভ রিডকে ট্রম্যান এস্টেটস-এর ব্যাপারে ম্যাকফারসন নীতি অনুসরনের আহবান জানিয়ে বলেন, এই নীতি অনুযায়ী 'যদি কোনো ঘটনাকে কোনো ব্যক্তি বা কমিউনিটি বৈষম্য হিসেবে বিবেচনা করে, সেটিকেই বৈষম্য হিসেবেই গণ্য করতে হবে। তাই ট্রুম্যান ব্রুয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বৈষম্যমূলক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করে তা বাতিল করতে হবে।

তিনি আরো বলেন "ইনকোয়ারিতে উপস্থাপিত গবেষণা ও সাক্ষ্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এটি কমিউনিটির মানুষকে বঞ্চিত করার একটি স্পষ্ট ধারা। এখানকার মানুষের মতামতের আলোকেই ব্রিক লেনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান করে নয়।"

স্পিটালফিল্ডস বাংলা টাউন ফোরামের পক্ষে দেবা মালিক বলেন, এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মতামত দিতে বাংলাদেশি ও কর্মজীবী মানুষের মতামত পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এই প্রক্রিয়াকে পরোক্ষ বৈষম্য হিসেবে বিবেচনা করবেন।

২১ - ২৩ নভেম্বর টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে তিনদিনব্যাপী 'রাইটআইডিয়া ফেস্টিভ্যাল ২০২৫'

পূর্ব লন্ডনের অন্যতম বৃহৎ ও জনপ্রিয় সাহিত্য উৎসব 'রাইটআইডিয়া ফেস্টিভ্যাল ২০২৫' আগামী ২১ থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলে অবস্থিত টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে। সবার জন্য উন্মুক্ত সম্পূর্ণ ফ্রি এই উৎসবকে ঘিরে ইতোমধ্যে লন্ডনের সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ও আইডিয়া স্টোর আয়োজিত এই উৎসবটিতে অংশ নেবেন ব্রিটিশ সাহিত্য ও গণমাধ্যম জগতের বহুল পরিচিত লেখক, বিশ্লেষক, কৌতুকশিল্পী ও কনটেন্ট নির্মাতারা। এ বছর উৎসবের লাইনআপে রয়েছেন রাজনৈতিক ভাষ্যকার অ্যাশ সরকার, কৌতুকাভিনেতা ও রেডিও উপস্থাপক রবিন ইনস, ভ্রমণ লেখক মোনিশা রাজেশ, জনপ্রিয় ফ্যান্টাসি লেখক বেন অ্যারোনোভিচ, ম্যাপ-ভিত্তিক ইউটিউব জুটি ম্যাপ মেন, এবং আরও অনেকে।

উৎসবের তিন দিনে থাকবে নানামুখী সাহিত্য আলোচনা, বই পরিচিতি, গবেষণা-ভিত্তিক প্যানেল এবং সমকালীন সামাজিক ইস্যু নিয়ে আলাপচারিতা। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে -

আবাসন সংকট ও হাউজিং ক্রাইসিস: সাংবাদিক পিটার আপস লন্ডনের আবাসন সংকট এবং তা সমাধানের সম্ভাব্য পথ নিয়ে তাঁর গবেষণা তুলে ধরবেন।

নিউরোডাইভার্সিটি ও মানসিক স্বাস্থ্য: লেখক ও কৌতুকাভিনেতা রবিন ইনস এডিএইচডি-সহ নিউরোডাইভার্সিটির অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলবেন এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে আরও স্বাভাবিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন।

এলজিবিটিকিউ+ অধিকার ও আন্দোলন: লেখক এলেন জোন্স তাঁর বই আউটরেইজ এর প্রেক্ষাপটে বর্তমান ব্রিটেনে এলজিবিটিকিউ+ কমিউনিটির চ্যালেঞ্জ ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করবেন।

বাংলা সংস্কৃতি ও রন্ধনশৈলী: ব্রিটিশ-বাংলাদেশি লেখক শাহনাজ আহসান তাঁর স্মৃতিকথামূলক রেসিপি-বই দ্যা জ্যাকফ্রুট ক্রনিক্যালস নিয়ে বিশেষ একটি সেশনে অংশ নেবেন। এতে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি রান্না, পারিবারিক স্মৃতি এবং অভিবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা উঠে আসবে।

এ ছাড়া উৎসবে বিভিন্ন শিশু-কিশোর কার্যক্রম, বই বিক্রয়, সৃজনশীল লেখালেখি কর্মশালা এবং লেখকদের সাথে সরাসরি প্রশ্নোত্তরপর্বও থাকবে।

ফেস্টিভ্যালের সব ইভেন্ট সবার জন্য উন্মুক্ত এবং বিনামূল্যে হলেও, আসন সীমিত হওয়ায় আগেভাগে বুকিং করার পরামর্শ দিয়েছে আয়োজকরা। ইতোমধ্যেই অনেক জনপ্রিয় সেশনের রেজিস্ট্রেশন দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, টাওয়ার হ্যামলেটস লন্ডনের অন্যতম বহুজাতিক ও বহুসাংস্কৃতিক অঞ্চল। বিশেষ করে বাংলাদেশি-বংশোদ্ভূত সম্প্রদায় এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। উৎসবের বিভিন্ন সেশনে বাংলা সংস্কৃতি, রান্না, অভিবাসী অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ায় 'রাইটআইডিয়া ফেস্টিভ্যাল ২০২৫' স্থানীয় পাঠকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করেছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রাপ্তবয়স্ক পরিচর্যাকারীদের সমীক্ষা শুরু, কমিউনিটিতে পরিবর্তনের সুযোগ

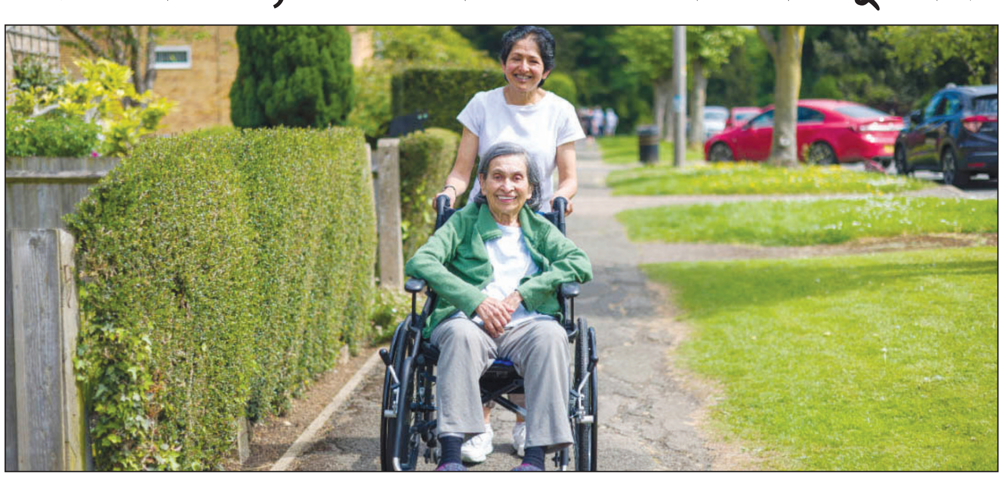

টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকায় পরিবার বা বন্ধুদের পরিচর্যায় নিয়োজিত বেতনবিহীন বা অনারারি পরিচর্যাকারীদের (অ্যাডাল্ট সোশ্যাল কেয়ারার) জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। টাওয়ার হ্যামলেটস অ্যাডাল্ট সোশ্যাল কেয়ার বিভাগ 'সার্ভে অফ অ্যাডাল্ট কেয়ারার্স ২০২৫' শীর্ষক একটি সমীক্ষা চালু করেছে। এই সমীক্ষার মাধ্যমে সরাসরি পরিচর্যাকারীদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করে ভবিষ্যৎ পরিষেবাগুলিকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সমীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: এই সমীক্ষার মূল লক্ষ্য হলো পরিচর্যাকারীদের দৈনন্দিন চ্যালেঞ্জ এবং পরিষেবা গ্রহণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা। সংগৃহীত প্রতিক্রিয়াগুলি স্থানীয় কাউন্সিলের অ্যাডাল্ট সোশ্যাল কেয়ার নীতি নির্ধারণে সহায়ক হবে এবং কমিউনিটিতে পরিচর্যাকারীদের জন্য বাস্তবসম্মত ও অর্থপূর্ণ পরিবর্তন আনতে ব্যবহার করা হবে।

কারা অংশ নিতে পারবেন: এই সমীক্ষাটি বিশেষভাবে টাওয়ার হ্যামলেটসের সেই সকল বেতনবিহীন পরিচর্যাকারীদের জন্য প্রযোজ্য, যারা ইতোমধ্যে কোনো না কোনো সহায়তা পরিষেবা বা সাপোর্ট সার্ভিস গ্রহণ করেছেন।

অংশগ্রহণের পদ্ধতি ও সময়সীমা: যোগ্য পরিচর্যাকারীদের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াটি সহজ রাখা হয়েছে। যারা পরিষেবা ব্যবহার করেছেন, তারা সরাসরি ডাকযোগে (By Post) সমীক্ষা ফর্মটি পাবেন। প্রেরিত ফর্মে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে তাদের মতামত জানাতে হবে।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণের শেষ তারিখ ১৬ জানুয়ারি ২০২৬। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফর্মটি পূরণ করে ফেরত পাঠানোর জন্য সকল যোগ্য পরিচর্যাকারীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ফর্ম পূরণ সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে, সংশ্লিষ্ট হেল্পলাইনে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল আশা করছে, এই সমীক্ষায় পরিচর্যাকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কমিউনিটির সেবার মান বৃদ্ধিতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে ইয়াং মেয়র নির্বাচনের জন্য চূড়ান্ত ১৫ প্রার্থী ঘোষণা

টাওয়ার হ্যামলেটসে নতুন ইয়াং মেয়র নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত ১৫ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে বরোর বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও যুব সংগঠন থেকে মোট ৯২ জন তরুণ-তরুণী আবেদন করেছিলেন, যারা ইয়াং মেয়র টিমে যোগ দিয়ে বরোর তরুণদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে আগ্রহী ছিলেন।

তিন সপ্তাহ চলমান ছিল নিবিড় ওয়ার্কশপ, বিতর্ক এবং আলোচনা, যেখানে তরুণরা নিজেরা পরিকল্পনা, ধারণা এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য উপস্থাপন করেন। এই কার্যক্রমগুলোতে তাদের যোগাযোগ দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলি পরিমাপ করা হয়। সম্পূর্ণ মূল্যায়ন শেষে ৯২ জন আবেদনকারীর সকলকে পূর্ববর্তী ইয়াং মেয়র টিমের সঙ্গে চূড়ান্ত সাক্ষাৎকারে হয় সেরা ১৫ জন প্রার্থী, যারা এবার নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে তরুণ ভোটারদের সামনে নিজেদের পরিকল্পনা তুলে ধরবেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের ইয়ুথ সার্ভিস টিম জানিয়েছে, এবারের আবেদনকারীর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, যা প্রমাণ করে বরোর তরুণদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ ক্রমেই বাড়ছে। ইয়াং মেয়র প্রোগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে তরুণদের নেতৃত্ব

আবেদনকারীদের এক মাসব্যাপী ইন্ডাকশন প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা স্থানীয় গণতন্ত্র, নেতৃত্ব, জনসম্পৃক্ততা, কমিউনিটি উন্নয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পান। ইন্ডাকশন সম্পন্ন হওয়ার পর পরবর্তী অংশ নিতে হয়। সেখানে প্রতিটি প্রার্থীর আত্মবিশ্বাস, বিশ্লেষণী দক্ষতা, বরোর তরুণদের জন্য তাদের ভিশন, এবং কমিউনিটির উন্নয়নে তাদের প্রতিশ্রুতি গভীরভাবে যাচাই করা হয়। এই সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া এবং দীর্ঘ মূল্যায়নের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা বিকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ এবং কমিউনিটির সমস্যাগুলো তুলে ধরার একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে।

এ কারণে চূড়ান্ত প্রার্থীদের ঘোষণা বরোর তরুণদের জন্য নতুন উদ্দীপনা ও প্রত্যাশার সৃষ্টি করেছে।

UK Government

যুক্তরাজ্য সরকারের সাথে মিলে যৌথভাবে প্রকাশিত

নতুন একটি আবাসন আইন প্রণীত হয়েছে

Make things right

নতুন এ আবাসন আইন অনুসারে বাড়িওয়ালাদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে জরুরী ঝুঁকি আর ক্ষতিকর স্যাঁতসেঁতে অবস্থা এবং ফাঙ্গাসের সমস্যা খতিয়ে দেখে তার সমাধান করতে হবে।

নতুন আইনে কী কী অন্তর্ভূক্ত রয়েছে সে সম্পর্কে আরও জানতে ভিজিট করুন gov.uk/socialhousing

নতুন আবাসন আইন এসেছে, এতে কী আছে জেনে নিন

তদন্ত পরিচালনা ও বাড়িকে ঝুঁকিমুক্ত করতে আইনটি বাড়িওয়ালাদের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

একটি নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং সঠিক রক্ষণাবেক্ষণসহ বাড়ি প্রত্যেকেরই প্রাপ্য। ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে বসবাস আপনার স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে। আওয়াবের আইন হল এমন একটি নতুন আইন যা বাড়িওয়ালাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার মাধ্যমে দ্রুত বাড়ির সমস্যা তদন্ত করতে এবং বাড়িকে ঝুঁকিমুক্ত করতে সহায়তা করে।

আওয়াবের আইন কী?

আওয়াবের আইনের নামকরণ করা হয়েছে দুই বছর বয়সী আওয়াব ইসহাকের নামে, যে তার বাড়িতে দীর্ঘ সময় ধরে ছত্রাকের সংস্পর্শে থাকার কারণে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। সামাজিক আবাসনে থাকা ভাড়াটেদের আরও সুরক্ষা প্রদানের জন্য নতুন আইনের প্রথম পর্যায়টি **২৭ অক্টোবর ২০২৫** তারিখে কার্যকর হবে।

এর অর্থ কী?

ভাড়াটেদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল, ভাড়াটিয়া এখন কোনও সমস্যার কথা জানালে বাড়িওয়ালাদের কতটুকু সময়ের মধ্যে সাড়া দিতে হবে তার জন্য কঠোর সময়সীমা প্রবর্তন করা।

- জরুরী সমস্যা (যেমন: বিপজ্জনক বৈদ্যুতিক ত্রুটি, ক্ষতিগ্রস্ত বাইরের দরজা বা জানালা এবং পানির লাইনে বড় ধরনের লিক) তদন্ত করতে হবে এবং **২৪ ঘন্টার** মধ্যে ঝুঁকিমুক্ত করতে হবে।
- উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিসমূহ (যেমন: স্যাঁতসেঁতে অবস্থা এবং ফাঙ্গাসের সমস্যা) **১০ কার্যদিবসের** মধ্যে তদন্ত করতে হবে এবং অতপর আরও **৫ কার্যদিবসের** মধ্যে ঝুঁকিমুক্ত করতে হবে।

সমস্ত জরুরী সমস্যা ও সকল স্যাঁতসেঁতে অবস্থা এবং ফাঙ্গাসের কারণে সৃষ্ট সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি থেকে ভাড়াটেদের সুরক্ষার বিষয়টি অক্টোবর থেকে আওয়াবের আইনের আওতায় আসবে। ২০২৬ এবং ২০২৭ এর মধ্যে আরও বেশ কিছু ঝুঁকিপূর্ণ সমস্যাকে নতুন আইনের আওতায় আনা হবে।

আপনার বাড়িওয়ালার কাছ থেকে কী আশা করবেন

যদি আপনার বাড়িতে কোনও সমস্যা থাকে, বিশেষ করে যদি আপনি মনে করেন যে এটি আপনার স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, তাহলে অবিলম্বে আপনার বাড়িওয়ালাকে তা অবহিত করুন। এটি অবহিত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে - সরাসরি আপনার বাড়িওয়ালার ওয়েবসাইট থেকে, ইমেলের মাধ্যমে, ফোনে বা ব্যক্তিগতভাবে।

বাড়িওয়ালারা বিষয়টি বিবেচনা করবেন এবং নির্ধারণ করবেন যে এটি আওয়াবের আইনের আওতাভুক্ত কিনা এবং যদি তাই হয়, তাহলে তাদের নতুন সময়সীমার মধ্যে আপনার সমস্যার সমাধান করতে হবে।

আপনার স্বাস্থ্যের জন্য তাৎক্ষণিক এবং উল্লেখযোগ্য ক্ষতির ঝুঁকি তৈরী করে এমন জরুরী সমস্যাগুলি তদন্ত করতে হবে এবং **২৪ ঘন্টার** মধ্যে তা ঝুঁকিমুক্ত করতে হবে। স্যাঁতসেঁতে অবস্থা এবং ফাঙ্গাসজনিত গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকিগুলো **১০ কার্যদিবসের** মধ্যে তদন্ত করতে হবে এবং **৫ কার্যদিবসের** মধ্যে আপনার বাড়ি ঝুঁকিমুক্ত করতে হবে।

কোনও সমস্যার ঝুঁকি মূল্যায়ন করার সময় একজন বাড়িওয়ালাকে ভাড়াটেদের পরিস্থিতিও বিবেচনা করতে হবে। সমস্যাটি অবহিত করার সময় ভাড়াটেদের নিশ্চিত করতে হবে যে সমস্যাটি তাদের পরিবারকে কীভাবে প্রভাবিত করছে।

বাড়িওয়ালার প্রতিক্রিয়ায় অসন্তুষ্ট?

আপনি যদি কোনও সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তা সমাধান না করা হয় অথবা আপনি খুশি না হন, তাহলে আপনার বাড়িওয়ালার নির্ধারিত অভিযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার বাড়িওয়ালার কাছে অভিযোগ করুন। যদি আপনি আপনার বাড়িওয়ালার কাছে অভিযোগের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ায় সন্তুষ্ট না হন, তাহলে আপনি এটি হাউজিং অমবাডসম্যানের কাছে পাঠাতে পারেন। তারা স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং ন্যায্যভাবে তদন্ত করবে।

আওয়াবের আইন ও সুনির্দিষ্ট এবং জরুরী ঝুঁকি কী এবং সময়সীমা সম্পর্কিত আরও তথ্য জানতে অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন **gov.uk/social-housing**

সঠিক সমাধান, দ্রুত সময়ে।

‘ইউথ ওয়ার্ক উইক’: টাওয়ার হ্যামলেটসে যুব কার্যক্রমের শক্তিকে কেন্দ্র করে সাত দিনের উদযাপন

টাওয়ার হ্যামলেটসে ৩ - ৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হলো ‘ইউথ ওয়ার্ক উইক ২০২৪’, যেখানে পুরো সপ্তাহ জুড়ে বরোর বিভিন্ন ইয়ুথ সেন্টার, কমিউনিটি হাব ও পাবলিক স্পেসে আয়োজন করা হয় নানা ইভেন্ট, ওয়ার্কশপ, বক্তৃতা, প্রদর্শনী ও পরিবেশনা। এ বছরের থিম ছিল - “নিরাপদ স্থান, বিশ্বাসযোগ্য সহায়তা এবং উন্নতির সুযোগের মাধ্যমে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়া।”

এই থিমের মাধ্যমে তরুণদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ, মানসিক-সামাজিক সহায়তা এবং উন্নতির সুযোগ তৈরিতে যুব কার্যক্রমের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে।

বরোর বিভিন্ন ইয়ুথ সেন্টার - হেইলিবুরি, লাইমহাউস, স্পটলাইট, সেন্ট অ্যান্ড্রুজ এবং স্টেপনি সেন্টারে সপ্তাহব্যাপী নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: সৃজনশীল ওয়ার্কশপ, নেতৃত্ব ও স্কিল-ডেভেলপমেন্ট সেশন, বিতর্ক ও ওপেন আলোচনা, সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও কমিউনিটি সেফটি বিষয়ক সেশন।

এসব ইভেন্টে শত শত তরুণ অংশগ্রহণ করে নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছে এবং স্থানীয় বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ সম্পর্কে জানতে পেরেছে।

সপ্তাহের শেষ দিন হেইলিবুরি ইয়ুথ সেন্টার ও লাইমহাউস ইয়ুথ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় দুটি বিশেষ উদযাপনমূলক ইভেন্ট।এই ইভেন্টগুলো সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছে - ইয়ুথ কাউন্সিল, ইয়াং মেয়র টিম এবং বিভিন্ন ইয়ুথ সেন্টারের তরুণ সদস্যরা।

ইভেন্টগুলোতে ছিল পারফরম্যান্স, সার্টিফিকেট প্রদান, প্রদর্শনী, তরুণ নেতাদের উদ্বুদ্ধমূলক বক্তব্য এবং বরোর বিভিন্ন এলাকার যুবকদের সাফল্য তুলে ধরা।

ইউথ ওয়ার্ক উইকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, ডেপুটি ইয়াং মেয়র খাদিজা দিরির এবং ইফফাত ভূঁইয়ার যুক্তরাজ্যের ইউকে ইয়ুথ পার্লামেন্ট এ অংশগ্রহণ।

লন্ডনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তারা হাউস অফ কমন্সে দাঁড়িয়ে পরিবেশগত সংস্কার, জলবায়ু সুরক্ষা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণে জরুরি পদক্ষেপের গুরুত্ব তুলে ধরে আবেগপূর্ণ ও শক্তিশালী বক্তব্য প্রদান করেন। তাদের এ বক্তব্য উপস্থিত তরুণ প্রতিনিধি ও পার্লামেন্টের সদস্যদের ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায়।

ইউথ ওয়ার্ক উইকের মাধ্যমে টাওয়ার হ্যামলেটসের তরুণরা আবারও দেখিয়েছে - কমিউনিটি স্পেস ও ইয়ুথ সেন্টারগুলো শুধু বিনোদনের স্থান নয়, বরং তরুণদের নেতৃত্বগুণ বিকাশ, সমর্থন পাওয়া, নিরাপদে শেখা-বাড়ার এক গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম।

Al Mustafa Welfare Trust
Charity Number: 1118492

আপনি যদি আপনার নিজের এলাকায় একটি ক্যাম্পের জন্য দান করতে চান
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

If you wish to donate for a camp in your chosen area
please contact us

Call: +44 (0)20 8569 6444
Visit: www.almustafatrust.org

100% ZAKAT POLICY
Registered with FUNDRAISING REGULATOR

বৃটেনের কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠন

আব্দুল হান্নান সভাপতি, মকিস মনসুর, সেক্রেটারি নির্বাচিত

জেসমিন মনসুর: বৃটেনের কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের ২০২৫ ও ২০২৭ ইংরেজি তথা আগামী দু'বছর এর জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সোমবার ৩রা নভেম্বর দূপুর ১ ঘটিকায় বাংলাদেশ ওয়েলফয়ার সেন্টারে উপস্থিত সবার মতামতের ভিত্তিতে ৭১ এর বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান শহীদুল্লাহ্ সভাপতি, কমিউনিটি সংগঠক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ারকে ট্রেজারার এবং কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুরকে জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয়েছে।

এ ছাড়াও কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের আগামী দু'বছর এর জন্য ডিরেক্টর হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ কেরামত আলী, শফিক মিয়া, মোহাম্মদ আসকর আলী, নজির উদ্দিন, মাহমুদ মিয়া চৌধুরী, মাহমুদ হোসেইন ও রকিবুর রহমান।

সভায় সংগঠন এর আর্থিক ও বাষিক রিপোর্ট সর্ব সম্মতিক্রমে পাশ হওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে সংগঠন এর জন্য করণীয় নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সীদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বৃটেনে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর নব-নির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারি ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর জানান বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ১৯৯৪ সাল থেকে কার্ডিফ কমিউনিটির নানা সমাজসেবা মূলক কমকান্ডে ও মানবতার কল্যাণে ঐক্যের বন্ধনে কমিউনিটির উন্নয়ণে নিষ্টা ও নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। সংগঠন এর আগামী দিনের পথচলায় তিনি কমিউনিটির সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন।

পরিশেষে মধ্যাহ্ন ভোজন এর মাধ্যমে সভায় সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে শিশুদের কাছে বিপজ্জনক পণ্য ও অ্যালকোহল বিক্রি, তিন প্রতিষ্ঠানকে ১৩,০০০ পাউন্ড অর্থদন্ড

টাওয়ার হ্যামলেটসে শিশুদের কাছে বিপজ্জনক রাসায়নিক পণ্য ও অ্যালকোহল বিক্রির কারণে তিনটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যেখানে মোট জরিমানার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে £১৩,০০০-এর বেশি। কাউন্সিলের ট্রেডিং স্ট্যান্ডার্ডস টিম মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতায় আন্ডারকভার টেস্ট পারচেজের মাধ্যমে এসব বেআইনি কার্যক্রম শনাক্ত করে। বরোর তরুণদের ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য থেকে সুরক্ষা দেওয়ার চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসাবে উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে।

চলতি ২০২৫ সালের পয়লা মার্চ, হোয়াইটচ্যাপেল রোডে অবস্থিত হোয়াইটচ্যাপেল এসেনশিয়াল হাউজওয়ার নামে ব্যবসা পরিচালনাকারী হোয়াইটচ্যাপেল পাউন্ডশপ লিমিটেড এক ১৬ বছর বয়সি স্বেচ্ছাসেবী অর্থাৎ ট্রেডিং স্ট্যান্ডার্ড বিভাগের আন্ডারকভার ক্রেতার কাছে নকআউট কস্টিক সোডা নামের ক্ষয়কারী রাসায়নিক বিক্রি করে। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডযুক্ত এই পণ্যের বোতলে স্পষ্টভাবে বয়সসীমা উল্লেখ থাকলেও, কোম্পানির পরিচালক মি. আব্দুল আলিম পরিচয় যাচাই না করেই বিক্রি করেন।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে থেমস ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে কোম্পানি ও পরিচালক উভয়েই দোষ স্বীকার করলে আদালত কোম্পানিকে ৪,০০০ পাউন্ড জরিমানা, ১,৬০০ পাউন্ড ভিকটিম সারচার্জ এবং মামলা খরচ বাবদ ৬০০ পাউন্ড, আর মি. আলিমকে ৬৯২ পাউন্ড জরিমানা, ২৭৭ ভিকটিম সারচার্জ পাউন্ড এবং মামলা খরচ বাবদ ৬০০ পাউন্ড প্রদানের আদেশ দেন।

একই দিনে ওয়াটনি মার্কেটের ডলফিনস নামের দোকানে আরেকটি টেস্ট পারচেজে দেখা যায় যে নকআউট ড্রেনস, টয়লেটস এন্ড ইউরিনালস ক্লিনার্স নামের ক্ষয়কারী রাসায়নিক এক শিশুর কাছে বিক্রি করা হয়েছে। তদন্তে জানা যায়, দোকানে অপ্রাপ্তবয়সীদের কাছে বিক্রি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল না। দোকানের কর্মী মি. মোহাম্মদ মাদানি এবং ব্যবস্থাপক মি. মোহাম্মদ মিয়া - উভয়েই অফেন্সিভ উইপেন্স এক্ট ২০১৯ -এর অধীনে দোষ স্বীকার করেন। আদালত মি. মাদানিকে ২২৪ পাউন্ড জরিমানা, ভিকটিম সারচার্জ বাবদ ৯০ পাউন্ড এবং মামলা খরচ বাবদ ২০০ পাউন্ড, আর মি. মিয়াকে ৩৬৫ পাউন্ড জরিমানা, ১৪৬ পাউন্ড ভিকটিম সারচার্জ এবং মামলা খরচ বাবদ ২,২১০.৪২ পাউন্ড প্রদানের আদেশ দেন।

অপর একটি পৃথক ঘটনায়, ১৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখে মাইল এন্ড রোডের কো-অপ দোকানে ১২ বছর বয়সি শিশুর কাছে ৬৬০ মিলিলিটারের বিরা মোরেটি নামের অ্যালকোহল বিক্রি করা হয়। এটি বিক্রি করেন মি. ওয়াসালা নাওয়োদ বান্দারা, যিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলেও পরিচয়পত্র যাচাইয়ের নিয়ম অনুসরণ করেননি। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে তিনি আদালতে অনুপস্থিত থাকলেও দোষী সাব্যস্ত হন। আদালত তাকে অর্থদন্ড হিসাবে ৬৬০ পাউন্ড, ২৬৪ পাউন্ড ভিকটিম সারচার্জ এবং ১,১০০ পাউন্ড মামলা খরচ বাবদ প্রদানের আদেশ দেন।

কাউন্সিলের পাবলিক প্রোটেকশন ও ইন্টিগ্রেটেড এনফোর্সমেন্ট বিষয়ক ক্যাবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী বলেন, "শিশুদের কাছে ক্ষয়কারী রাসায়নিক বা অ্যালকোহল বিক্রি করা শুধু বেআইনি নয়, বরং অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ। এসব পণ্যের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি, তাই ব্যবসায়ীদের আইন মেনে চলা নিশ্চিত করা জরুরি।" তিনি আরও জানান, আইন লঙ্ঘন রোধে ট্রেডিং স্ট্যান্ডার্ডস টিম নিয়মিত টেস্ট পারচেজ পরিচালনা করতে থাকবে।

কোনও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শিশুদের কাছে অ্যালকোহল, তামাক, ভ্যাপ বা বিপজ্জনক রাসায়নিকের মতো বয়সসীমা-নির্ধারিত পণ্য বিক্রি করছে - এমনটা যে কেউ সন্দেহ করলে, তা টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ওয়েবসাইটের (http://www.towerhamlets.gov.uk/tradingstandards) মাধ্যমে সম্পূর্ণ গোপনীয়ভাবে রিপোর্ট করা যাবে।

লন্ডনে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন মন্ত্রী ও মেয়রদের উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত আলোচনা সভা

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাজ্য যুবলীগের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় লন্ডনের ইনসাইন হলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য যুবলীগের অন্যতম সহ-সভাপতি আফজাল হোসেন। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ খান ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জামাল আহমদ খান।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আব্দুর রহমান। প্রধান বক্তা ছিলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন, নইমুদ্দিন রিয়াজ, হরমুজ আলী, জাতীয় সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব এবং যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন তরুণ নেতা তারিফ আহমদ, সারব আলি, আ স ম মিসবাহ, অ্যাডভোকেট এম এ করিম, লুতফুর রহমান ছায়াদ, আলতাফুর রহমান মোজাহিদ।

যুবলীগের পক্ষ থেকে বক্তৃব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি নাজমুল ইসলাম ও মন্তর আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন লিটন ও ফয়জুর রহমান ফয়েজ, মতব্বির হোসেন চুনু, সারজন খান, জোবায়ের আহমদ, মুসফিক জায়গীরদার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ আলী, ফজলে রাব্বি স্বরণ, যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ আলী আকবর, যুবলীগ নেতা মো কবির হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ গঠনে প্রবাসী যুবলীগের ভূমিকা জোরদারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের দুই মিলিয়ন ফ্রি স্কুল মিল পরিবেশন করেছে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে কাউন্সিল তাদের সার্বজনীন ফ্রি স্কুল মিলস স্কিম চালুর পর থেকে টাওয়ার হ্যামলেটস সেকেন্ডারি স্কুল শিক্ষার্থীদের দুই মিলিয়নেরও বেশি ফ্রি স্কুল মিল সরবরাহ করেছে।

পারিবারিক আয়ের পরোয়া না করে, সারা দেশের মধ্যে প্রথমবারের মতো একটি বরো হিসেবে টাওয়ার হ্যামলেটস সব সেকেন্ডারি শিক্ষার্থীকে ফ্রি স্কুল মিলের সুযোগ দেয়।

এই স্কিমের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনযাত্রার ব্যয় সংকটে সংগ্রামরত পরিবারগুলোর আর্থিক চাপ কমানো এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন গরম, স্বাস্থ্যকর খাবারের নিশ্চয়তা প্রদান।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "দুই মিলিয়ন মিল পরিবেশন করা আমাদের বরোর জন্য একটি বিশাল মাইলফলক। এটি দেখায় শিশুদের ক্ষুধার্ত থাকার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিশ্রুতি কতটা শক্তিশালী এবং প্রতিটি শিশুকে সফল হওয়ার সুযোগ দিতে আমরা কতটা অঙ্গীকারবদ্ধ। এটি স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সমতার জন্য একটি বিনিয়োগ।"

এডুকেশন, ইয়ুথ এন্ড লাইফলং লার্নিং বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার এবং ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইউম তালুকদার বলেন, "সার্বজনীন ফ্রি স্কুল মিল টাওয়ার হ্যামলেটসের পরিবারগুলোর জন্য বাস্তব পরিবর্তন আনছে। স্টিগমা এবং আর্থিক বাধা দূর করে আমরা নিশ্চিত করছি যে কোনো শিশু পিছিয়ে থাকবে না এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী মনোনিবেশ করে পড়াশোনা করতে পারবে।"

সার্বজনীন ফ্রি স্কুল মিল শিশুদের জন্য আর্থিক, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাগত - এই তিন ধরনের উপকার নিয়ে আসে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রায় অর্ধেক শিশু দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে, যা যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ হার।

ফ্রি স্কুল মিল পরিবারগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা, যা প্রতিটি শিশুর জন্য বছরে গড়ে ৫৫০ পাউন্ড সাশ্রয় করে।

পুষ্টিকর স্বাস্থ্যকর খাবার শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষমতা বাড়ায় এবং আচরণ ও একাডেমিক সাফল্য উন্নত করতে সহায়তা করে - এটি প্রমাণিত।

টাওয়ার হ্যামলেটসের অর্ধেকেরও বেশি শিশু অতিরিক্ত ওজন নিয়ে সেকেন্ডারি স্কুলে ভর্তি হয়, তাই এই স্কিম কমবয়সীদের শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নত করার পাশাপাশি একটি স্বাস্থ্যকর বরো গড়ে তুলতে সহায়ক একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

কাউন্সিল স্কুল, ক্যাটারিং টিম ও পরিবারগুলোর সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে যাতে এই সেবা মান ও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী স্কিমের সুফল পায়।

সার্বজনীন ফ্রি স্কুল মিল সম্পর্কে আরও জানতে আমাদের ওয়েবসাইট (www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/education_and_learning/school_finance_and_support/free_school_meals.aspx) ভিজিট করুন।

ড্যাফোডিল প্রিপারেটরি (ইসলামী) স্কুলে ওপেন ডে অনুষ্ঠিত

গত ৩১ অক্টোবর দুপুরে আনুষ্টানিক ভাবে লন্ডনের কর্মাশিয়াল রোডে অবস্থিত ড্যাফোডিল প্রিপারেটরি (ইসলামী) স্কুলে ওপেন ডে ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় সমাজের সদস্যরা

উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে মাওলানা আশরাফুল জোহরের সালাত পরিচালনা করেন। এরপর উস্তাদ এরশাদ উল্লাহ-এর নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন।স্কুলের পরিচালক আনিস জামান উদ্বোধনী বক্তব্যে স্কুলের ভিশন ও মিশন তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ড্যাফোডিলের লক্ষ্য হলো এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে শিশুরা ইসলামিক মূল্যবোধের আলোয় শিক্ষা গ্রহণ করে আত্মবিশ্বাসী ও সৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

পরে শিক্ষার্থী মিফতা তার অনুভূতি প্রকাশ করে বলে, ড্যাফোডিলে পড়তে আমার ভালো লাগে, কারণ এখানে শেখা মানে ভালো মানুষ হওয়া। এরপর প্রদর্শিত হয় স্কুলের কার্যক্রমভিত্তিক একটি ৫ মিনিটের ডকুমেন্টারি, যেখানে ড্যাফোডিলের দৈনন্দিন শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক এবং স্কুলের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। শিক্ষার্থীরা পরিবেশন করে একটি মনোমুগ্ধকর

নাশীদ, যা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবার প্রশংসা কুড়ায়।

স্কুলের Headteacher ও স্টেম বিভাগের প্রধান স্টিফেন মন্টফোর্ড ড্যাফোডিলের শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষার্থী সাপোর্ট সিস্টেম এবং আধুনিক ফ্যাসিলিটিজ নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

পরে শিক্ষার্থী মোহাম্মদ ইসলামিক ও কুরআন স্টাডিজ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে, এবং উস্তাদ এরশাদ উল্লাহ আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে অতিথিরা স্কুলের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন আরবি, ন্যাশনাল কারিকুলাম ও স্টেম ডিসপ্লে, এবং লাইব্রেরিতে শিক্ষার্থীদের কাজ। শেষে উপস্থিতদের জন্য পরিবেশিত হয় হালকা আপ্যায়ন ও গিফট ব্যাগ বিতরণ।

ড্যাফোডিল প্রিপারেটরি স্কুলের ওপেন ডে-তে শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামিক মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনের দিকগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করা হয়।

আয়োজকরা জানান, ড্যাফোডিল প্রিপারেটরি স্কুলে বর্তমানে Year ১ থেকে Year ৬ পর্যন্ত ভর্তি চলছে, এবং অভিভাবকদের আগ্রহের ভিত্তিতে নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রমও শুরু হয়েছে।

ছোট ব্যবসা ও নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটসে ৪ লাখ পাউন্ডের তহবিল

টাওয়ার হ্যামলেটসের উদ্যমী নতুন উদ্যোক্তা, ছোট ব্যবসার মালিক এবং নারী প্রতিষ্ঠাতাদের জন্য চালু হয়েছে ৪০০,০০০ পাউন্ডের বিশেষ তহবিল এবং চারটি নতুন ব্যবসায়িক সহায়তা প্রকল্প। যারা নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে চান বা বিদ্যমান ছোট ব্যবসাকে এগিয়ে নিতে বিশেষজ্ঞ সহযোগিতা খুঁজছেন, তাদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।

গত অক্টোবর মাসে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল চারটি প্রকল্পের সমন্বয়ে ৪০০,০০০ পাউন্ডের ব্যবসা সহায়তা কর্মসূচি চালু করে, যার লক্ষ্য - নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, স্টার্টআপকে এগিয়ে নেওয়া এবং নারী নেতৃত্বাধীন ব্যবসায়কে আরও সক্ষম করা।

আগামী ১ ডিসেম্বর ২০২৫, সোমবার টাওয়ার হ্যামলেটস্ টাউন হলে এসব প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যেক প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন।

চারটি প্রকল্পে কী রয়েছে

১. থিংক স্টার্ট আপ ২: ব্যবসার নতুন আইডিয়াকে বাস্তবে রূপ দিতে দ্রুতগতির এই প্রোগ্রামটি তৈরি করা হয়েছে। যারা ভাবনা থেকে উদ্যোগে রূপ দিতে চান, তারা বিশেষজ্ঞ সহায়তা, হাতে-কলমে পরামর্শ এবং আইডিয়া পরীক্ষা ও যাচাইয়ের সুযোগ পাবেন। সাইড-হাসলারদের জন্য এটি আদর্শ।

২. সাপোর্টেড একসেস টু ফিন্যান্স ২: যারা ব্যবসা শুরু করতে আর্থিক সহায়তা চান, তাদের জন্য এই প্রকল্পে রয়েছে প্রশিক্ষণ, ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরি এবং নতুন ব্যবসা নিবন্ধনের সহযোগিতা। যোগ্য উদ্যোক্তারা£২,৫০০ গ্রান্টের জন্য আবেদন করতে পারবেন, যা তাদের ব্যবসার যাত্রা শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দেবে।

৩. উম্যান মিন বিজনেস ২: টাওয়ার হ্যামলেটসের নারী নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা গুলোকে (কমপক্ষে ১৮ মাস ধরে চালু) আরও বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে সহায়তা দেবে এই প্রকল্প। উন্নয়ন পরিকল্পনা, নির্দেশনা এবং পরামর্শ পাওয়া যাবে এই প্রোগ্রামে।

৪. সাপোর্ট ফর স্টার্টআপস: প্রাথমিক পর্যায়ের স্টার্টআপ-কে টিকিয়ে রাখা ও বৃদ্ধি করতে মেন্টরশিপ, টেকনিক্যাল সহায়তা, কর্মশালা এবং নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ প্রদান করা হবে। উদ্যোক্তাদের টেকসই ও স্কেলযোগ্য ব্যবসা তৈরি করাই এর লক্ষ্য।

কমিউনিটি টয়লেট স্কিমে অংশগ্রহণের সুযোগ

টাওয়ার হ্যামলেটসের কমিউনিটি টয়লেট স্কিম - এ যোগ দিয়ে ব্যবসাগুলো-

- পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ টয়লেট সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহকদের আস্থা বাড়াতে পারে
- পথচারীদের গ্রাহকে পরিণত করতে পারে
- ব্যবসার দৃশ্যমানতা ও পরিচিতি বাড়াতে পারে
- কমিউনিটির সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করতে পারে
- বয়স্ক ব্যক্তি, নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

যেসব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ টয়লেট সুবিধা দিতে আগ্রহী, তারা যোগাযোগ করতে পারেন: Email: highstreets@towerhamlets.gov.uk

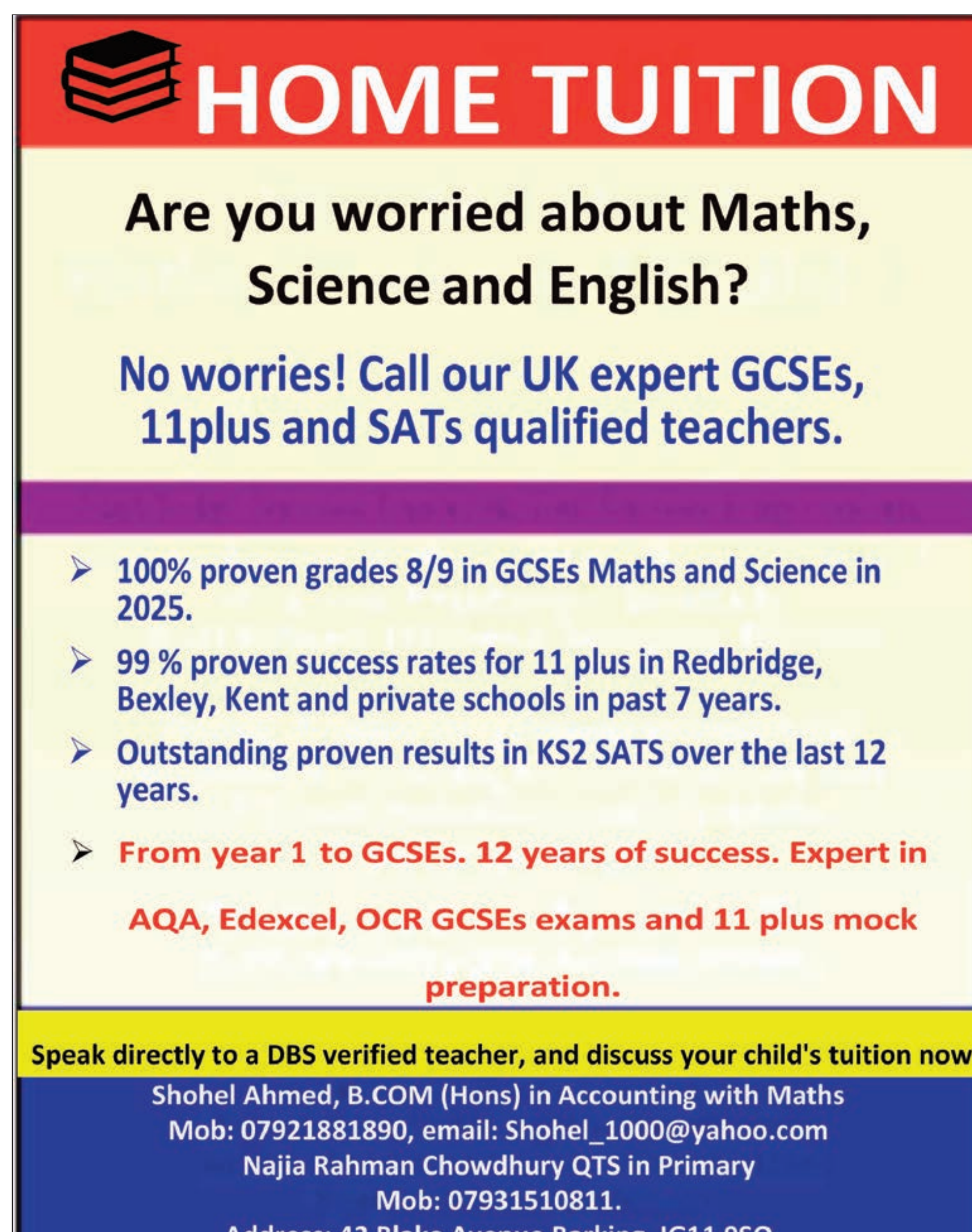

'ব্রিটেন ইন ব্লুম ইউকে' প্রতিযোগিতার ফাইনালে টাওয়ার হ্যামলেটসের সাফল্য

টাওয়ার হ্যামলেটস "ব্রিটেন ইন ব্লুম ইউকে ফাইনালস ২০২৫"-এ গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।
টাওয়ার হ্যামলেটস ছিল ৪৪টি

ফাইনালিস্টের মধ্যে একটি, এবং হর্টিকালচারাল উৎকর্ষ, পরিবেশগত যত্ন এবং কমিউনিটি অংশগ্রহণের জন্য শর্টলিস্ট হওয়া একমাত্র লন্ডন বরো।
কাউন্সিলের বিভিন্ন বিভাগ এবং কমিউনিটি গ্রুপগুলোর অংশীদারিত্ব টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে এই গোল্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
গ্রীষ্মের সময় বিচারকরা টাওয়ার হ্যামলেটস্ বরো পরিদর্শন করেন, এবং ভিক্টোরিয়া পার্ক, টাওয়ার হ্যামলেটস সেমিট্রি পার্ক, ক্যানারি ওয়ার্ফের আধুনিক ল্যান্ডস্কেপিংসহ আমাদের বৈচিত্র্যময় কমিউনিটি এলাকা উপভোগ করেন।

সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের দুই মিলিয়ন ফ্রি স্কুল মিল পরিবেশন করেছে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে কাউন্সিল তাদের সার্বজনীন ফ্রি স্কুল মিলস স্কিম চালুর পর থেকে টাওয়ার হ্যামলেটস সেকেন্ডারি স্কুল শিক্ষার্থীদের দুই মিলিয়নেরও বেশি ফ্রি স্কুল মিল সরবরাহ করেছে।
পারিবারিক আয়ের পরোয়া না করে, সারা দেশের মধ্যে প্রথমবারের মতো একটি বরো হিসেবে টাওয়ার হ্যামলেটস সব সেকেন্ডারি শিক্ষার্থীকে ফ্রি স্কুল মিলের সুযোগ দেয়।
এই স্কিমের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনযাত্রার ব্যয় সংকটে সংগ্রামরত পরিবারগুলোর আর্থিক চাপ কমানো এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন গরম, স্বাস্থ্যকর খাবারের নিশ্চয়তা প্রদান।
টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "দুই মিলিয়ন মিল পরিবেশন করা আমাদের বরোর জন্য একটি বিশাল মাইলফলক। এটি দেখায় শিশুদের ক্ষুধার্ত থাকার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিশ্রুতি কতটা শক্তিশালী এবং প্রতিটি শিশুকে সফল হওয়ার সুযোগ দিতে আমরা কতটা অঙ্গীকারবদ্ধ। এটি স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সমতার জন্য একটি বিনিয়োগ।"
এডুকেশন, ইয়ুথ এন্ড লাইফলং লার্নিং বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার এবং ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইউম তালুকদার বলেন, "সার্বজনীন ফ্রি স্কুল মিল টাওয়ার হ্যামলেটসের পরিবারগুলোর জন্য বাস্তব পরিবর্তন আনছে। স্টিগমা এবং আর্থিক বাধা দূর করে আমরা নিশ্চিত করছি যে কোনো শিশু পিছিয়ে থাকবে না এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী মনোনিবেশ করে পড়াশোনা করতে পারবে।"
সার্বজনীন ফ্রি স্কুল মিল শিশুদের জন্য আর্থিক, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাগত - এই তিন ধরনের উপকার নিয়ে আসে।
টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রায় অর্ধেক শিশু দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে, যা যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ হার।
ফ্রি স্কুল মিল পরিবারগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা, যা প্রতিটি শিশুর জন্য বছরে গড়ে ৫৫০ পাউন্ড সাশ্রয় করে।
পুষ্টিকর স্বাস্থ্যকর খাবার শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষমতা বাড়ায় এবং আচরণ ও একাডেমিক সাফল্য উন্নত করতে সহায়তা করে - এটি প্রমাণিত।
টাওয়ার হ্যামলেটসের অর্ধেকেরও বেশি শিশু অতিরিক্ত ওজন নিয়ে সেকেন্ডারি স্কুলে ভর্তি হয়, তাই এই স্কিম কমবয়সীদের শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নত করার পাশাপাশি একটি স্বাস্থ্যকর বরো গড়ে তুলতে সহায়ক একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।
কাউন্সিল স্কুল, ক্যাটারিং টিম ও পরিবারগুলোর সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে যাতে এই সেবা মান ও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী স্কিমের সুফল পায়।
সার্বজনীন ফ্রি স্কুল মিল সম্পর্কে আরও জানতে আমাদের ওয়েবসাইট (www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/education_and_learning/school_finance_and_support/free_school_meals.aspx) ভিজিট করুন।

বাংলা পোস্ট পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন

শারীরিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী সংগঠন খুঁজছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল একটি গুণগত গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার জন্য স্থানীয় কমিউনিটি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে আগ্রহ প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো টাওয়ার হ্যামলেটসে বসবাসরত বয়স্ক নাগরিক এবং এশীয় বংশোদ্ভূত নারীদের মধ্যে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা।
এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য 'প্লেস পার্টনারশিপ' প্রোগ্রামের আওতায় নীতিনির্ধারণী কাজে সহায়তা করবে এবং স্থানীয় জনগণের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণে সহায়ক হবে।
নির্বাচিত সংস্থাটি স্থানীয় কমিউনিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে, ফোকাস গ্রুপ এবং উন্মুক্ত প্রশ্ন ভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতায় কাজ সম্পন্ন করবে। এ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট্র১৫,০০০ পাউন্ড।
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:
- সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রাথমিক আলোচনা
- প্রকল্পের মূল কর্মসূচি সূচক (কচওং) নির্ধারণ
- একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও জমা

কাউন্সিলের পক্ষ থেকে স্থানীয় পর্যায়ে শক্তিশালী সম্পৃক্ততা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক গবেষণার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সংস্থাগুলোকে এই কাজে অংশ নেওয়ার জন্য আহবান জানানো হচ্ছে। আগ্রহী সংস্থাগুলিকে একটি সংক্ষিপ্ত লিখিত প্রস্তাবনা জমা দিতে হবে। প্রস্তাব জমা দেওয়ার শেষ সময় মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর বিকেল ৫টা।
বিস্তারিত তথ্য ও প্রকল্পের বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন:
সোফি বাওয়েন, পাবলিক হেলথ অফিসার, হেলদি এনভায়রনমেন্টস
ইমেইল: Sophie.bowen@towerhamlets.gov.uk

মাধবপুরে ৩ কোটি টাকার ব্রিজ ব্যবহারে অনুপযোগী

মাধবপুর সংবাদদাতা : দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ চা বাগান মাধবপুরের সুরমা চা বাগান এলাকায় প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ব্রিজ দুই বছর ধরে ব্যবহারে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। নির্মিত হলেও, অল্প সময়ের মধ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি ও নিম্নমানের কাজের কারণে সংযোগ মাটি বৃষ্টিতে ধ্বসে গেছে। বর্তমানে ছড়া নদীর তলদেশে পানি জমে যাওয়ায়

ব্রিজের দুইপাশের মাটি ধসে যাওয়ায় প্রায় ১০ হাজার বাসিন্দা ও চা শ্রমিক দৈনন্দিন যাতায়াতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, প্রতিদিন শত শত চা শ্রমিক ও স্কুল শিক্ষার্থী ঝুঁকি নিয়ে ছড়া নদী পারাপার করছেন। ব্রিজটি সাবেক সংসদ সদস্য মাহবুব আলীর সময়ে পারাপার আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

বাগানের ২০ নম্বর সেকশনের চা শ্রমিকরা ব্রিজটিকে 'মরণফাঁদ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

এক নারীশ্রমিক বলেন, 'দুই বছর ধরে ভাঙা ব্রিজের কারণে আমরা প্রচণ্ড কষ্টে আছি। বর্ষার সময় পার হওয়া অসম্ভব।'

অন্য আরেক শ্রমিক বলেন, 'এত টাকা খরচ করে ব্রিজটি বানানো হলেও এখন এটি মৃত্যুর ফাঁদে পরিণত হয়েছে।'

বাগানের সহকারী ব্যবস্থাপক কমল সরকার জানান, 'আমরা উপজেলা প্রশাসনে একাধিকবার লিখিতভাবে জানিয়ে এসেছি, কিন্তু এখনও কোনো পদক্ষেপ হয়নি। প্রতিদিন শ্রমিকরা ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে, দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।'

স্থানীয় এক শিক্ষক বলেন, 'স্কুলের শিশুরা ব্রিজ পার হয়, একটু অসতর্ক হলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

মাধবপুর উপজেলা প্রকৌশলী রেজাউল নবী জানিয়েছেন, 'দু'পাশের মাটি সরে যাওয়ায় ব্রিজটি ব্যবহারের অনুপযোগী। সংস্কারের জন্য নতুন বাজেট প্রয়োজন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, কোটি টাকার প্রকল্পটি নির্মাণের পরপরই মাটি ধসে পড়লেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত অবস্থায় থাকার কারণে ব্রিজটি ভেঙে যাওয়ার পথে, ফলে শ্রমিক ও স্থানীয়দের পণ্য পরিবহন, স্কুলগামী শিক্ষার্থী ও রোগী পরিবহনে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়রা দ্রুত ব্রিজটি সংস্কারের দাবি জানিয়ে বলেন, 'সংস্কার হলে আমাদের যাতায়াত সহজ হবে এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমবে।'

সুনামগঞ্জে ৯৫০ রাউন্ড অবৈধ শর্টগানের কার্তুজ উদ্ধার

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জ জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ শর্টগানের কার্তুজ উদ্ধার করেছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার সাচনা বাজার এলাকা থেকে মোট ৯৫০ রাউন্ড ১২ বোর শর্টগানের কার্তুজ জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় অবৈধভাবে কার্তুজ বহনের অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন সুনামগঞ্জ সদর থানার রাধানগর এলাকার আমপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মো. মামুন মিয়া (২৩) এবং মো. উবায়দুল (২১)।

জব্দকৃত কার্তুজ ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকাল ৬টার দিকে ডিউটিরত এসআই আব্দুর রহিম জীবান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন যে, বিশ্বম্ভরপুর থানার চালবন এলাকা থেকে রাধানগর হয়ে জামালগঞ্জের সাচনা বাজারের দিকে দুটি মোটরসাইকেলে অবৈধ শর্টগানের কার্তুজ বহন করা হচ্ছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের

একটি বিশেষ দল দ্রুত সাচনা বাজার এলাকায় গিয়ে কৌশলগত অবস্থান নেয়।

সকাল ৭টার দিকে দুটি সন্দেহজনক মোটরসাইকেলকে আসতে দেখে ডিবি পুলিশ তাদের থামার নির্দেশ দেয়। পুলিশি উপস্থিতি টের পেয়ে একটি মোটরসাইকেলে থাকা আরোহীরা দ্রুত পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে অন্য মোটরসাইকেলটি আটক করে তল্লাশি চালানো হলে মোটরসাইকেলের সিটের নিচে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা ৯৫০ রাউন্ড ১২ বোর কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

কার্তুজ উদ্ধারের পরপরই ঘটনাস্থল থেকে মো. মামুন মিয়া ও মো. উবায়দুলকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ।

ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই অবৈধ কার্তুজ বহনের ঘটনায় গ্রেফতারকৃত দুইজনসহ পলাতক অন্য দুইজনের বিরুদ্ধে জামালগঞ্জ থানায় অস্ত্র আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করার প্রক্রিয়াও বর্তমানে চলমান রয়েছে।

সুনামগঞ্জ জেলায় অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিরুদ্ধে ডিবি পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়েছে।

সিলেটে ফের ভয়ঙ্কর রূপে ডেঙ্গু ভাইরাস

সিলেট অফিস : সিলেটে আবারও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে ডেঙ্গু। নভেম্বর মাসে প্রতিদিন সনাক্তের গড় প্রায় ৬ জন। মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) দুপুরে সিলেট বিভাগীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। নভেম্বর মাসে সিলেট বিভাগে ডেঙ্গু সনাক্ত হয়েছে মোট ১০২ জনের। এ নিয়ে এবছর সিলেটে মোট ডেঙ্গু সনাক্ত হল ৪১৭ জনের।

বর্তমানে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৪ জন ডেঙ্গু

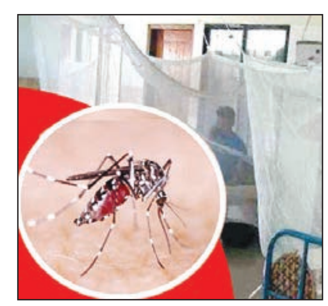

রোগী। এদের মধ্যে মৌলভীবাজার সদর হাসপতালে -২, কুলাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৫, বড়লেখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১, হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে ২, লাখাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২, ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছেন ২ জন।

এবছর সিলেটে ৭৩, সুনামগঞ্জে ৫৯, মৌলভীবাজারে ৬৩ ও হবিগঞ্জে ২২২ জনের ডেঙ্গু সনাক্ত হয়েছে।

এ বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সিলেট বিভাগে মারা গিয়েছেন ১ জন, ১০ অক্টোবর সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

ছাতকে প্রতিপক্ষের দেয়া আগুনে মুক্তিযোদ্ধার বসতঘর পুড়ে ছাই

ছাতক (সুনামগঞ্জ) সংবাদদাতা : ছাতকে প্রতিপক্ষের দেয়া আগুনে একটি বসতঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ ঘটনায় প্রতিপক্ষের ইলিয়াস আলী, ফজল করিম, আব্দুল হাই ও রুস্তম আলীসহ ১৬জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরো ৫/৭জনকে আসামি করে ছাতক থানা ও সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল ইসলামের স্ত্রী জাহানারা বেগম। আগুনে ঘরে থাকা মূল্যবান মালামাল পুড়ে অন্তত ১২লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের ২নম্বর ওয়ার্ডের সীমান্তবর্তী লুবিয়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট মৃত সাইফুল ইসলামের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুদিন পূর্বে বিবাদিদের সাথে একটি মারামারিতে হতাহতের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার পর মামলা মোকদ্দমার ভয়ে বাড়িতে কোন পুরুষের উপস্থিতি না থাকায় মৃত মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল ইসলামের স্ত্রী জাহানারা বেগম ঘরের অন্য মহিলাদের

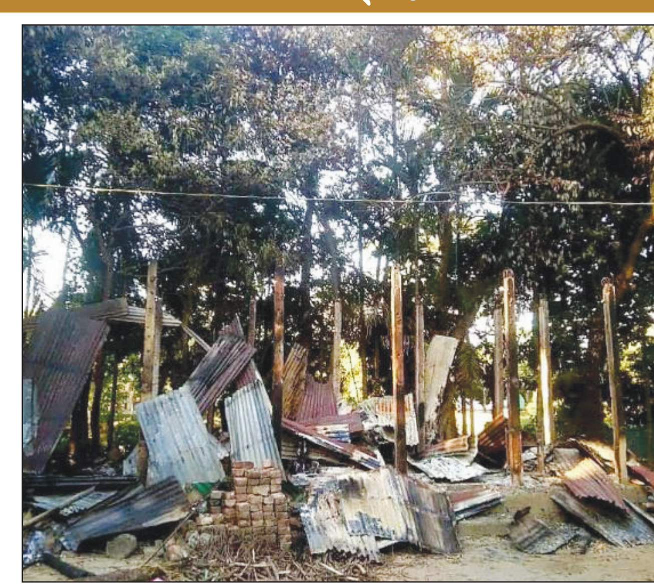

নিয়ে অবস্থান করছিলেন। ঘটনার দিন রাতে বাড়িতে কিছু সংখ্যক পুরুষের কথাবার্তা শুনে তিনি ঘরে থাকা মহিলাদের নিয়ে দরজা খুলে দা, রামদাসহ প্রতিপক্ষের ইলিয়াস আলীসহ অন্তত ২০/২৫ জন লোককে দেখতে পান। এসময় প্রতিপক্ষের লোকজন তাকে ও বাড়িতে অবস্থান করা মহিলাদের অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাদের সাথে থাকা দাহ্য পদার্থ ছিটিয়ে গোয়ালঘর সংযুক্ত বসত ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা। এতে ঘরে থাকা মালামাল পুড়ে আনুমানিক ১২ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে। খবর পেয়ে স্থানীয়রা আগুন নেভাতে সক্ষম হন।

ছাতক থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ শফিকুল ইসলাম খান জানান, অগ্নিকান্ডের ঘটনার লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন। এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.oo
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

পাবনায় মরদেহ ‘নড়েচড়ে’ ওঠার খবরে এলাকায় চাঞ্চল্য

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : পাবনার ঈশ্বরদীতে হাসপাতালে মৃত ঘোষণার পর দাফনের আগে সফিয়া বেগম নামে এক গৃহবধূর মরদেহ নড়েচড়ে ওঠার দাবি করেছেন স্বজনরা। এই দাবিতে তাকে আবারও হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে সেখানে ওই নারীকে ফের মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আমবাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি জানাজানির পর এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। তবে সর্বশেষ ওই নারীর মরদেহ দাফন করা হয়। সুফিয়া বেগম ওই এলাকার ব্যবসায়ী আব্দুস সালামের স্ত্রী।

গোরস্থানে কবরও খোঁড়া হয়। তবে শেষ গোসল করানোর জন্য মরদেহ প্রস্তুত করা হলে পরিবারের সদস্যরা লক্ষ্য করেন ওই নারীর শরীর গরম এবং নড়াচড়া করছে। এমন অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে তারা দ্রুত সুফিয়া বেগমকে কয়েক চামচ পানি পান করিয়ে দ্রুত ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে স্বজনরা।

তবে সেখানে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শাকিব ঘটনাটি শুনে সঙ্গে সঙ্গে ইসিজি পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার পর তিনি জানান, সুফিয়া বেগম তখন জীবিত নন; প্রায় তিন ঘণ্টা আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। ফলে চিকিৎসক দ্বিতীয়বারের মতো তাকে

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন গৃহবধূ সফিয়া বেগম। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। পরে ডেথ সার্টিফিকেটসহ (মৃত্যু সনদ) প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে হাসপাতাল থেকে মরদেহ ঈশ্বরদীতে নিয়ে আসেন স্বজনরা। সেখানে পরিবার তার দাফনের প্রস্তুতি শুরু করে এবং ঈশ্বরদী কেন্দ্রীয়

মৃত ঘোষণা করেন।

৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কউন্সিলর আনোয়ার হোসেন জনি বলেন, ওই গৃহবধূর মরদেহ নড়েচড়ে ওঠার খবর পেয়ে আবারও হাসপাতালে নেয় স্বজনরা। আমিও নিজেই সঙ্গে ছিলাম। তবে সেখানে ইসিজি করিয়ে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তিন ঘণ্টা আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। সর্বশেষ মঙ্গলবার আসরের নামাজের পর তার মরদেহ দাফন করা হয়।

ডনের এডিটরিয়াল : শেখ হাসিনার প্রতিষ্ঠিত ট্রাইবুনাল-ই দিয়েছে তার মৃত্যুদণ্ডের রায়

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য ২০১০ সালে শেখ হাসিনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। এই ট্রাইব্যুনালেই জামায়াতে ইসলামীর নেতাসহ বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতাকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়। এবং তা কার্যকর করে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার।

এবার এই আদালতেই বিচার হলো হলো শেখ হাসিনা নিজেরই। জুলাই অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় এই আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়। তবে ২০২৪ সালের আগস্টে দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনা এই রায়কে ‘রাজনৈতিক প্রহসনমূলক’ বিচার বলে মন্তব্য করেছেন।

তৎকালীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারের ন্যায়সংগততা এবং এটি পরিচালনার তড়িঘড়ি করার ধরন প্রশ্নবিদ্ধ হলেও, এটা অস্বীকার করা কঠিন যে শেখ হাসিনার সরকার বছরের পর বছর আরও কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠেছিল। ঘনিষ্ঠ মহল সম্পদশালী হয়েছে; বিরোধীরা হয়েছে হয়রানির লক্ষ্য। শেখ হাসিনা, তার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল এক ব্যক্তিপূজার রাজনীতি।

২০২৪ সালের গণবিক্ষোভের সময় অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে এই দমননীতি চূড়ান্ত রূপ নেয়।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপক জনরোষে তার সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়, আর তিনি ভারতে আত্মনির্বাসনে যেতে বাধ্য হন্ড় যে ভারত দীর্ঘদিন তার ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল। পরে নিজেই স্বীকার করেছিলেন্ড় “আমরা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম।” এরপর তার দল আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়; এমনকি তার প্রয়াত পিতা ‘বঙ্গবন্ধু’কেও আন্দোলনকারীরা সমালোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে।

পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর; তবুও টেকসই রাজনৈতিক স্থিতি সেখানে অধরা। শেখ হাসিনার শাসনামলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও তা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমনে ও বিরোধীদের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণে।

আগামী বছর বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন্ড়অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব হলো যত দ্রুত সম্ভব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করা। বিশ্বস্ত ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন আয়োজন করতে হলে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। ২০২৪ সালের নির্বাচনড়যেখানে বিরোধীরা অংশ নেয়নিড় আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি। এটাই ছিল শেখ হাসিনার পতনের অন্যতম কারণ। তাই কোনো রাজনৈতিক দলকে বাদ দিলে আবারও একই সংকট ঘনীভূত হবে।

অপরাধী সরকারি কর্মকর্তাদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে হবে, কিন্তু প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে অতিমাত্রায় শাস্তিমূলক রায়ড়বিশেষত মৃত্যুদণ্ড বাংলাদেশকে আরও অস্থিতিশীল করে তুলবে। দায়বদ্ধতার সঙ্গে পুনর্মিলনড়প্রণিত রাষ্ট্রব্যবস্থার এটাই বৈশিষ্ট্য।

শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার না করার অনুরোধ জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি (NSCA) দেশের সংবাদমাধ্যম ও নিউজ পোর্টালগুলোকে দণ্ডপ্রাপ্ত ও পলাতক আসামি শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার না করার জন্য সতর্ক করেছে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাতে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহম্মদ জসীম উদ্দিনের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কিছু প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং নিউজ পোর্টাল দণ্ডপ্রাপ্ত এবং পলাতক আসামিদের বক্তব্য প্রচার করছে। এসব বক্তব্যে সামাজিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি সহিংসতা, বিশৃঙ্খলা ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ সৃষ্টির আহ্বান বা নির্দেশনা থাকতে পারে। দণ্ডপ্রাপ্ত এবং পলাতক আসামিদের বক্তব্য প্রচার করা সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর নিয়মাবলীর পরিপন্থি।

অধ্যাদেশের ধারা ৮(২) অনুযায়ী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

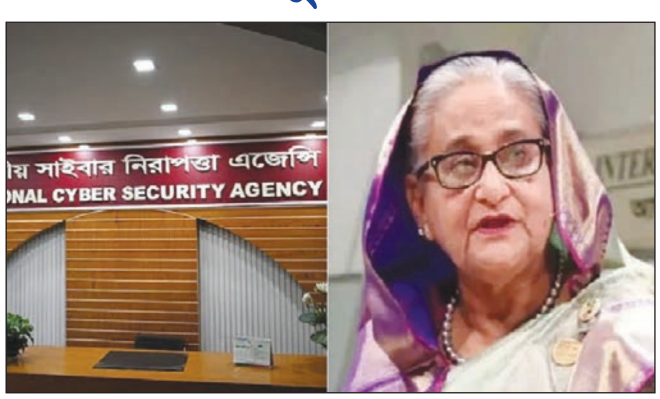

ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে দেশের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করা তথ্য, জাতিগত/ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো বা সহিংসতার আহ্বান জানানো বিষয়ক তথ্য অপসারণ বা ব্লক করতে পারে।

ধারা ২৬(১) অনুযায়ী, ছদ্ম পরিচয় বা অবৈধ প্রবেশের মাধ্যমে ঘৃণা, জাতিগত বিদ্বেষ বা সহিংসতা প্ররোচনাকারী বক্তব্য প্রচার করলে তা অপরাধ এবং দণ্ডনীয়। ধারা ২৬(২) অনুযায়ী, অপরাধীদের সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড এবং/অথবা সর্বোচ্চ দশ লাখ টাকা জরিমানা আরোপ করা যেতে পারে।

জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি সাংবাদিকতা ও ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সম্মান জানায়। তবে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের সহিংসতা, বিশৃঙ্খলা, অপরাধমূলক বা উসকানিমূলক বক্তব্য প্রচার না করার জন্য গণমাধ্যমকে সতর্ক করেছে এবং আইনি দায়বদ্ধতা বিবেচনায় রাখার অনুরোধ জানিয়েছে।

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ে গরু-খাসি দিয়ে টিএসসিতে ভূরিভোজ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়কে স্বাগত জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সাধারণ শিক্ষার্থীরা ভূরিভোজের আয়োজন করেছে।

ডাকসুর সাবেক ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের এসংক্রান্ত একটি পোস্ট ফেসবুকে শেয়ার করলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীরা এই ভোজের আয়োজনে সম্মতি জানায়।

এরপর আজ টিএসসিতে দুটি গরু এবং দুটি খাসি জবাই করে ভোজের প্রস্তুতি নিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

জানা গেছে, মঙ্গলবার মাগরিবের নামাজের পর এই ভোজ ও আনন্দ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠিত হবে।

আব্দুল কাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছেন, রায়কে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীরা আনন্দ প্রকাশের পাশাপাশি দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামের সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হবেন।

তিনি বলেন, বাজেট সংকটের কারণে ফান্ডে কিছু ঘাটতি রয়েছে এবং সহায়তা করতে ইচ্ছুকদের ডোনেশনের আহ্বান জানিয়েছি।

তার পোস্টে বলা হয়েছে, জুলাই আন্দোলনের সময় যেমন আমরা একসঙ্গে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে লড়েছি, ঠিক সেভাবেই এবারও সবাই মিলিত হয়ে এই আনন্দ উদ্‌যাপন করব।

গরু-খাসি ভোজে সহযোদ্ধাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

পরবর্তী পোস্টে আব্দুল কাদের উল্লেখ করেছেন, হুটহাট উদ্যোগের কারণে ফান্ড ও আয়োজনের সব কিছু ম্যানেজ করতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে।

তবে মাগরিবের পর শিক্ষার্থীরা মিলিত হয়ে খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আয়োজন করবেন।

ঢাকায় ১০ মাসে ১৯৮ হত্যাকাণ্ড

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গত ১০ মাসে রাজধানীতে ১৯৮টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। মঙ্গলবার ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ১০ মাসে শুধু রাজধানীতে গড়ে ২০টির মতো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।’ বেশির ভাগ ঘটনার রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে বলেও দাবি করেন মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

পল্লবীতে যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়া হত্যার ঘটনায় পুলিশ অনুসন্ধান করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত একজনকে আটক করা হয়েছে।’

তালেবুর রহমান বলেন, ‘ঘটনায় অন্যান্য যারা জড়িত তাদের এবং অস্ত্রধারী যারা তাদেরকে চিহ্নিত করার কাজ আরম্ভ করেছি। আশা করছি দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঘটনার রহস্য উদঘাটনসহ এর সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষমত হবো।’

দেশে মোট ভোটার ১২ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ১৮৩ জন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা করেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন ১২ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ১৮৩ জন।

মঙ্গলবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নিজ কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

খসড়া তালিকা অনুযায়ী, ভোটার ছিল ১২ কোটি ৭৬ লাখ ১২ হাজার ৩৮৪ জন।

চূড়ান্ত তালিকায়, পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৪৮ লাখ ১৪ হাজার ৯০৭ জন ও নারী ভোটারের সংখ্যা ৬ কোটি ২৮ লাখ ৭৯ হাজার ৪২ জন। এ ছাড়া ১ হাজার ২৩৪ জন হিজড়া ভোটার রয়েছেন।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেয়া জরুরী

প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য ও গণহত্যার বিচারের রায়ের পর সরকারের সকল শক্তি একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দিকে প্রয়োগ করা জরুরি। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় ও গণভোটের তারিখ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি যা-ই থাকুক না কেন, প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণার মধ্য দিয়ে দেশ কার্যত নির্বাচনমুখী হয়েছে। বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করেছে। গত কয়েক সপ্তাহে রাজনীতিতে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, সে প্রেক্ষাপটে এটি নিঃসন্দেহে বিরাট স্বস্তির বার্তা। পরপর তিনটি নির্বাচনে স্বাধীনভাবে নিজেদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত নাগরিকেরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধের জাতীয় নির্বাচনের জন্য।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সংবিধান সংস্কারে ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ৯ মাসের যে সংস্কারপ্রক্রিয়া, সেটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অনন্য এক ঘটনা। রাজনৈতিক দলগুলো দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করে। কিন্তু সনদ বাস্তবায়নের উপায় ও গণভোটের তারিখ কবে হবে, তা নিয়ে শেষ মুহূর্তে দলগুলোর মধ্যে মতভিন্নতা তৈরি হয়। পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে রাজনীতির মাঠ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঐকমত্য কমিশন দলগুলোকে সমঝোতায় নিয়ে আসতে না পারায় সনদ বাস্তবায়নের উপায় কী হতে পারে, সেই সুপারিশ সরকারকে দেয়। অন্তর্বর্তী সরকার রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে মতৈক্যে পৌঁছাতে সাত দিনের সময় বেঁধে দেয়। তাতে ব্যর্থ হওয়ায় উপদেষ্টা পরিষদ জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ অনুমোদন করে।

প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে নির্বাচনের দিনই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে দুই কক্ষবিশিষ্ট সংসদ, উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি ও সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্তের কথা জানান। উচ্চকক্ষে পিআর ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের ব্যাপারে আপত্তি জানায় বিএনপি। আর নির্বাচনের দিন গণভোটের ব্যাপারে আপত্তি জানায় জামায়াত।

এই আপত্তি সত্ত্বেও বিএনপি, জামায়াতসহ অন্য দলগুলো অন্তর্বর্তী সরকারকে তাদের সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদ জানায়। জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট হওয়ায় বিএনপির মূল চাওয়াটি পূরণ হয়েছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে মতপার্থক্য থাকলেও দলটির নেতৃত্ব জাতীয় নির্বাচনেই এখন মূল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে। জুলাই জাতীয় সনদের সাংবিধানিক গুরুত্ব দেওয়ায় প্রধান উপদেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। আমরা মনে করি, রাজনৈতিক দলগুলোর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত আগামী নির্বাচন।

কোন আসনে কোন প্রার্থীকে কোন দল মনোনয়ন দিচ্ছে, এটাই বর্তমানে নাগরিকদের প্রধান একটা আলোচনার বিষয়। বড় দলগুলো এবার বেশির ভাগ আসনেই তাদের সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা করেছে। অনেক আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীরা জনসংযোগও শুরু করেছেন। তবে অনেক প্রার্থী মিছিল, শোডাউন করেছেন, কোথাও কোথাও মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থীদের কর্মী-সমর্থকেরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। এ ধরনের জনদুর্ভোগও কোনোভাবেই কাম্য নয়।

ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন ধরে নির্বাচন কমিশন (ইসি) আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছে। ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা হলে দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনমুখী হবে। এর আগে প্রশাসনে রদবদল ও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করাটা জরুরি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আগে থেকেই উদ্বেগ রয়েছে। তফসিলের আগে অবশ্যই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি হতে হবে। এখানে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

ঐক্যেই উত্থান, অনৈক্যে পতন

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

বাংলাদেশ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে ঘটে যাওয়া বহু তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট, পরিণতি ও অর্জনের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, কোনো ন্যায়ভিত্তিক যৌক্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন কখনো ব্যর্থ হয়নি। জাতি যদি দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে, তাহলে যেকোনো অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। ঐক্যবদ্ধ জাতিকে কেউ পরাজিত করতে পারে না।

ইতিহাসে বহু প্রমাণ রয়েছে, স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন কখনো ব্যর্থ হয়নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষ বিশ্বের অন্যতম প্রশিক্ষিত কিন্তু বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ জনতার শক্তি আবারও প্রমাণিত হয়েছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মূল উপজীব্য ছিল সমাজ থেকে সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে একটি মানবিক এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

আর এ জন্য সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। বিগত সরকারের আমলে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে যে তিনটি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার ন্যূনতম গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। আগের সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর বিভাজনকে পুঁজি করে পুরো জাতিকে অনৈক্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। জাতি ছিল দ্বিধাবিভক্ত।

এই বিভক্তির সুযোগ নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার বিগত সাড়ে ১৫ বছর (২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত) জনগণের ওপর নির্মম নির্যাতন ও স্বেচ্ছাচারী শাসন কায়েম করেছিল। দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপক মাত্রায় দলীয়করণ ও আত্মীয়করণের মাধ্যমে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। কিন্তু একসময় দেশের মানুষ আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। ঐক্যেই উত্থান, অনৈক্যে পতনকথায় বলে, 'nited we stand, divided we fall', একটি জাতি যদি তাদের বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকে, তাহলে কোনো জাগতিক শক্তি তাদের পরাজিত করতে পারে না। কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যে ফাটল দেখা দিলে একটি সম্ভাবনাময় জাতিও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

তাই আমাদের সর্বাবস্থায় জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ এবং অটল থাকতে হবে। বিশেষ করে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর জাতীয় ঐক্য ধরে রাখার বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কোনো কারণে আমরা যদি জাতীয় ঐক্য ধরে রাখতে না পারি, ক্ষুদ্র স্বার্থে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত হয়ে পড়ি, তাহলে পরাজিত শক্তি সেই সুযোগে আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। কাজেই এই মুহূর্তে আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে।

প্রাচীন কালে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের সবচেয়ে উর্বর জনপদ। বিদেশি বণিক ও ব্যবসায়ীরা এখানে এসে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থবিত্ত অর্জন করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসি পরিব্রাজক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার বাংলাদেশের অপরূপ সৌন্দর্য এবং সম্পদের প্রাচুর্য দেখে এতটাই অভিভূত হয়েছিলেন যে তিনি মন্তব্য করেন, 'there are hundred gates open to enter bengal, but there is not a single gate to come out of it.' ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার কোনো সাধারণ পর্যটক ছিলেন না, তাঁকে বলা হয় দার্শনিক পর্যটক। তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তৎকালীন ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে অবলোকন করে সত্যনির্ভর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। বাংলাদেশ বারবার বিদেশি শক্তির পদানত হয়েছে মূলত অনৈক্যের কারণে। ইংরেজরা বাংলার মানুষের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল। তাই তারা সব সময়ই চেষ্টা করেছে এ দেশের মানুষ যেন একতাবদ্ধ হতে না পারে। তারা জাতিতে জাতিতে, অঞ্চলে অঞ্চলে এবং ধর্মে ধর্মে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করে। ইংরেজদের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'divide and rule', অর্থাৎ 'ভাগ করো এবং শাসন করো'। যত দিন তারা এই নীতির সফল বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে, তত দিন ইংরেজদের বাংলাসহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চল শাসন করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয়নি। ইংরেজরা মনে করত, বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত দূরদর্শী এবং রাজনীতিসচেতন। 'what bengal thinks today, india thinks tomorrow' গোখলের এই মহান চিন্তাকে মনে রেখে ইংরেজরা বাংলাকে ভাগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলা ভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য এই অঞ্চলের মানুষ যাতে একতাবদ্ধ হতে না পারে, তা নিশ্চিত করা।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি হলে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষের স্বপ্ন ভঙ্গ হতে দেরি হয়নি। প্রথমেই আমাদের মাতৃভাষার ওপর আঘাত হানা হয়। বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সেদিন বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছিল। একুশ আমাদের শিখিয়েছে ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে কোনো কিছুই অর্জন করা অসম্ভব নয়। ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে এক রক্তপাতহীন সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে অবৈধভাবে হটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেন। দেশের মানুষ দল-মত-নির্বিশেষে ঐকমত্যে উপনীত হতে পেরেছিল বলেই ১৯৯০ সালে এরশাদ পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন।

জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সময় নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো ম্যাকিয়াভেলির কৌশল। ম্যাকিয়াভেলি তাঁর 'The Prince' গ্রন্থে বলেছিলেন, 'the prince should be as mighty as a lion and as clever as a fox.' অর্থাৎ একজন শাসককে হতে হবে সিংহের মতো শক্তিশালী এবং শৃগালের মতো ধূর্ত। তাঁকে ক্ষমতায় যেতে হবে এবং যেকোনো মূল্যে তা ধরে রাখতে হবে। তাঁর কাছে নীতি-নৈতিকতা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তাঁকে শুধু রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে। এ জন্য যেকোনো পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। তাই তাঁর মতে, end will justify the means; অর্থাৎ চূড়ান্ত পরিণতিই গৃহীত পদক্ষেপের যৌক্তিকতা নির্ধারণ করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ম্যাকিয়াভেলির তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ করা গেছে। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ম্যাকিয়াভেলির দীক্ষা গ্রহণ করেন। তবে ইতিহাসের সেই বহু কথিত আপ্তবাক্য : 'ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।' ইতিহাসের শিক্ষা কেন ক্ষমতার কষ্টকল্পিত প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না, সে এক আশ্চর্য রহস্যময় জিজ্ঞাসা, যার উত্তর কোনো দিন কোনোকালেই কোনো স্বৈরাচার দিতে পারেনি। তবে নিষ্ঠুরভাবে ভোগ করেছে ইতিহাসের অমোঘ পরিণতি।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। আদালত তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিলের আদেশ খারিজ করে দিলেও এখনো আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়নি। তাই জরুরি ভিত্তিতে এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে কিভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা যায়। অন্তর্বর্তী সরকারের যেসব উপদেষ্টার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বা প্রশাসনিক অদক্ষতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি ছোট আকারের নির্বাচনকালীন সরকার গঠনপূর্বক আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতায় উপনীত হতে পারলে ভবিষ্যতে কোনো মহল থেকেই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার সুযোগ থাকবে না।

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি মাস। এই মাসেই মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের রায় প্রকাশ শুরু হবে এবং নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার এবং নির্বাচনকে ভণ্ডুল করার জন্য পরাজিত স্বৈরাচারের দোসররা তৎপর রয়েছে। তারা বিভিন্ন বাসে অগ্নিকাণ্ড ঘটাচ্ছে, বোমাবাজি করছে। কাজেই তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো দৃঢ় ঐক্য প্রদর্শন করতে পারলে কোনো ষড়যন্ত্রই হালে পানি পাবে না। বিগত সরকারের আমলে যারা নানা ধরনের অনৈতিক সুবিধা ভোগ করেছে, তারা আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষায় আছে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে না পারে, তাহলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে। সেই সুযোগে পরাজিত শত্রুরা ছোবল মারতে পারে। যেকোনো মূল্যেই হোক, ভবিষ্যতে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, সুযোগ বারবার আসে না। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান আমাদের জন্য যে সুযোগ সৃষ্টি এবং ঐক্যের ভিত রচনা করে দিয়েছে, তাকে কোনোভাবেই নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে-ঐক্যেই উত্থান, অনৈক্যে পতন।

শাকসু নির্বাচনে প্রার্থী হতে লাগবে ডোপ টেস্ট

সিলেট অফিস : সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে লাগবে ডোপ টেস্ট। ডোপ টেস্টের রসিদ ব্যতীত কোনও প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে না। কোনও প্রার্থীর ডোপ টেস্টের ফল পজিটিভ এলে প্রার্থী হতে পারবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

শাকসুর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহার অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রার্থী নিজ উদ্যোগে শাবিপ্রবির বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি (বিএমবি) বিভাগে ডোপ টেস্টের স্যাম্পল দেওয়ার পর প্রাপ্ত রসিদটি মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেবেন। নির্বাচন কমিশন অফিস সব প্রার্থীর ডোপ টেস্ট রিপোর্ট সংগ্রহ করবে। রেজাল্ট পজিটিভ হলে প্রার্থিতা বাতিল হবে। প্রয়োজনে ডোপ টেস্ট রিপোর্ট সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন গঠিত রিভিউ কমিটির চূড়ান্ত মতামত নেওয়া হবে। ডোপ টেস্টের রসিদ ব্যতীত কোনও মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে না। অসত্য ও অসম্পূর্ণ তথ্যের জন্য মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।'

এই অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়, 'মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং দাখিলের সময় কোনও প্রকার মিছিল করা যাবে না। প্রার্থী, প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারীসহ পাঁচ জনের বেশি নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে আসা যাবে না। কোনও প্রার্থী কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে মনোনয়নপত্র দাখিল এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় অন্য কোনও প্রার্থী বা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা অন্য সংগঠনের কেউ কোনও প্রকার বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। প্রার্থীকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে হবে।'

এ ছাড়া অনলাইনে ব্যক্তি আক্রমণ ও গুজব ছড়ালে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা

হয়েছে। অনলাইনে প্রচার-প্রচারণার নিয়ম ও তা লঙ্ঘনের বিষয়ে আচরণবিধির অনুচ্ছেদ-৫-এ বলা হয়েছে, 'অনলাইন বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালানো যাবে, তবে তা অবশ্যই আইনসিদ্ধ ইতিবাচক পদ্ধতিতে হতে হবে। দেশের প্রচলিত আইনে নিষিদ্ধ কোনও কাজ অনলাইন বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা যাবে না।'

এতে আরও বলা হয়, 'প্রচারণা ও প্রচারপত্রে কিংবা প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যক্তিগত আক্রমণ, চরিত্র হনন, গুজব, মানহানিকর আচরণ, অশালীন উক্তি, উসকানিমূলক কোনও কথা কিংবা কারও বিরুদ্ধে কোনও অসত্য তথ্য ছড়ানো, কোনও ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক দল বা সংশ্লিষ্ট কারও অনুভূতিতে আঘাত হানে এমন কোনও কিছু করা যাবে না। নির্বাচন কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনও প্রচারণা করা যাবে না।'

এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেলে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নির্বাচনের জন্য ক্ষতিকর যেকোনো অনলাইন সাইট বা গ্রুপ বন্ধ, কনটেন্ট ডিলিট এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কমিশনের মনিটরিং সেল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে। আচরণবিধিতে এমনটাই উল্লেখ করা আছে।

আচরণবিধির অনুচ্ছেদ-১৮ তে। এতে বলা হয়েছে, 'কোনও প্রার্থী বা তার পক্ষে কেউ বা কোনও ভোটার নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ করলে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, প্রার্থিতা বাতিল অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা অথবা রাষ্ট্রীয়/বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী অন্য যেকোনো দণ্ডে দণ্ডিত হবে। নির্বাচনসংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।'

জানা যায়, নানা জটিলতা আর নাটকিয়তার পর আগামী ১৭ ডিসেম্বর শাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তফসিল অনুযায়ী ২০ নভেম্বর বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে। ২২ নভেম্বর খসড়া ভোটার তালিকার আপত্তি গ্রহণ করা হবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৩ নভেম্বর। ২৪ ও ২৫ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে।

২৫ ও ২৬ নভেম্বর একই সময় পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করা হবে ২৭ নভেম্বর। ২৮ নভেম্বর প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০ নভেম্বর বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। ১ ডিসেম্বর বিকাল ৪টা পর্যন্ত প্রার্থিতার বিষয়ে আপিল গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হবে। ২ ডিসেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।

১৭ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে। ওই দিন গণনা শেষে ফল ঘোষণা করা হবে বলে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেস।

রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন সিলেটের শমসের মবিন

সিলেট অফিস : রাজনীতি থেকে অবসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ শমসের মবিন চৌধুরী (বীর বিক্রম)। তিনি বর্তমানে 'তৃণমূল বিএনপি'র চেয়ারপারসন পদে রয়েছেন। রবিবার (১৬ নভেম্বর) দলের মহাসচিব অ্যাডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকারের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

চিঠিতে শমসের মবিন লিখেছেন, 'এই মর্মে আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে সবাইকে অবগত করছি যে, শারীরিক কারণে আমি শমসের এম চৌধুরী রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একই সঙ্গে তৃণমূল বিএনপির সব পদ থেকে আমি পদত্যাগ করিলাম। আমার এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে ১৬ নভেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর হইল।'

এর আগে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে শমসের মবিন পররাষ্ট্রসচিবের দাযত্বি পালন করেন। একই সরকারের আমলে তাকে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতও নিয়োগ করা হয়। চাকরি থেকে অবসরে গিয়ে বিএনপিতে যোগ দেওয়ার পর তিনি দ্রুত দলে এক গুরুত্বপূর্ণ নেতায় পরিণত হন। পরে তিনি বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হন।

২০১৫ সালে তিনি বিএনপির সব পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর ২০১৮ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন বিকল্পধারা বাংলাদেশে যোগ দেন। পরে

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন হন তিনি।

২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-৬ আসনে তৃণমূল বিএনপি থেকে লড়েন শমসের মবিন। পরাজিত হয়ে জামানত হারান তিনি।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর একই বছরের ১৭ অক্টোবর হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হন শমসের মবিন। চলতি বছরের ২৫ মার্চ জামিনে মুক্তি পান তিনি।

জুড়ীতে ইউপি সদস্যের বাড়িতে পেট্রল ঢেলে অগ্নিসংযোগ

জুড়ী সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার চাটেরা গ্রামে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) এক

সদস্যের বাড়িতে পেট্রল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটি বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। পরে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় পালিয়ে যায় তারা।

ঘটনাটি ঘটেছে জায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য জাকির মনিরের বাড়িতে।

রাত সোয়া তিনটার দিকে বাইরে গাড়ি থামার শব্দ পেয়ে তিনি দরজা খুলে দেখেন বাড়ির সামনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না হলেও ঘরের বারান্দার পর্দার কিছু অংশ পুড়ে যায়।

ঘটনার পর বাড়ির সামনে প্লাস্টিকের দুটি খালি বোতল পাওয়া যায়, যাতে পেট্রলের গন্ধ ছিল বলে জানিয়েছে পরিবার ও পুলিশ।

ইউপি সদস্য জাকির মনির বলেন, 'ঘরে আমার স্ত্রী-সন্তানসহ পরিবার ছিল। আমি বাইরে না বের হলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।' তিনি এ বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানান।

বাড়িতে স্থাপিত সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, মুখোশধারী দুই যুবক রাতের অন্ধকারে বসতঘরের দেয়ালের চারপাশে কিছু ছিটিয়ে দেয়। পরে আগুন ধরিয়ে দ্রুত অটোরিকশায় চড়ে পালিয়ে যায়।

জুড়ী থানার উপপরিদর্শক মো. মামুন মিয়া বলেন, 'শত্রুতাবশত এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করছি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিজয় দিবসে এবারও হচ্ছে না প্যারেড

কোনো ধরনের নাশকতা-অস্থিরতার শঙ্কা নেই।

তিনি আরো বলেন, 'বিজয় দিবস আগে যেভাবে পালন হয়েছে এবারও একইভাবে হবে। আগের থেকে এবার আরো বেশি কর্মসূচি পালন হবে। তবে গতবারও প্যারেড হয়নি, এবারও প্যারেড হচ্ছে না।'

গত বছর মহান বিজয় দিবসে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়নি। এর বদলে আয়োজন করা হচ্ছে 'বিজয় মেলা'।

নির্বাচনে সামরিক বাহিনীর সহায়তা

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'এখন নির্বাচনের সময়। আমরা প্রস্তুত, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ভোটের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা প্রয়োজন।'

তিনি আরও বলেন, 'এটি একটি বড় প্রয়াস। অভ্যুত্থান থেকে নির্বাচনের পথে যাত্রা। এটি হবে শান্তিপূর্ণ, উৎসবমুখর, আনন্দ ও মিলনের সময়। মানুষ তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পারবে।'

অধ্যাপক ইউনূস বুধবার মিরপুর সেনানিবাসে ডিএসসিএসসি কমপ্লেক্সে সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি) কোর্স ২০২৫-এর সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ডিএসসিএসসি কোর্স ২০২৫-এর গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান এবং কোর্স থেকে অর্জিত জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সংকল্প জাতির অগ্রগতিতে কাজে লাগানোর আহবান জনান।

বুধবার মিরপুর সেনানিবাসে সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি) কোর্স ২০২৫-এর গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই সব গ্র্যাজুয়েট কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'আপনারা এই কোর্স থেকে যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সংকল্প অর্জন করেছেন তা জাতির অগ্রগতিতে কাজে লাগান।' তিনি আরও বলেন, 'ডিএসসিএসসি কোর্স ২০২৫-এর গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।'

ডিএসসিএসসিকে একটি শীর্ষস্থানীয় সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'এই প্রতিষ্ঠানে এসে আমি গর্বিত। এটি শুধু দেশের মধ্যে নয়, আন্তর্জাতিকভাবে অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান।'

গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারা যেহেতু বাংলাদেশে অবস্থান করছেন, তাই আমি নিশ্চিত আপনারা দেশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। যে প্রস্তুতি ও কোর্স সম্পন্ন করেছেন, তা যেকোনো দেশে কাজে লাগাতে পারবেন। বাংলাদেশে থাকায় আপনারা ভাগ্যবান। কারণ দেশটি এক বিশাল পরিবর্তন ও রূপান্তরের সময় অতিক্রম করছে। আমরা বারবার বলেছি, আমরা নতুন বাংলাদেশের দিকে এগুচ্ছি।'

গত বছরের ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অতীত শাসন ব্যবস্থার অবসান হয়েছে। দেশের মানুষের মনে নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়েছে। এই আশা শুধু বাংলাদেশে নয়, এটি বিশ্বব্যাপী একটি আকাঙ্ক্ষা।'

তিনি আরও উল্লেখ করেন, কোর্সে অংশ নেওয়া বিদেশী ও বাংলাদেশি কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণের সময় ঐতিহাসিক মুহূর্ত দেখেছেন, যা বাংলাদেশে বিরল অভিজ্ঞতা।

২০২৪ সালের অভ্যুত্থানে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সশস্ত্র বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। জনগণের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালন করেছে। বাংলাদেশ একটি ভাগ্যবান দেশ। সব বাহিনী তাদের নেতৃত্বের অধীনে জনগণের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ।'

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস ডিএসসিএসসি কোর্সে অংশগ্রহণকারী বিদেশি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেছেন, দেশের একতা এবং সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থনের কারণে দ্রুত সংকট উত্তরণ এবং জাতিকে স্থিতিশীল করা সম্ভব হয়েছে।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'এই একতার কারণে আমরা দেশের সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে পেরেছি। কারণ সশস্ত্র বাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে।'

সংস্কারমূলক কর্মসূচির প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের অঙ্গীকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যদি আমরা অতীতে ফিরে যেতাম, সকল ত্যাগ বৃথা যেত। আমাদের স্বপ্নের দেশ গড়ে তুলতে হবে। এই ছিল সংস্কারের সংকল্প। সংস্কার একটি বিষয়, কিন্তু তা ঠিকমতো সম্পন্ন করতে হবে, যাতে আমরা আর কোনো ভুল না করিড় এটিও জানা জরুরি।'

গত বছরের জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানেযর সময় সংঘটিত অপরাধের বিচার প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'যারা আমাদের বিরুদ্ধে এ ভয়াবহ অপরাধ করেছেন, তাদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।'

ডিএসসিএসসি কোর্সে অংশগ্রহণকারী বিদেশি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, 'আপনাদের অংশগ্রহণ বাংলাদেশের শক্তিশালী বৈশ্বিক প্রতিরক্ষা সম্পর্কের উজ্জ্বল প্রতিফলন। আশা করি, ভবিষ্যতেও স্টাফ কলেজ ও বাংলাদেশের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে।'

আইএসপিআরের তথ্যমতে, ডিএসসিএসসি কোর্সু২০২৫-এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৭০ জন, নৌবাহিনীর ৪৫ জন এবং বিমান বাহিনীর ৩৬ জন কর্মকর্তা গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। এছাড়া বাংলাদেশ পুলিশের ৩ জন কর্মকর্তা এবং চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্ডান, কেনিয়া, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, লাইবেরিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মালি, নেপাল, নাইজেরিয়া, ওমান, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, সিয়েরা লিওন, শ্রীলঙ্কা, তানজানিয়া, তুরস্ক ও উগান্ডা থেকে আগত ৫৮ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। সব মিলিয়ে এ বছর মোট ৩১১ জন প্রশিক্ষণার্থী গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন। এতে বাংলাদেশ পুলিশের একজন নারী কর্মকর্তাসহ মোট ১৪ জন মহিলা কর্মকর্তা গ্র্যাজুয়েশন অর্জন করেন, যা নারীর অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়নে প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উচ্চতর দায়িত্ব ও নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রস্তুত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ৫,৩২৯ জন কর্মকর্তা, ২০ জন পুলিশ কর্মকর্তা এবং বন্ধুপ্রতিম ৪৫ দেশের ১,৪৬৫ জন বিদেশী সামরিক কর্মকর্তাড়মোট ৬,৮১৪ জন অফিসার এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

কমিউনিটিতে আলোচনায় বাংলাদেশ

হাইকমিশনার আবিদা ইসলাম পুনরায় সেন্টারে ফিরে আসেন এবং দেলোয়ার হোসেনসহ সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য শোনেন।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আবিদা ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ সেন্টারকে ঘিরে যে বিভেদ তৈরি হয়েছে, তা দ্রুত নিরসনে সবাইকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে।

তিনি জানান, আগামী ২৬ নভেম্বর বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সে কারণে সেন্টারে নতুন নির্বাচন আয়োজন জরুরি হয়ে পড়েছে।

সোমবারের ঘটনা সম্পর্কে বাংলাদেশ সেন্টারের একাংশের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে হাইকমিশনার আবিদা ইসলামের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, 'আমরা নির্বাচিত কমিটি। আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগ না করে হাইকমিশনার কাউন্সিল অব ম্যানেজমেন্টের সভা ডেকেছেন। পদাধিকারবলে তিনি বাংলাদেশ সেন্টারের চেয়ারম্যান হলেও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁর কোনো ভোটাধিকার নেই। সোমবারের সভা যাতে না হয়, সেই পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি।' তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আগামী ২৬ নভেম্বর বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হতে চললেও চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ সেন্টারের এক সাধারণ সভায় সংগঠনের সাধারণ সদস্যরা কণ্ঠভোটে বর্তমান কমিটির মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে হাইকমিশনারের কথায় কোনও নির্বাচন নয়, বরং আমরা কাউন্সিল অব ম্যানেজমেন্টের সভা ডেকে পরবর্তী করণীয় এবং গঠনতন্ত্র সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো। তারপর নির্বাচন হবে।

এদিকে অপর পক্ষের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ সেন্টারে ব্যবস্থাপনা পরিষদের একটি পুর্ব নির্ধারিত সভা কতিপয় সদস্যদের কার্যকলাপ বশত বিঘ্নিত হয়। সভার সূচনাতে সেন্টারের চেয়ারপার্সন ও মাননীয় রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলামের আগমনের সাথে সাথে অপ্রত্যাশিত ভাবে একদল বেপরোয়া ভাবে তাঁকে ঘেরাও করে রাখে এবং নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভায় সাংবাদিকদের অননুমোদিত উপস্থিতি ও তাঁদের এই অপ্রত্যাশিত আচরণের বৈধতা প্রশ্ন সাপেক্ষ। শুধু তাই নয়, ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য দেলোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে মাহবুব আহমেদ, আলী আহমেদ বেবুল, শিব্বির আহমেদ, মামুনুর রশিদ (ভিডিও ফুটেজ অনুকরণে) সহ তাঁর কতিপয় সহযোগী অত্যন্ত অশালীন ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন এবং সভাস্থলে চরম হাঙ্গামা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করেন। তাঁদের শিষ্টাচার বহির্ভূত অসামাজিক আচরণ যেমন চিৎকার করে অশ্লীল ভাষায় কথাবার্তা বলা, সভাস্থলের চেয়ার টেবিল গুটিয়ে ফেলা সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য ও চেয়ারপার্সনের উপস্থিতিতে সভাস্থলের চেয়ার টেবিল প্রত্যাহার করে নিয়ে চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সেন্টারে যে নারকীয় তান্ডব চালিয়ে মহতী উদ্যোগকে নস্যাৎ করা হল তা কেবল মাত্র নিন্দনীয়।

সংবাদ সম্মেলনে যা বললেন আবিদা ইসলাম : যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার আবিদা ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সোমবার বাংলাদেশ সেন্টারের কাউন্সিল অব ম্যানেজমেন্টের একটি সভা তিনি আহবান করেন। সেই সভায় বাংলাদেশ সেন্টারের সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যই ছিল এই সভার লক্ষ্য। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ সেন্টারের বার্ষিক সাধারণ সভা দ্রুত আয়োজন করা এবং কাউন্সিল অব ম্যানেজমেন্টের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন নিয়ে আলোচনা করা।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সেন্টারের দ'ুটি বিবাদমান পক্ষ আছে। এই বিবাদের কারণে সেন্টারের সংবিধান অনুযায়ী ২৬শে নভেম্বর ২০২৩ইং'র নির্বাচনের পর কোন সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য কমিটি গঠন হয় নাই। ফলে তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে সংবিধান অনুসরণ করে সোমবার সভা আহবান করেন।

আবিদা ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, তিনি যখন সভার জন্য সেন্টারে উপস্থিত হন তখন দেখতে পান একটি পক্ষের স্ব-ঘোষিত সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে উক্ত পক্ষের লোকজনের চরম অসহযোগিতা ও নৈরাজ্য। তিনি বলেন, নির্ধারিত সভা যাতে তারা না করতে পারেন সেজন্য সকল চেয়ার পূর্ব থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

তিনি বলেন, সাংবাদিকদের সাথে তাদের কোন বিদ্বেষ নেই। সোমবারের সভাটি ছিল কাউন্সিল অব ম্যানেজমেন্টের সভা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, সাংবাদিকদের পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে রাখা হয়েছিল। যাতে করে তাকে ও তার কর্মকর্তাদের হেনস্তা করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে পারে। যা পরবর্তীতে বাস্তবায়নও হয়েছে।

তিনি বলেন, তাদের চরম অসহযোগিতার কারণে তিনি ও তার কর্মকর্তারা সেন্টার ত্যাগ করতে বাধ্য হন। গাড়ীতে উঠার সময়ও তাদের সাথে মারমুখি আচরণ এবং তার একজন কর্মকর্তার উপর গাড়ীর দরজা খুলে আক্রমন করা হয়। ইহাকে তিনি ন্যাক্কারজনক বলে অভিহিত করেন।

সংবাদ সম্মেলনে আবিদা ইসলাম বলেন, বিগত ২৬শে নভেম্বর ২০২৩ইং তারিখে বাংলাদেশ সেন্টারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সেন্টারের সংবিধান অমান্য করার ধারাবাহিকতা প্রতিয়মান হচ্ছে। সংবিধান অনুযায়ী কাউন্সিল অব মেনেজমেন্ট সেন্টারের চেয়াম্যানের সভাপতিত্বে একটি সভা আহবানের মাধ্যমে কমের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল সেক্রেটারীসহ বিভিন্ন পদে মনোনয়ন দেওয়া এবং নতুন নির্বাহী কমিটি বা ইসি আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু চেয়ারম্যান, ফাউন্ডিং মেম্বার, কর্পোরেটস ফাউন্ডিং মেম্বারস এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী অপর প্যানেলের বিজয়ী সদস্যদের অনুপস্থিতিতে দেলোয়ার হোসেন শুধু তার পক্ষের লোকজনের উপস্থিতিতে নির্বাচনের রাতে নিজেই নিজেকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করেন। যা সংবিধান পরিপন্থি। পরবর্তীতে অন্যান্য পদগুলির পাশাপাশি এক্সিকিউটিভ কমিটিতেও যথাযথ কাউন্সিল অব ম্যানেজমেন্টের মিটিং ছাড়া চেয়ারম্যানের অজ্ঞাতে দেলোয়ার হোসেন ও তার প্যানেল নিজেদের মতো করে নিজেদের লোকদের নিয়োগ দেন।

পরবর্তীতে অন্য প্যানেলেও একই প্রক্রিয়ায় পৃথক এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন করে এবং কাউন্সিল অব ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন পদে নিজেদের লোকদেরকে নিয়োগ দেন। এর ফলে কার্যত: দুটি কাউন্সিল ও ম্যানেজমেন্ট বা ইসি গঠিত হয় যা বাংলাদেশ সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনাকে বিপথে নিয়ে যায়।

নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারের হুমকী দিলেন

সাংবাদিক মামদানিকে বলেন, আপনার মনে রাখা উচিত যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সঙ্গে কোনো চুক্তিতে সই করেনি। মামদানি বলেন, আমি বিশ্বাস করি আমাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বহাল রাখা উচিত এবং আমরা আমাদের সামনে থাকা সকল আইন মেনেই এটা করব।

সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেন, নিউইয়র্ক পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিচ কি আপনার এই পদক্ষেপ অনুমোদন করবেন। মামদানি বলেন, আমি আপনাকে বলতে পারি যে আমার সামনে থাকা আইনগুলোই আমি ব্যবহার করবো, নতুন করে কিছু করব না।

ফিলিস্তিনের গাজায় গণহত্যার দায়ে গত বছর নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আইসিসি। এর আগে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল।

গাজায় প্রায় ৪০০ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন

ঘটনা।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে গাজায় ২৭৯ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে দখলদার বাহিনী। একই সময়ে অন্তত ৬৫২ জন আহত হয়েছেন এবং আরও ৩৫ জন গাজাবাসীকে অবৈধভাবে আটক করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জোর দিয়ে বলেছে, ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতার সম্ভাবনাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। তারা মধ্যস্থতাকারী দেশগুলোকে জায়নবাদী সরকারেও এপর চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানান।

এদিকে, অঞ্চলজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ৬৯ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। একই সময়ে ১ লাখ ৭২ হাজারের বেশি বেশি মানুষ আহত হয়েছে। অনেকেই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন।

চলতি বছরের শুরুতেও একটি যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে ইসরায়েল গত ২৭ মে থেকে গাজায় পৃথক সাহায্য বিতরণ উদ্যোগ শুরু করে। এই পদক্ষেপের পর অঞ্চলটিতে দুর্ভিক্ষ প্রকট হয়ে উঠেছিল। ইসরায়েলি বাহিনী খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রের কাছে জড়ো হওয়া ফিলিস্তিনিদের ওপরও গুলি চালিয়ে যায়। এর ফলে শত শত মানুষ নিহত হয়। সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষে শিশুসহ বহু মানুষের মৃত্যু হয়।

এ অবস্থায় ৬ অক্টোবর মিশর, কাতার, যুক্তরাষ্ট্র এবং তুরস্কের মধ্যস্থতায় গাজা উপত্যকার পরিস্থিতি সমাধানের জন্য হামাস ও ইসরায়েলের পরোক্ষ আলোচনা পুনরায় শুরু হয়। ৯ অক্টোবর পক্ষগুলো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনার চুক্তিতে সই করে। ১০ অক্টোবর থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়।

প্রসঙ্গত, গত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য নেতানিয়াহু ও তার প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। উপত্যকাজুড়ে যুদ্ধের জন্য ইসরায়েল আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার মামলার মুখোমুখি।

ট্রাইব্যুনালের রায়ের নিন্দা জানাল ৫

কথা তুলে ধরে জাতিসংঘ মহাসচিব, জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনার, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক্সটার্নাল অ্যাকশন সার্ভিস, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম ব্যুরো, ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশন, কমনওয়েলথ সচিবালয় এবং সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘ বিশেষ প্রতিবেদকদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে।

জোটটি জানিয়েছে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত নৃশংসতার বিচার করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তার মূলনীতি থেকে সরে গেছে। আসামির অনুপস্থিতিতে বিচার ও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

বিবৃতিতে জোটটি উদ্বেগের প্রধান কারণ হিসেবে জানায়, সাংবিধানিক বৈধতার অভাব, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন, তড়িঘড়ি বিচার কার্যক্রম, যথাযথ আইনগত প্রতিনিধিত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, আসামি ও তার সাক্ষীর অনুপস্থিতি এবং যোগসাজশের প্রমাণ।

ইলফোর্ডে 'বিলাত-বাংলা মানি ট্রান্সফার এন্ড ট্রাভেল এজেন্ট' এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা

স্টাফ রিপোর্টারঃ পূর্ব লন্ডনের ইলফৌর্ড লেইনে 'বিলাত বাংলা মানি ট্রান্সফার এন্ড ট্রাভেল এজেন্ট' এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে । ১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দোয়া মাহফিল শেষে ফিতা ও কেট কেটে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

'বিলাত-বাংলা মানি ট্রান্সফার এন্ড ট্রাভেল এজেন্ট' এর ডাইরেক্টর কবি ফায়সাল আইয়ূব-এর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসেন । এসময় বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট সম্পাদক ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, হিলসাইড ট্রাভেলসের স্বত্বাধিকারী হেলাল খান, কবি ও স্থপতি মুহাম্মদ ইকবাল, বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী রওশন আরা মণি, সিলেট সদর এসোসিয়েশন লন্ডনের সাধারণ সম্পাদক নজমুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আনোয়ার খান, রুবেল আহম্মেদ, সমাজসেবী আমিনা বেগম, ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর তোফায়েল, এনএইচএস কর্মকর্তা আইয়ুব খান, টিচার এসিস্ট্যান্ট শারমিন চৌধুরী, সিম্পল সেটিংসের সাপোর্ট ওয়ার্কার হুসনে আরা, বিলাত বাংলার পৃষ্ঠপোষক খায়রুল হুসাইন, কফিল উদ্দিন, মনোয়ারা বেগম, ফাতিমা বেগম, আমিনা বেগম, পাপিয়া রহমান, নজমুল হক, ইহতিশাম গালিব, কিয়ান চৌধুরী, মাহফুজ চৌধুরী, মাহনূর সাফা, ইহসান আহমদ, আমিরা আহমদ, মিজান আহমদ, মায়া হাসান, নোয়াহ হাসান, ওমর আহমদসহ আরো অনেকে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নেওয়া অতিথিরা বলেন, আমরা আশাবাদী বিলাত বাংলা অদূর ভবিষ্যতে কমিউনিটির একটি অন্যতম সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে । তারা এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নেপথ্যশক্তি হিশেবে পাশে থাকার, সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস ব্যক্ত করেন।

পরিচালকের বক্তব্যে ফাহিমা নিপা উপস্থিত অতিথিদের সর্বাত্মক সহযোগিতা চান। তিনি আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যারা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি তাদেরকে আগামীতে অফিস ভিজিটের আমন্ত্রণ জানান।

Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA

এআই: আপনি কি কোডাকের পথে হাঁটছেন? একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন

আজ থেকে মাত্র দু'দশক আগেও ফটোগ্রাফি মানেই ছিল ইয়েলো বক্স। ক্যামেরা নির্মাতা কোডাক (Kodak) তখন ছিল শিল্পের রাজা, বিশ্বজুড়ে ফটোগ্রাফিতে তার ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু সেই কোডাকই একদিন কালের গর্ভে হারিয়ে গেল, দেউলিয়া হয়ে গেল। এর কারণ কি ছিল তাদের প্রযুক্তির অভাব? মোটেও না। বরং, এক চরম

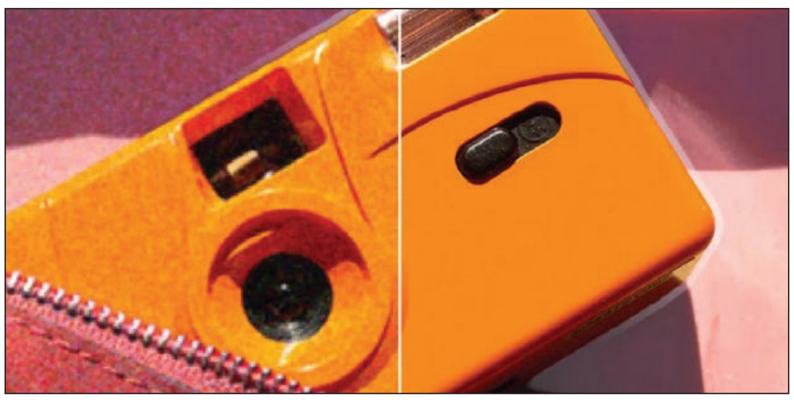

পরিহাসের বিষয় হলো, কোডাকেরই একজন প্রকৌশলী ১৯৭৫ সালে প্রথম ডিজিটাল ক্যামেরার প্রোটোটাইপ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু কোডাক কোম্পানি তাদের সেই সময়ের লাভজনক ফিল্ম ব্যবসাকে বাঁচাতে গিয়ে ভবিষ্যতের জন্য লাগসই সেই উদ্ভাবনকে ভয়ে কবর দিয়েছিল। ফলে কী হল? প্রযুক্তি এগিয়ে গেল, আর কোডাক হারিয়ে গেল।

ঠিক তার উল্টো পথে হেঁটেছিল অ্যাডোবি (Adobe)। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) যখন প্রথম আসলো, তখন অ্যাডোবির মূল ব্যবসা (সৃজনশীল সফটওয়্যার) সরাসরি হুমকির মুখে পড়ে গেল। কিন্তু তারা প্রতিরোধ না ক'রে এআই-কে আলিঙ্গন করল, নিজেদের মূল পণ্যের মধ্যেই 'ফায়ারফ্লাই' (Firefly) নামে এআই টুল যুক্ত ক'রে দিল। অ্যাডোবি বুঝেছিল, হয় নিজেকে উপযোগী করো, নয়তো বিলীন হয়ে যাও।

আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আমাদের সবার সামনে সেই একই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে: আপনি কি কোডাক হবেন, নাকি অ্যাডোবি হবেন? আপনার পেশা, আপনার ব্যবসা, আপনার জীবিকা - সবকিছুই এখন এক নজিরবিহীন পরিবর্তনের মুখে। এআই বিপ্লবের এই মুহূর্তে স্থির হয়ে বসে থাকার উপায় নেই। আপনার দক্ষতা, আপনার প্রতিষ্ঠান ও সব চাইতে বড় কথা আপনার মানসিকতা - সবকিছুই এখন এই ঐতিহাসিক পরীক্ষার মুখে।

কোডাকের মর্মান্তিক ভুলের গল্পটি আমাদের শিখিয়ে দেয়, কীভাবে অতীতকে আঁকড়ে থাকলে মূল্য দিতে হয়, কীভাবে আরামদায়ক বর্তমানের নিরাপত্তা ভবিষ্যতে ধ্বংস ডেকে আনতে পারে, কীভাবে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যেতে হয়। কোডাকের মূল ভুলটি কিন্তু একটি প্রযুক্তিগত ভুল ছিলনা, বরং আমি বলব এটি ছিল মানসিকতার ভুল! তারা যখন ডিজিটাল ক্যামেরার প্রোটোটাইপ পেল, তখন ম্যানেজমেন্টের চোখ ছিল তাদের সেই সময়ের ২৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ফিল্ম বাজারের দিকে। তাদের মনে হয়েছিল, নতুন এই উদ্ভাবন তাদের বর্তমানের নিশ্চিত লাভকে হুমকির মুখে ফেলবে। তাই তারা সেই সম্ভাবনাকে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছিল।

একসময় ফিল্ম ব্যবসা সত্যিই বিশাল লাভজনক ছিল। কিন্তু সেই লাভজনক সময়টা ছিল আসলে 'অন্ধকারের আগের শেষ আলো'। যখন ডিজিটাল ঢেউ এলো, যখন ক্যামেরা ফোনের ব্যবহার শুরু হলো, তখন কোডাকের মূল ব্যবসা রাতারাতি বাষ্পীভূত হয়ে গেল। যে ভবিষ্যতকে তারা নিজেরাই সৃষ্টি করতে পারত, তাকে ভয় পেয়ে প্রত্যাখ্যান করার ফলস্বরূপ মাত্র কয়েক বছরেই তাদের সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়ল। তারা প্রযুক্তির অগ্রগতির অনিবার্য গতিকে চিনতে পারেনি। এআই-এর যুগে যারা নিজেদের পুরানো দক্ষতা বা পুরানো কাজের পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, তারা অনিবার্যভাবে কোডাকের পথেই হাঁটবে।

অন্যদিকে, অ্যাডোবি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের মূল শিল্প এআই-এর প্রথম শিকারদের মধ্যে অন্যতম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তারা এআই-কে শত্রু হিসেবে দেখেনি, বরং এটিকে লেভারেজ (Leverage) হিসেবে দেখেছিল। যখন জেনারেটিভ এআই-এর (যেমন মিডজার্নি) আবির্ভাব হলো, তখন অ্যাডোবি এটিকে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে লড়াই না ক'রে, এটিকে তাদের

অস্ত্র বানাল। তারা নিজেদের জনপ্রিয় সফটওয়্যারগুলোতে এআই টুল 'ফায়ারফ্লাই' যুক্ত করল যার মাধ্যমে তারা তাদের গ্রাহকদের কাছে এই বার্তা দিল - 'তোমাদের এআই দরকার? আমরাই তোমাদের এআই-চালিত সৃজনশীলতার কেন্দ্র'। ফলে অ্যাডোবি কেবল টিকে থাকেনি, তারা সমৃদ্ধ হয়েছে। নিজেদের পুরানো পদ্ধতিকে নিজেরাই পরিবর্তিত করার এই সাহসের ফলস্বরূপ তারা এআই-এর মাধ্যমে নতুন আয়ের স্রোত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। অ্যাডোবি আমাদের শিখিয়েছে পরিবর্তিত অবস্থাকে মেনে নিয়ে তার সাথে খাপ খাইয়ে চলার নাম হেরে যাওয়া নয়, তার নাম এগিয়ে চলা।

এই ঐতিহাসিক উদাহরণ থেকে এবার বর্তমান বাস্তবতায় ফেরা যাক। এআই কেন এত জরুরি? কারণ, এর গতি নজিরবিহীন। বিদ্যুৎ আবিষ্কার হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে বিদ্যুৎ ঘরে ঘরে পৌঁছাতে লেগেছিল ৪৬ বছর, ইন্টারনেটের লেগেছিল ৭ বছর। আর চ্যাটজিপিটি মাত্র ৫ দিনে কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এই গতি আমাদের বলে দেয় যে, আপনার চাকরি নাই হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি বহু দশক ধরে চলবে - এমন না, বরং মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তা ঘটে যেতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন, সময় বদলাতে সময় লাগেনা।

নিজেকে এই প্রশ্নটি করুন: "এআই কি আমার কাজটি আমার চাইতে দ্রুত, সস্তায় এবং নির্ভুলভাবে করতে পারে? যদি আপনার কাজ হয় পুনরাবৃত্তিমূলক অর্থাৎ প্রতিদিন একই ডেটা এন্ট্রি করা বা নথি প্রক্রিয়াকরণ করা; অথবা অনুমানযোগ্য অর্থাৎ গ্রাহক সহায়তার সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বা ইনভয়েস প্রক্রিয়া করা; অথবা প্যাটার্ন-নির্ভর যেমন হাজার হাজার চুক্তির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ধারা খুঁজে বের করা বা অ্যাকাউন্টিংয়ের সাধারণ শ্রেণিকরণ করার মত হয়, তাহলে এটা মেনে নিন যে আপনার কাজটি মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। গোল্ডম্যান স্যাকস বলছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ৩০ কোটি চাকরি অটোমেশনের কারণে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। আইন, অ্যাকাউন্টিং এবং এমনকি সাংবাদিকতার মতো হোয়াইট কলার চাকরীগুলোও এর বাইরে নয়।

তবে, এআই-এর আগমন মানেই এক্ষুণি এই মুহূর্তেই সব শেষ নয়। টিকে থাকতে হলে আমাদের একটি কর্মপরিকল্পনা (Playbook) অনুসরণ করতে হবে। নিজের দক্ষতা একটু বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের কাজের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এমন যে যে এআই টুলস রয়েছে সেগুলো আমাদের শিখতে হবে যাতে আমার সহকর্মীর চাইতে আমি এক ধাপ এগিয়ে থাকতে পারি, আমরা যেন চাকরী ছাঁটাইয়ের প্রথম শিকার না হই। নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যেখানে এআইকে আমার প্রতিস্থাপক নয়, বরং আপনার সহকারী ক'রে নিতে পারি। ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি 'Audit & Adapt' আপাতত সেই কাজটিই করতে হবে আমাদের।

এখানে একটি বিষয়ের অবতারণা না করলে অনেকে আমার লিখাটির ভুল অর্থ ক'রে ফেলতে পরেন। আমি এতক্ষণ যে এআই-এর কথা বলছিলাম তা মূলত Suerper Intelligence AI আসার আগ পর্যন্ত পরিস্থিতির জন্যে প্রযোজ্য আমাদের করণীয়।

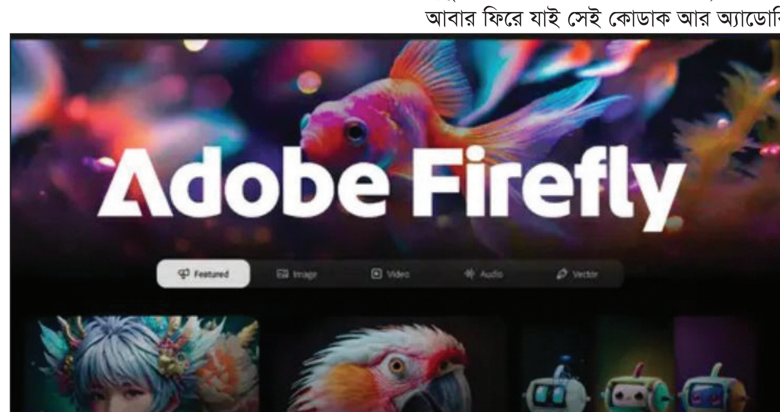

অনেককে বলতে শুনেছি, নতুন কোনো প্রযুক্তি আসলে পুরানো কাজগুলো চলে যায় বটে, তবে তৈরী হয় নতুন নতুন চাকরীর সুযোগ। শিল্প বিপ্লবের কারণে বহু পেশার অবলুপ্তি ঘটেছিল কিন্তু কল কারখানায় নতুন নতুন অনেক চাকরীর সুযোগ আসে। যুক্তি হিসেবে বলা হয়, মোটরযান আবিস্কারের পর অনেক পেশার বিলুপ্তি ঘটলেও অটোমোবাইল এঞ্জিনিয়ারিং সহ অনেক কাজের সুযোগ হয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে, এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। পাথরে পাথর ঘষে আগুন তৈরী করা, চাকা আবিষ্কার করা - সবই ছিল একটি যন্ত্র বা উন্নতমানের প্রযুক্তিগত পদ্ধতি আর এখন আমরা আবিষ্কার করছি 'আবিস্কারক'! Super intelligent AI এসে গেলে তারাই আরো প্রগতিশীল AI তৈরী করতে পারবে, তখন আমাদের আর কিছুই তৈরী করত হবে না এবং তারা যে কী তৈরী করবে তা আর আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবেনা।

অনুমান করা যাচ্ছে ২০২৮ সাল থেকেই মানুষের প্রায় সব কাজ AGI দ্বারা করানো সম্ভব হবে। এর অর্থ এই নয় যে, ২০২৮ সাল থেকেই সবাই AGI ব্যবহার করা শুরু করবে। অনেক সময় প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এসে গেলেও সর্বস্তরে বা আপমর জনতা এর ব্যবহার করতে একটু সময় নেয়। যেমন ধরুন, ভিডিও ফোন সত্তরের দশকে আবিস্কার করা হয়েছিল কিন্তু আই ফোন আসার আগ পর্যন্ত সবাই এটিকে ব্যবহার করেনি। কাজেই আগামী কয়েক বছরে বা এক দশকে আমরা কী কী করতে পরি তা-ই নিয়ে এখন ভাবিনা কেন? আমাদের বাবা মায়েরা ১০/২০ বছরের পরিকল্পনা করতে পারতেন। তাঁদের বাবা মায়েরা হয়তো ৪০/৫০ বছরের পরিকল্পনা করতে পারতেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা ৪/৫ বছরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা-ই করতে পারিনা আর আমাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা থাকবে কেবল অনিশ্চয়তার। কাজেই আমর এই আলোচনা অদূর ভবিষ্যৎকে ঘিরেই।

যেহেতু আমরা আপাতত অদূর ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুতির কথা নিয়ে আলোচনা করছি, তাই চলুন আবার ফিরে যাই সেই কোডাক আর অ্যাডোবির গল্পে। আমরা দেখলাম, পরিবর্তনকে ভয় না পেয়ে তাকে আলিঙ্গন করার এই দর্শনই অ্যাডোবিকে আজকের বিজয়ীতে পরিণত করেছে। এটাই বিবর্তন!

প্রযুক্তির অগ্রগতি কিন্তু কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। আপনি বিশ্বের কোন নাম করা বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়েছেন; কত বছর লাগিয়ে কত বড় ডিগ্রী অর্জন করেছেন; আপনার পরিশ্রম; আপনার অতীতের সাফল্য - এসব ভেবে ইগো নিয়ে বসে থেকে বা তৃপ্তির জাবর কেটে কোনো লাভ নেই। এর কোনো কিছুর প্রতিই প্রযুক্তির কোনো আবেগ নেই। প্রযুক্তি কেবল একটি জিনিস-ই বোঝে: আপনি কি এমন ফলাফল এনে দিতে পারেন যা এআই পারেনা?

"বিদ্যুৎ আবিষ্কার হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে বিদ্যুৎ ঘরে ঘরে পৌঁছাতে লেগেছিল ৪৬ বছর, ইন্টারনেটের লেগেছিল ৭ বছর। আর চ্যাটজিপিটি মাত্র ৫ দিনে কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এআই এর গতি নজিরবিহীন!"

যে বিখ্যাত উক্তিটি এখানে সবচাইতে বেশী প্রাসঙ্গিক তা হলো, "শক্তিশালী বা বুদ্ধিমানেরা টিকে থাকে না, বরং তারাই টিকে থাকে যারা পরিবর্তনের সাথে সবচাইতে বেশী মানিয়ে নিতে পারে"। ইতিহাস আমাদের বারবার এই শিক্ষাই দিয়েছে। কোডাক চেয়েছিল বর্তমানকে রক্ষা করতে, তাই তারা বিলীন হয়েছে। অ্যাডোবি চেয়েছিল ভবিষ্যতকে আলিঙ্গন করতে, তাই তারা সমৃদ্ধ হয়েছে। এখন সিদ্ধান্ত আমাদের। আমরা কি কোডাকের মতো বিলুপ্তির পথে পা বাড়াবো, নাকি অ্যাডোবির মতো নিজেকে নতুনভাবে আবিস্কার ক'রে এই বিপ্লবের অংশ হব? বিবর্তন নাকি বিলুপ্তি?

লেখক Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA, MBBS DTM&H, MS & PhD একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সিনিয়র সংবাদ পাঠক, কলামিস্ট ও পাবলিক স্পীকার।

ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে বুলডোজার বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সোমবার ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। বিক্ষোভকারীরা দু'টি বুলডোজার নিয়ে আগেই ভেঙে ফেলা ৩২ নম্বরের বাড়ির অবশিষ্ট অংশ ভাঙার ঘোষণা দিয়ে সেখানে যান। পুলিশ ও সেনাসদস্যসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাদের ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দিলে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়।

ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। এসময় তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করেন। এই ঘটনায় উভয় পক্ষের কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। পুলিশ- সেনাবাহিনীর পাশাপাশি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন র‍্যাব ও বিজিবি সদস্যরা।

সরজমিন দেখা যায়, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘিরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাঁজোয়া যান প্রস্তুত রাখা হয় সেখানে। দুই পাশের প্রবেশপথ বন্ধ রাখা হয়েছে। সন্দেহভাজনদের মোটরসাইকেল বা গাড়ি থামিয়ে চেকিং করছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। এরইমধ্যে দুপুরের দিকে সায়েন্সল্যাবের দিক থেকে দু'টি এক্সেভেটর নিয়ে ধানমণ্ডি ৩২-এর প্রবেশ মুখের দিকে বিক্ষোভ ও বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসেন বিক্ষোভকারীরা। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের সামনের মিরপুর সড়কে এক্সেভেটর দু'টি থামিয়ে রেখে নানা স্লোগানে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তারা। এসময় তাদের বাধা দেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এরপরও প্রবেশ মুখে পুলিশের দেয়া ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে স্লোগান দেন। কিছুক্ষণ পরে বিক্ষোভকারীরা ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়কে এক্সেভেটর নিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করেন। সেখানে আবার বাধা দেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী লাঠিপেটা করে। পরে ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যায়। এসময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে বিক্ষোভকারীরাও ইটপাটকেল ছোড়ে। এতে উভয় পক্ষের কয়েকজন আহত হন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধানমণ্ডি, কলাবাগান, পান্থপথ ও সোবহানবাগ এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পরিস্থিতি। এতে ধানমণ্ডি থেকে মিরপুরমুখী সড়কের দুই পাশেই যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে সন্ধ্যা ৭টার দিকে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সংলগ্ন মিরপুর সড়কে পুলিশের একটি পিকআপ ভ্যানে হামলার ঘটনা ঘটে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা রিওন বলেন, আমাদের বুলডোজার কর্মসূচি ছিল। এটি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি, তবে পুলিশ ও সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে লাঠিপেটা করেছে। জুলাই স্মৃতি পরিষদের আহ্বায়ক নাহিদ হাসান সাংবাদিকদের বলেন, ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে একটি উন্মুক্ত খেলার মাঠ চাই। জুলাই আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী, আহত যোদ্ধা, শহীদ পরিবারের সদস্যরা সবাই আজ একত্রিত হয়েছেন। আমাদের দাবি, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ বা তাদের দোসরদের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

রমনা জোনের ডিসি মো. মাসুদ আলম বলেন, ছাত্র-জনতা বুলডোজারসহ ব্যারিকেড ভেঙে ৩২ নম্বরে প্রবেশের চেষ্টা করে। আমরা তাদের সরিয়ে দিয়েছি। তারা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেছিল। এখন পরিস্থিতি শান্ত। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ধানমণ্ডি অঞ্চলের অতিরিক্ত উপ- কমিশনার জিসানুল হক বলেন, আমরা কোনোমতে কাউকে আইন হাতে তুলে নিতে দেবো না।

ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রার কারাগারে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কার্যক্রমে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিছিলে 'অর্থায়নের' অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেফতার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ডেপুটি রেজিস্ট্রার লাভলু মোল্লাহ শিশিরকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুম মিয়া জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খালিদ মনসুর জানান, কিছুদিন আগে পুলিশ বাদী হয়ে একটি মামলা করেছে, যেখানে লাভলু মোল্লাহর বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিলে অর্থ যোগানের প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমরা এই মামলায় তাকে গ্রেফতার করেছি।

এছাড়াও পুলিশ সূত্র জানায়, সোমবার (১৭ নভেম্বর) মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের পর লাভলু তার ফেসবুক প্রোফাইলে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির ছবিযুক্ত একটি ফটোকার্ড পোস্ট করেন। সেখানে লেখা ছিল 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, আই ডোন্ট কেয়ার'। সেই পোস্টের পর তাকে হেফাজতে নেওয়া হয় বলে জানায় পুলিশ।

গ্রেফতারের পর লাভলু মোল্লাহ শিশিরকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার এসআই আলামিন।

গত ১ জুন শাহবাগ থানায় মামলাটি করেন এসআই কামাল উদ্দিন মিয়া। মামলার বিবরণে বলা হয়েছে, গত ৩১ মে ভোর সাড়ে ৬টার শাহবাগের পরীবাগ এলাকায় কার্যক্রমে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ মিছিল করে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের উদ্দেশে স্লোগান দেয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পালিয়ে যায়।

লাভলু মোল্লাহ এই মামলার আসামি। ছাত্রজীবনে তিনি নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের ঢাবির মাস্টারদা সূর্য সেন হল শাখা সভাপতি ছিলেন।

গণভোটের ব্যালটে থাকছে যেসব প্রশ্ন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনেই দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ গণভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই গণভোটে ব্যালট পেপারে কী ধরনের প্রশ্ন থাকবে, সে বিষয়ে একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে সরকার।

মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে প্রধান উপদেষ্টার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে দেওয়া এক পোস্টে এই খসড়া প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়।

প্রকাশিত খসড়া অনুযায়ী, গণভোটের ব্যালটে ভোটারদের কাছে একটিমাত্র সমন্বিত প্রশ্ন রাখা হবে। সেই প্রশ্নটি হলো: "আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলোর প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করছেন?

এই মূল প্রশ্নের অধীনে চারটি প্রধান বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে ভোটারদের সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।প্রস্তাবগুলোর মধ্যে প্রথমটি হলো নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো জুলাই সনদে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি হলো, আগামী সংসদ হবে দুই কক্ষবিশিষ্ট। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে ১০০ জন সদস্য নিয়ে একটি উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে। সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো সংশোধন বা পরিবর্তন আনতে হলে অবশ্যই এই উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

তৃতীয় প্রস্তাবে জুলাই জাতীয় সনদের আওতায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে ৩০টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা, বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন নিশ্চিত করা, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিতকরণ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি, নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ এবং বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। গণভোটের মাধ্যমে এই প্রস্তাবগুলো পাস হলে আগামী নির্বাচনে বিজয়ী দলগুলো এগুলো বাস্তবায়নে আইনত বাধ্য থাকবে।

চতুর্থ প্রস্তাবে জুলাই সনদে বর্ণিত অন্যান্য সংস্কারগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। গণভোটের দিন দেশের আপামর জনসাধারণকে এই চারটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটিমাত্র প্রশ্নের জবাবে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' ভোট দিয়ে সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে তাদের সুস্পষ্ট মতামত জানাতে হবে।

শেখ হাসিনার রায় নিয়ে যা বলল জাতিসংঘ

পোস্ট ডেস্ক : ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশে দুঃখ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। গত সোমবার রাতে জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের মুখপাত্র রাভিনা শামদাসানি এক প্রতিক্রিয়ায় যেকোনো পরিস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী অবস্থান তুলে ধরেছেন।

মুখপাত্র রাভিনা শামদাসানি বলেন, ঢাকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে রায় ঘোষণাটি গত বছর বিক্ষোভ দমনে সংঘটিত গুরুতর লঙ্ঘনের শিকারদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।'

মানবাধিকার দপ্তরের মুখপাত্র বলেন, '২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমাদের তথ্য-উপাত্তভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকে, আমরা দায়ীদের, বিশেষত, নেতৃত্বের এবং কমান্ডের অবস্থানে থাকা ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক মান অনুসারে জবাবদিহির আওতায় আনার আহবান জানিয়ে আসছি।

আমরা এ-ও জোর দিয়ে বলেছি, ভুক্তভোগীদের কার্যকর প্রতিকার এবং ক্ষতিপূরণের সুযোগ থাকতে হবে।'

রাভিনা শামদাসানি বলেন, 'যদিও এই বিচারপ্রক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করিনি, তবে আমরা সব সময়ই, বিশেষত আন্তর্জাতিক অপরাধের অভিযোগে এমন জবাবদিহি প্রক্রিয়াগুলো নির্দ্বিধায় যথাযথ প্রক্রিয়া ও ন্যায়সংগত বিচারের আন্তর্জাতিক মান পূরণের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে আসছি। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে বিচার পরিচালিত হয়েছে আসামির অনুপস্থিতিতে (ইন অ্যাবসেন্টিয়া) এবং এর ফলে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া

হয়েছে।'

রাভিনা শামদাসানি আরো বলেন, 'আমরা মৃত্যুদণ্ডাদেশের ব্যাপারেও দুঃখ প্রকাশ করছি।

কারণ আমরা যেকোনো পরিস্থিতিতেই মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করি।'

জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের মুখপাত্র বলেন, 'জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভোলকার তুর্ক আশা প্রকাশ করেছেন, বাংলাদেশ সত্য উদ্ঘাটন, ক্ষতিপূরণ এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাতীয় পুনর্মিলন ও প্রশমনের পথে অগ্রসর হবে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক মানসম্মত অর্থবহ এবং রূপান্তরমূলক নিরাপত্তা খাত সংস্কার অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত, যাতে এমন মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতন আর কখনো না ঘটে। এই প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সরকার ও জনগণকে সহায়তা করতে জাতিসংঘ মানবাধিকার দপ্তর প্রস্তুত আছে।

মুখপাত্র আরো বলেন, হাইকমিশনার ভোলকার তুর্ক সবাইকে শান্ত থাকার আহবান জানিয়েছেন। ভোলকার তুর্ক সবাইকে এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সংযম প্রদর্শনের অনুরোধ করেছেন।

বিশ্ব গণমাধ্যমে হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের খবর

পোস্ট ডেস্ক : জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার মৃত্যুদন্ডের রায় দিয়েছেন আদালত। খবরটিকে গত সোমবার ফলাও করে প্রচার করছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম।

সকাল থেকেই 'ক্ষমতাচ্যুত নেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার আগে বাংলাদেশজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার' শিরোনামে বিবিসি লাইভ সম্প্রচার শুরু করে। রায় ঘোষণার পরে সংবাদমাধ্যমটি 'বিক্ষোভ দমনে নৃশংসতার দায়ে বাংলাদেশের নেত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদন্ড' শিরোনামে লাইভ সম্প্রচার চালিয়েছে।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং মৃত্যুদ- দেওয়া হয়েছে। হাসিনাকে দেশে ফেরত পাঠাতে এই রায় ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে বলে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। রায় ঘোষণার পরে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্স শিরোনাম করেছে, 'শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতনের দায়ে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী হাসিনার মৃত্যুদন্ড'। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের একটি যুদ্ধাপরাধ আদালত সোমবার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদন্ডের সাজা দিয়েছেন। বহু মাস ধরে চলা বিচার প্রক্রিয়ার সমাপ্তি এটি। এই রায়টি কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের কোনো সাবেক নেতার বিরুদ্ধে নেওয়া সবচেয়ে নাটকীয় আইনগত পদক্ষেপ।

অন্যদিকে আল-জাজিরা শিরোনাম

করেছে, 'মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে বাংলাদেশের হাসিনার মৃত্যুদন্ড'। প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের বিক্ষোভ দমনে হাসিনা সরকারের সহিংস অভিযানসংক্রান্ত মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদন্ডের সাজা দিয়েছে। ৭৮ বছর বয়সী এই রাজনৈতিক পলাতক। তার অনুপস্থিতিতে বিচার করা হয়েছে। হাসিনা গত বছরের গণবিক্ষোভ দমন করার 'মূল পরিকল্পনাকারী ও প্রধান স্থপতি' হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ওই আন্দোলনে এক হাজার ৪০০ মানুষ নিহত হয়েছিল।

'মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত নেত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদ-' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করেছে ফ্রান্স২৪। অন্যদিকে এএফপিও হাসিনাকে নিয়ে একাধিক শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করেছে। 'বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড'-শিরোনামে এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার বাংলাদেশের একটি আদালত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ডের সাজা দিয়েছেন। রায় ঘোষণা করার সময় আদালতকক্ষে উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। ৭৮ বছর বয়সী হাসিনা আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে ভারত থেকে ফিরে এসে বিচারিক কার্যক্রমে অংশ নেননি। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদ চ্যানেল সিএনবিসি, দ্য গার্ডিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (এবিসি) হাসিনার রায়ের খবর প্রকাশ করেছে।

এদিকে শুরুতেই বেশির ভাগ ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছিল হাসিনার সম্ভাব্য মৃত্যুদন্ড নিয়ে। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ দেখা যায়, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির শীর্ষ ৫টি খবরের ৪টিই হাসিনার রায় ঘিরেই। দ্য হিন্দু সরাসরি আপডেট দিয়েছে ক্ষণে ক্ষণে। হিন্দুস্তান টাইমসের শীর্ষ দুই খবরের একটিতে রাখা হয়েছে এই খবরকে। এবিপি লাইভের শীর্ষ সংবাদ হিসেবে রাখা হয়েছে এই ইস্যুকে। এ ছাড়া আনন্দবাজার, টাইমস অব ইন্ডিয়া, এই সময়সহ ভারতীয় প্রায় সব গণমাধ্যমই হাসিনার রায়ের খবর প্রকাশ করেছে।

ইন্ডিয়া টুডে লিখেছে, 'শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পেলেন মৃত্যুদন্ড। সাবেক পুলিশ প্রধান রেহাই পেলেন মৃত্যুদন্ড থেকে।'

তুরস্কের বার্তাসংস্থা আনাদোলু তাদের শিরোনামে লিখেছে, 'বাংলাদেশের পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদন্ড।' পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার সংবাদমাধ্যমেও হাসিনার রায়ের খবরকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। লঙ্কান সংবাদমাধ্যম ডেইলি মিরর তাদের শিরোনামে লিখেছে, 'ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার মৃত্যুদ।'

পাকিস্তানের প্রভাবশালী ইংরেজি দৈনিক দ্য ডন লিখেছে, 'ছাত্রদের আন্দোলনে দমন-নিপীড়ন চালানোয় বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুদন্ড।' জিও টিভির শিরোনামও প্রায় একইরকম ছিল।

গত সোমবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ রায় ঘোষণা করেন। একই অভিযোগে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদন্ডের রায় দেন আদালত। অপর আসামি ও পরে রাজসাক্ষী হওয়া সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের পাঁচ বছরের কারাদ-র রায় দেন আদালত। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন সাবেক স্বৈরাচার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওই বছরের ৫ আগস্ট পালিয়ে ভারতে চলে যান তিনি।

বিশ্বের ইতিহাসে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপ্রধানরা

পোস্ট ডেস্ক : ইতিহাসজুড়ে নেতাদের পতন অনেক সময়ই সহিংস হয়েছে। তবে রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বিরল ও নাটকীয় ঘটনার মধ্যে অন্যতম হলো কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের আনুষ্ঠানিক মৃত্যুদণ্ড বা বিচারিক মৃত্যুদণ্ড। সাধারণত বিপ্লব, অভ্যুত্থান, গৃহযুদ্ধ বা গণ-অপরাধের বিচারের পর এ ধরনের ঘটনা ঘটে। ইতিহাসে এমন অনেক রাজা, একনায়ক ও নির্বাচিত নেতাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে বা মৃত্যুদণ্ড পেয়েছিলেন এবং অনেকের ক্ষেত্রে কয়েক দশক পর আদালত পুনরায় রায় পর্যালোচনা করেছে।

নিকোলায় চাউশেস্কু

১৯৬৫ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪ বছর রুমানিয়ার শাসক ছিলেন নিকোলায় চাউশেস্কু। এরপর রুমানিয়ার কমিউনিস্ট শাসন ভেঙে পড়ার সময় ১৮৮৯ সালে চাউশেস্কু ও তার স্ত্রীর দ্রুতগতির এক সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার করা হয়। গণহত্যা ও অর্থনৈতিক ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের দায়ে তারা দোষী সাব্যস্ত হন এবং বড়দিনের দিন তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। আধুনিক রুমানিয়ার ইতিহাসে এটিই ছিল শেষ মৃত্যুদণ্ড।

জুলফিকার আলী ভুট্টো

১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। এরপর ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। পাকিস্তানের এই ক্যারিশমাটিক নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং এক বিতর্কিত হত্যা

মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ১৯৭৯ সালের এপ্রিলে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

তবে ২০২৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট তার বিচারকে মারাত্মকভাবে ত্রুটিপূর্ণ ঘোষণা করে, যা এক যুগান্তকারী মরণোত্তর পুনর্বাসন।

সাদ্দাম হোসেন

সাদ্দাম হোসেন ১৯৭৯ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ইরাকের ক্ষমতায় ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রনেতৃত্বাধীন আগ্রাসনের পর সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে দুজাইল গণহত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ইরাকি ট্রাইব্যুনালে বিচার হয়। দোষী সাব্যস্ত হয়ে তিনি ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হন। এটি ছিল আধুনিক কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের সবচেয়ে আলোচিত মৃত্যুদণ্ডগুলোর একটি।

মুয়াম্মার গাদ্দাফি

লিবিয়ার ৪২ বছরের শাসক গাদ্দাফি ২০১১ সালে ক্ষমতা চ্যুত হন। আদালতের রায় না থাকলেও আটকের পর গাদ্দাফিকে তাৎক্ষণিক হত্যা করা হয়। যা বৈশ্বিক বিতর্ক সৃষ্টি করে। এই পতনের মধ্য দিয়েই ৪২ বছরের একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং লিবিয়া বিভক্ত অবস্থায় পড়ে।

মেংগিস্তু হাইলি মারিয়াম

ইথিওপিয়ার মার্ক্সবাদী দার্গ শাসনব্যবস্থার এই সাবেক নেতা 'রেড টেরর'-এর সঙ্গে যুক্ত গণহত্যা ও নৃশংসতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন। তার অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। তবে তিনি জিম্বাবুয়েতে নির্বাসনে বসবাস করছেন এবং তাকে কখনো প্রত্যর্পণ করা হয়নি।

চুন দু-হোয়ান

দক্ষিণ কোরিয়ায় গণতন্ত্র ফেরার পর সামরিক শাসকদের বিচার করা হয়। দেশটিকে ৮ বছর শাসন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট চুন দু-হোয়ান। ১৯৭৯ সালে তার করা অভ্যুত্থান ও গওয়াংজু দমন-পীড়নের দায়ে চুনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়। তবে পরে তা মওকুফ করা হয় এবং তিনি শেষ পর্যন্ত ক্ষমা পান।

জোসেফ কাবিলা

২০০১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ডিআর কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট ছিলেন জোসেফ কাবিলা। ২০২৫ সালে একটি সামরিক আদালত কাবিলাকে রাষ্ট্রদ্রোহ, বিদ্রোহ এবং পূর্ব কঙ্গোর সংঘর্ষসংক্রান্ত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে তার অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি এটি। যদিও তিনি গ্রেপ্তার হননি এবং তার বিরুদ্ধে করা অভিযোগ অস্বীকার করছেন।

রাজনৈতিক অস্থিরতার পর রাষ্ট্রপ্রধানদের মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা ইতিহাসে বহুবার ঘটেছে। ফরাসি বিপ্লব থেকে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ, ইরাক ও রুমানিয়ার শাসনব্যবস্থার পতন কিংবা ঘানার অভ্যুত্থান বিভিন্ন সময় বিশ্ববাসী এ ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে।

তবে এসব বিচারের প্রকৃতি দেশভেদে ব্যাপকভাবে ভিন্নড় কোথাও কাবিলার মতো দীর্ঘ ও বিস্তৃত বিচার হয়েছে, আবার কোথাও ভুট্টো, চাউশেস্কুর মতো দ্রুত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচার সমালোচিত হয়েছে। তবে বিচার, প্রতিশোধ বা ট্র্যাজেডিড়যেভাবেই দেখা হোক না কেন, প্রতিটি মৃত্যুদণ্ড একটি যুগের অবসান এবং আরেকটি নতুন অধ্যায়ের সূচনার ইঙ্গিত।

ত্রুটিপূর্ণ বিচারিক যুক্তি

ফোনকল। ছাত্র আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে শেখ হাসিনার কুখ্যাত 'রাজাকার' মন্তব্যের পর ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং এর ফলে আন্দোলন আরও উত্তাল হয়। সেই মন্তব্যেরই কয়েক ঘণ্টা পর উপাচার্যের সঙ্গে তাঁর ফোনালাপটি হয়েছিল।

প্রসিকিউশন যুক্তি দিয়েছে, ওই ফোনকল প্রমাণ করে, হাসিনা ছাত্রদের হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আদালত যেভাবে পড়ে শুনিয়েছেন, তাতে হাসিনার বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগের দুটির ক্ষেত্রে এই নির্দিষ্ট দাবিটি একটি ভিত্তি হিসেবে এসেছে। রায়ে ট্রাইব্যুনাল এই অভিযোগকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা প্রশ্নের সৃষ্টি করে।

আদালতে পাঠ করা রায়ে বিচারপতি শফিউল আলম বলেছেন, 'আমরা দেখেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে আসামি হাসিনা উল্লেখ করেন, যেভাবে রাজাকারদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, ঠিকে সেভাবে ছাত্রদের ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য তিনি ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন।'

কিন্তু হাসিনার কথোপকথন বিশ্লেষণ করলে আদালতের এই ব্যাখ্যায় (ইন্টারপ্রিটেশনে) ভুল আছে বলে ধারণা হয়। ট্রাইব্যুনালের দাবি প্রমাণ করতে বিচারক হাসিনার কথোপকথনের তিনটি অংশ আদালতে পড়ে শোনান।

প্রথমটিতে হাসিনাকে বলতে শোনা যায়, 'তো রাজাকারের তো ফাঁসি দিছি, এবার তোদেরও তাই করব। একটাও ছাড়ব না, আমি বলে দিছি।' দ্বিতীয়টিতে হাসিনাকে বলতে শোনা যায়, 'কোন দেশে বাস করি আমরা? রাজাকারদের কী অবস্থা হয়েছে দেখিস নাই, এবার তোদেরও ছাড়ব না।' তৃতীয়টিতে হাসিনাকে বলতে শোনা যায়, 'সব এইগুলাকে বাইর করে দিতে হবে্আমি বলে দিচ্ছি আজকে সহ্য করার পরে অ্যারেস্ট করবে, ধরে নেবে এবং যা অ্যাকশন নেওয়ার নেবে।'

প্রথম দুটি বক্তব্য স্পষ্টভাবে রাগের বহিঃপ্রকাশ। এটি সহিংস ভাষা, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যে বিষয়টি বলছেন, তা বিচারিক শাস্তির কথা, তা বিচারবহির্ভূত হত্যার কথা নয়। হাসিনা আইসিটি রায়ের পর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াত নেতাদের সঙ্গে ছাত্রদের তুলনা করছেন। তার অর্থ, তিনি চেয়েছেন আদালতের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধেও একই ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তাঁর বক্তব্য আক্রমণাত্মক হলেও তিনি কোথাও বলেননি, তিনি রাস্তায় আন্দোলনকারীদের হত্যা করতে চান।

এমনকি তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয়, হাসিনা 'ফাঁসি' শব্দটি 'হত্যা'বোঝাতে ব্যবহার করেছেন, তাহলেও কথোপকথনের কোথাও তিনি বলেননি, তিনি এমন কোনো আদেশ ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। অথচ বিচারক এমনটিই দাবি করেছেন।

ট্রাইব্যুনাল যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হয়তো হাসিনা যেভাবে কথাটা বলেছিলেন সে কারণে, 'আমি বলে দিছি'। কিন্তু তাঁর এই উক্তি সুস্পষ্ট না, এবং এর অর্থ এটা দাঁড় করানো মুশকিল যে হাসিনা এর মাধ্যমে হত্যার 'নির্দেশ' দিয়ে দিয়েছেন। অথবা ট্রাইব্যুনালের এই ব্যাখ্যার পেছনে আরেকটি কারণ হতে পারে যে ট্রাইব্যুনাল ভুলবশত ফোনকলের দুটি সম্পর্কহীন অংশকে একসঙ্গে করেছেন।

শেষ উদ্ধৃতিটি, 'আমি বলে দিচ্ছি'ড়্এসেছে কেবল তখনই, যখন উপাচার্য বলেন, 'হ্যাঁড়্এবার এই ঝামেলাটা যাক। এরপরে আমিও নিজে ধরে ধরে যারা এই অস্থিরতা সৃষ্টি করছে, (এর পেছনে) মেইন যারা আছে এদেরকে বহিষ্কার করব ইউনিভার্সিটি থেকে।'

এই পরিপ্রেক্ষিতে হাসিনার 'আদেশ' বলতে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়ার আদেশ বোঝানো হয়েছে। এই 'আদেশ' মানে ছাত্রদের আটক করার আদেশ, যা কিনা তিনি পরে বাস্তবে করেছিলেন। এখানে কোথাও ফাঁসি দেওয়া, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা বা কাউকে হত্যা করার কোনো নির্দেশের কথা নেই।

অতএব, ১৪ জুলাইয়ের ফোনালাপ প্রমাণ করে হাসিনা 'আগেই' হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন বলে প্রসিকিউশন যে দাবি করেছে এবং ট্রাইব্যুনাল যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তার ভিত্তি বেশ দুর্বল বলা যায়। বরং প্রাপ্ত প্রমাণ থেকে বোঝা যায় ওই ঘটনার চার দিন পর, অর্থাৎ ১৮ জুলাই হাসিনা স্পষ্টভাবে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের আদেশ দেন।

সাবেক মেয়র তাপসের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি বলেন, 'আমার নির্দেশনা দেওয়া আছে ওপেন নির্দেশনা দিয়ে দিছি এখন, এখন লেথাল উইপন ব্যবহার করবে। যেখানে পাবে সোজা গুলি করবে।'

হাসিনা এই নির্দেশ দিয়েছেন তার সপক্ষে পুলিশের মহাপরিদর্শকের (আইজিপি) সাক্ষ্য রয়েছে। ১৪ জুলাইয়ের ফোনালাপকে হত্যার আদেশ হিসেবে দেখা পুরোপুরি ভুল ছিল এবং সত্যিকার হত্যার আদেশ আসলে ১৮ জুলাই দেওয়া হয়েছিল। ১৮ জুলাই পর্যন্ত কোনো প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের আদেশ যে দেওয়া হয়নি, তা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ। এর বড় প্রভাব বা গুরুত্ব আছে।

যদি ট্রাইব্যুনাল-১ যথাযথ যোগ্য ও অভিজ্ঞ ডিফেন্স আইনজীবী নিয়োগ করতেন, তাহলে তাঁরা আসামিকে বাঁচাতে জোর চেষ্টা করতেন। তাঁরা প্রায় নিশ্চিতভাবেই ১৪ জুলাইয়ের কথোপকথন সম্পর্কিত প্রসিকিউশনের ব্যাখ্যা খতিয়ে দেখতেন এবং ওপরে উল্লেখিত পয়েন্টগুলো তুলে ধরতেন। কিন্তু তা না করে তার বদলে ডিফেন্স আইনজীবী শুধু দাবি করেছেন, ফোনালাপগুলো এআই দিয়ে তৈরি করা। তাঁরা এসব ফোনালাপের কোনো স্বাধীন পরীক্ষার আয়োজনও করেননি।

প্রথমত, এটি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ১-এর ভিত্তিকে দুর্বল করে। ওই অভিযোগে বলা হয়, ১৫-১৬ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাগুলো মানবতাবিরোধী অপরাধের অংশ ছিল। ওই অভিযোগে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই অভিযোগ মূলত ১৪ জুলাই উপাচার্যের সঙ্গে হাসিনার কথোপকথনের ভুল ব্যাখ্যার ওপরই নির্ভর করছে বলে প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয়ত, এটি রংপুর ও চট্টগ্রামে ১৬ জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে চলমান আইসিটি তদন্ত ও মামলার ওপর গুরুতর সংশয় তৈরি করে, যার আরও কিছু বিষয়ের ওপর বৃহত্তর প্রভাব থাকবে।

এর মধ্যে আছে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবু সাঈদ হত্যাসংক্রান্ত বিচার এবং চট্টগ্রাম শহরে তিনজন মানুষ হত্যার তদন্ত (যার অন্যতম ফলাফল হিসেবে নির্বাচনী এলাকার সাবেক সংসদ সদস্য ফজলে করিম চৌধুরী ৯ মাস যাবৎ আটক রয়েছেন)। বিশেষভাবে এই মামলাগুলোকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে দেখা শুরু থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। কারণ, ১৬ জুলাই বা তার আগের ঘটনাগুলোকে 'নাগরিক জনগণের ওপর ব্যাপক বা পরিকল্পিত আক্রমণ' হিসেবে দেখানো কঠিন। কিন্তু মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য এ বিষয়টি প্রমাণ হওয়া আবশ্যক।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রসিকিউশন এই যুক্তি ব্যবহার করছিল যে হাসিনা ১৪ জুলাই ইতিমধ্যেই হত্যার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এই দাবি ভিত্তিহীন। আর যদি এই দাবির ভিত্তি না থাকে, তাহলে ১৬ জুলাই হত্যাকাণ্ডগুলোকে 'রাষ্ট্রের নীতি অনুযায়ী সংঘটিত' বলা (যা মানবতাবিরোধী অপরাধ প্রমাণ করার জন্য খুব জরুরি) এবং সেটার পক্ষে যুক্তি দেওয়া অনেক কঠিন হয়ে যায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো আবু সাঈদ হত্যার বিচার নিয়ে কাজ করা ট্রাইব্যুনাল-২ কি ট্রাইব্যুনাল-১-এর (যা হাসিনার বিচারের আদেশ দিয়েছিল) আইনগত ও বিষয়ভিত্তিক যুক্তি অনুসরণ করতে বাধ্য, নাকি তা থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

যদি ট্রাইব্যুনাল-১ যথাযথ যোগ্য ও অভিজ্ঞ ডিফেন্স আইনজীবী নিয়োগ করতেন, তাহলে তাঁরা আসামিকে বাঁচাতে জোর চেষ্টা করতেন। তাঁরা প্রায় নিশ্চিতভাবেই ১৪ জুলাইয়ের কথোপকথন সম্পর্কিত প্রসিকিউশনের ব্যাখ্যা খতিয়ে দেখতেন এবং ওপরে উল্লেখিত পয়েন্টগুলো তুলে ধরতেন। কিন্তু তা না করে তার বদলে ডিফেন্স আইনজীবী শুধু দাবি করেছেন, ফোনালাপগুলো এআই দিয়ে তৈরি করা। তাঁরা এসব ফোনালাপের কোনো স্বাধীন পরীক্ষার আয়োজনও করেননি।

তবে আসামিপক্ষের আইনজীবীর ব্যর্থতা বিচারকদের দায় কমায় না। বিচারকদের নিজেদেরই, বিশেষ করে ১৪ জুলাইয়ের কথোপকথনের ক্ষেত্রে প্রমাণগুলো স্বাধীন ও ন্যায়সংগতভাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল, কিন্তু তারা তা করেছেন বলে মনে হয়নি।

পরিপূর্ণ রায় পাওয়ার পর বোঝা সম্ভব হবে সেখানে ১৪ জুলাইয়ের ফোনালাপ নিয়ে ট্রাইব্যুনালের যে ভাষ্য এখন পাওয়া গেছে, তার বিস্তারিত আইনি যুক্তি ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কি না।

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়

ফেরাতে ফের দিল্লিতে চিঠি পাঠাবে সরকার। ভারত রায় ঘোষণার পর সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে, রায়ের বিষয়ে তারা অবগত।

রায় ঘোষণাকালে ট্রাইব্যুনাল বলেন, 'হাত, পা, নাক, চোখ, মাথার খুলি হারানো যেসব সাক্ষী ট্রাইব্যুনালে এসে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাদের বাস্তব অবস্থা দেখলে যেকোনো মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ধরে রাখা কঠিন। ফলে এই অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের যেকোনো মূল্যে বিচারের আওতায় আনা উচিত। এক্ষেত্রে ন্যায়বিচারকে ব্যাহত হতে দেয়ার সুযোগ নেই। পরে রায় ঘোষণার শুরুতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান চলাকালে বিভিন্ন ভিডিওতে পাওয়া শেখ হাসিনার মানবতাবিরোধী অপরাধের তথ্য-প্রমাণের বিবরণ দেয়া হয়। ঢাকার যাত্রাবাড়ী, রামপুরা, বাড্ডা, সাভার, আশুলিয়া, রংপুরসহ বিভিন্ন স্থানে যেভাবে প্রাণঘাতী গুলি ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের হত্যা করা হয়েছে, সেগুলোর ভিডিও ও তথ্য-প্রমাণের বিবরণ দেয়া হয়। ঘটনার শিকার ও সাক্ষীরা কী বলেছে তার বর্ণনা আসে রায়ে। এ ছাড়া আন্দোলনের সময় মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রকাশিত রিপোর্টের বিভিন্ন অংশ পড়ে শুনান ট্রাইব্যুনাল। এ ছাড়া, গণ-অভ্যুত্থান চলাকালে বিভিন্নজনের সঙ্গে শেখ হাসিনার টেলিফোনে কথোপকথনগুলো পড়ে শোনান ট্রাইব্যুনাল। এর মধ্যে ঢাকা উত্তরের সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস, সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক মাকসুদ কামালের সঙ্গে ফোনালাপ এর তথ্যও উল্লেখ করা হয় রায়ে।

যেসব অভিযোগে সাজা হলো: এই মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম বলেন, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ৫টি অভিযোগকে দুটি অভিযোগে ভাগ করে সাজা দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম অভিযোগটি ছিল- ২০২৪ সালের ১৪ই জুলাই গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনার উস্কানিমূলক বক্তব্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে আসাদুজ্জামান খান কামাল, চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ তৎকালীন সরকারের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্ররোচনা ও সহায়তায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা নিরীহ ছাত্র-জনতার ওপর ব্যাপক মাত্রায় ও পদ্ধতিগতভাবে হামলা চালায়। এছাড়া ২০২৪ সালের ১৬ই জুলাই রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ছাত্র আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি মাকসুদ কামালের সঙ্গে ফোনে শেখ হাসিনা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বলছিলেন, রাজাকার হতে চেয়েছে ওরা, তাই ওদের ফাঁসি দিয়ে দিবো। এ সব ঘটনায় আসামিদের প্ররোচনা, উস্কানি, সহায়তা, সম্পৃক্ততা, অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধে ব্যর্থতা, অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান না করা এবং ষড়যন্ত্র করার অপরাধ যা আসামিদের জ্ঞাতসারে ছিল বলে ট্রাইব্যুনালে প্রমাণিত হয়েছে। এতে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সুপিরিয়র কমান্ড রেসপনসিবিলিটি প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি বলেন, এই দু'টি অভিযোগকে একটি অভিযোগ হিসেবে কাউন্ট করে শেখ হাসিনাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেন। তিনি আরও বলেন, আসামিদের বিরুদ্ধে আনা সুনির্দিষ্ট ৫টি অভিযোগের মধ্যে দ্বিতীয় অভিযোগসহ মোট ৩টি অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এই ৩টি অভিযোগকে একটি অভিযোগ হিসেবে কাউন্ট করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। এ সব অভিযোগ হলো- আন্দোলনকারীদের দমনে হেলিকপ্টার, ড্রোন এবং প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া। এই নির্দেশনার কথা শেখ হাসিনা ঢাকা দক্ষিণ সিটির তৎকালীন মেয়র তাপসকে জানাচ্ছিলেন। এছাড়া সাবেক মন্ত্রী ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুর সঙ্গে কথোপকথনে হাসিনা আন্দোলনকারীদের দমনে ছত্রীসেনা নামানোসহ বিভিন্ন নির্দেশনার কথা জানাচ্ছিলেন। এছাড়া ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট ঢাকার চানখাঁরপুল এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে ছয়জন ছাত্র নিহত হন। একইদিনে আশুলিয়ায় ছয়জনকে গুলি করে হত্যা করা। পরে তাদের মধ্যে পাঁচজনের লাশ পুড়িয়ে দেয়া এবং এদের মধ্যে গুরুতর আহত একজনকে পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনায় হাসিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

রাজসাক্ষী চৌধুরী মামুনের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড: রাজসাক্ষী হওয়া সাবেক আইজিপি আবদুল্লাহ আল মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। রাজসাক্ষী হয়ে পুরোপুরি 'সত্য উন্মোচন'- করায় চৌধুরী মামুনের সাজাও কমেছে। গত সোমবার রায়ে ট্রাইব্যুনাল বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের অপরাধও প্রমাণিত হয়েছে। তবে, আদালত ও জাতির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। ঘটনার শিকার ও সাক্ষীরা ট্রাইব্যুনালে যেসব বর্ণনা দিয়েছেন, তা দেখে তিনি নিজে থেকেই রাজসাক্ষী হয়ে সত্য প্রকাশের কথা জানিয়ে ছিলেন। পরে, দোষ স্বীকার করে রাজসাক্ষী হয়ে ট্রাইব্যুনালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ায় তাকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। ট্রাইব্যুনাল বলেন, মামুনের ফাঁসির যোগ্য অপরাধ হলেও কম সাজা দেয়া হয় রাজসাক্ষী হয়ে তিনি সত্য উন্মোচন করেছেন। আসামিদের ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে: সোমবার প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম বলেন, এই মামলার আসামিদের ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে। আমাদের দেশে আপিলের মেয়াদ নির্ধারিত হয় তামাদি আইন দ্বারা। এই আইনেই বলে দেয়া আছে কোন মামলায় কত দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে। তিনি বলেন, তামাদি আইনের ৫ ধারায় বলা আছে, নির্ধারিত সময়ে আপিল করতে না পারলে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে তা আদালতে আবেদন করতে হবে। তখন আদালত দেরি মওকুফ করে আপিল করার সুযোগ দিতে পারে। কিন্তু আইসিটি আইনের মধ্যেই বলা আছে-৩০ দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে। এই রায়ের সার্টিফাইড কপি বের হওয়ার পরে আপিল করতে হবে। তবে পলাতক আসামিদের ক্ষেত্রে সে সুযোগ নাই। আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এটি তারা জানেন। তাই তাদের আত্মসমর্পণ না করে আপিল করার সুযোগ নাই।

সাবানার কঠোর নীতিতে অভিবাসীদের

আগমন ও আশ্রয়ের দাবির সংখ্যা কমানোর লক্ষ্যে সরকার আশ্রয়নীতিতে বড় ধরনের এ পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। পরিকল্পনা অনুযায়ী, আশ্রয় পাওয়া ব্যক্তিরা কেবল অস্থায়ীভাবে ব্রিটেনে দেশে থাকতে পারবেন। তাদের শরণার্থী মর্যাদা নির্দিষ্ট সময় পরপর পর্যালোচনা করা হবে। আর যাদের নিজেদের দেশকে নিরাপদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে, তাদেরকে ফিরে যেতে বলা হবে। বর্তমানে শরণার্থী মর্যাদা পাঁচ বছরের জন্য দেয়া হয়। এরপর স্থায়ী বসবাসের অনুমতির জন্য আবেদন করা যায়। এখন হোম সেক্রেটারী এই প্রাথমিক সময়সীমা পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে আড়াই বছর করতে চান।

হোম সেক্রেটারী সাবানা মাহমুদের নতুন এই নীতিতে অনুসরণ করা হবে ডেনমার্কের পদ্ধতি। আর এই আইন কার্যকর হলে যে ক্ষতির সম্মখীন হবেন এসাইলাম আবেদনকারীরা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, অনিশ্চিত হয়ে যাবে ২০০৫ সালে ইইউ আইনের মাধ্যমে প্রবর্তিত এসাইলাম আবেদনকারীদের হাউজিং এবং সাপ্তাহিক ভাতা প্রদান। যাদের যুক্তরাজ্যে কাজের অধিকার আছে এবং নিজেদের ভরণপোষণ করতে পারে, ডেনমার্ক সিস্টেম অনুযায়ী তারাও হাউজিং এবং ভাতা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। আইন ভঙ্গকারী এসাইলাম আবেদনকারীর এই ধরনের সহায়তা প্রত্যাহার করা হতে পারে। শরণার্থী মর্যাদা অস্থায়ী হয়ে যাবে এবং পর্যালোচনা সাপেক্ষে শরণার্থীদের তাদের নিজ দেশ নিরাপদ বলে বিবেচিত হওয়ার সাথে সাথেই স্বদেশে ফেরত পাঠানো হবে। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, শরণার্থীরা পাঁচ বছর পর অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকার আবেদন করতে পারেন এবং নাগরিকত্ব পেতে পারেন। নতুন নিয়মে স্থায়ী বসতি স্থাপনের জন্য শরণার্থীদের আবেদন করার জন্য অপেক্ষার সময় ২০ বছর পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে। নতুন নিয়মে হোমস ফর ইউক্রেন প্রকল্পের অনুরূপ মডেলে পৃথক শরণার্থীদের নিজের ঘরে এনে রাখার বা স্পন্সর করার সুযোগ রাখা হবে। নতুন নিয়মে বিচার কাজেও কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হতে পারে। ডেনমার্ক ৪০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন সংখ্যক আশ্রয় আবেদন কমিয়ে এনেছে এবং ৯৫ শতাংশ প্রত্যাখ্যাত এসাইলাম আবেদনকারীকে সফলভাবে সরিয়ে দিয়েছে। একই সাথে, ডেনমার্ক এখনও ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশনের স্বাক্ষরকারী দেশ। ডেনমার্কের পারিবারিক পুনর্মিলনের কঠোর নিয়মগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে যা পরবর্তীতে ব্রিটেনে প্রবর্তন হতে পারে।

হোম সেক্রেটারি সাবানা মাহমুদ সোমবার প্রকাশিত নীতিপত্রে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, যেসব পরিবারের আশ্রয় আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে সরকার এখন পর্যন্ত "প্রয়োজনীয় কঠোরতা" দেখাতে পারেনি।

নীতিপত্র অনুযায়ী, বর্তমানে বহু প্রত্যাখ্যাত আশ্রয়প্রার্থী পরিবার বছরের পর বছর যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছে এবং বিনামূল্যে আবাসন ও আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে। এ অবস্থার পরিবর্তনে সরকার প্রথম ধাপে প্রত্যাখ্যাত পরিবারগুলোকে নিজ দেশে ফেরত যেতে আর্থিক সহায়তা দেবে। কিন্তু তারা সহায়তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে 'এনফোর্সড রিটার্ন' বা জোরপূর্বক ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

সরকার জানিয়েছে, শিগগিরই একটি আনুষ্ঠানিক পরামর্শ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে যেখানে সন্তানসহ পরিবার ফেরত পাঠানোর বাস্তবায়ন কাঠামো নিয়ে মতামত নেওয়া হবে। পাশাপাশি সরকার ২০১৬ সালের ইমিগ্রেশন অ্যাক্টের সেই ধারাগুলো চালুর বিষয়ও বিবেচনা করছে, যা দেশে ফিরে যাওয়ার প্রকৃত বাধা না থাকা পরিবারগুলোর আর্থিক সহায়তা বন্ধ করার সুযোগ দেয়।

সাবানা মাহমুদের ভাষ্য অনুযায়ী, দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে সরকার আগের তুলনায় "আরও কঠোর ও বাস্তববাদী" অবস্থান নেবে এবং এমন পরিবারগুলোকেও ফেরত পাঠানো হবে যাদের নিরাপদ নিজ দেশ রয়েছে কিন্তু এতদিন পাঠানো হয়নি। এটি স্টার্মার সরকারের আশ্রয়নীতি কঠোর করার সংকেত হিসেবে দেখা হচ্ছে।

নতুন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সরকারের আরও লক্ষ্য আশ্রয়প্রার্থীদের স্বেচ্ছায় দেশে ফেরত যেতে উৎসাহিত করা। বর্তমানে প্রত্যাখ্যাত আবেদনকারীরা যুক্তরাজ্য ত্যাগের জন্য সর্বোচ্চ ৩,০০০ পাউন্ড পায়। নীতিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যক্তিগত পরিস্থিতি অনুযায়ী পুরো প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে আর্থিক প্যাকেজ প্রদান অব্যাহত থাকবে এবং বাড়তি প্রণোদনার পরীক্ষামূলক প্রয়োগও হবে। সহযোগিতা না করলে শেষ পর্যন্ত জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো হবে।

এমন সিদ্ধান্তে শরণার্থী অধিকার সংস্থাগুলো এবং লেবার পার্টির একটি অংশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তারা বলেছে, শিশু-সম্বলিত পরিবার থেকে আর্থিক সহায়তা বন্ধ করা মানবিক সংকট তৈরি করতে পারে। তবে সরকার বলছে, ব্যয়-সংকট মোকাবিলা ও আশ্রয় ব্যবস্থা শৃঙ্খলিত করতেই এই পদক্ষেপ প্রয়োজন।

সাবানা মাহমুদ জানিয়েছেন, অবৈধভাবে যুক্তরাজ্যে প্রবেশকারীদের জন্য স্থায়ী বসবাস পেতে অপেক্ষার সময় বাড়িয়ে ২০ বছর করা হবে। যদিও এটি শুধু নতুন আগতদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তার দাবি, অবৈধ অভিবাসন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে এবং বৈধ অভিবাসীদের প্রতি মানুষের আস্থা কমিয়ে দিচ্ছে।

এদিকে, সমালোচনা করে শ্যাডো হোম সেক্রেটারি ক্রিস ফিলপ বলেন, এগুলো "সঠিক দিকের ছোট পদক্ষেপ", কিন্তু সরকারের আরও কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োজন। তিনি অবৈধ অভিবাসনের ক্ষেত্রে "শূন্য সহনশীলতা" এবং বৈধ অভিবাসনেও কোটার দাবী জানান।

লিবারেল ডেমোক্র্যাট নেতা এড ডেভি সতর্ক করে বলেন, সরকার যদি ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, তবে প্রকৃত শরণার্থীরা কাজ, ব্যবসা ও ট্যাক্সে মাধ্যমে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে যে অবদান রাখে, তা বাধাগ্রস্ত হবে। এটি দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর হতে পারে।

রিফিউজি কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী এনভার সলোমন বলেন, এই নীতি শিশু ও তরুণদের জন্য "বিধ্বংসী" হতে পারে। তার মতে, স্কুলে পড়ুয়া, সমাজে মানিয়ে নেওয়া বাচ্চাদের হঠাৎ উপড়ে ফেলা মানসিকভাবে মারাত্মক আঘাত সৃষ্টি করবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও ক্যারিয়ার ঝুঁকিতে ফেলবে।

ফ্রিডম ফ্রম টর্চারের সাইল রেনল্ডস পরিবার পুনর্মিলন নীতিতে কঠোরতার সমালোচনা করে বলেন, এটি শরণার্থীদের ওপর অমানবিক চাপ সৃষ্টি করবে। যুদ্ধ ও নির্যাতন থেকে পালানো মানুষদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা মানবিক নীতির পরিপন্থী।

এদিকে হোম অফিস জানিয়েছে, অবৈধভাবে আগতদের বয়স নির্ধারণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করা হবে। মুখের ছবি বিশ্লেষণে বয়স অনুমান করার এই প্রযুক্তি "কম খরচে বেশি নির্ভুল" যদিও মানবাধিকার সংস্থাগুলো আশঙ্কা করছে, ভুল মূল্যায়নে শিশুদের প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে ধরে নেওয়া হলে তারা গুরুতর ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

বর্তমানে যুক্তরাজ্যে আশ্রয় সহায়তা পাচ্ছেন প্রায় ১ লাখের উপর মানুষ, যার মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এখনো হোটেলে থাকছেন। লেবার সরকার ২০২৯ সালের মধ্যে হোটেল ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ডেনমার্কে কেন্দ্র-বাম সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের নেতৃত্বাধীন সরকার ইউরোপের অন্যতম কঠোর আশ্রয় ও অভিবাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে আসছে। ডেনমার্কে শরণার্থীদের সাধারণত দুই বছরের অস্থায়ী আবাসনের অনুমতি দেয়া হয়। মেয়াদ শেষ হলে কার্যত তাদের আবার আশ্রয়ের আবেদন করতে হয়। আর সাবান মাহমুদের এই নতুন নীতি লেবার পার্টির কিছু এমপির বিরোধিতার মুখে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অভিবাসী ঢলের বর্তমান চিত্র : যুক্তরাজ্যের জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের (ওএনএস) তথ্য অনুযায়ী, ২০১১ সাল থেকে প্রতি বছর দুই থেকে তিন লাখ অভিবাসী আশ্রয় নিয়েছেন। তবে ২০২০ সালে ব্রেক্সিট কার্যকরের পর নথিহীন অভিবাসীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। ২০২৩ সালের জুনের হিসাব অনুযায়ী, নিট অভিবাসীর সংখ্যা ছিল ৯ লাখ ৬ হাজার। প্রবেশকারী থেকে ছেড়ে যাওয়ার সংখ্যা বিয়োগ করে এমন পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।

তবে সাম্প্রতিক হিসাব এক ভিন্ন চিত্র তুলে ধরছে। ২০২৪ সালে নিট অভিবাসী অর্ধেকেরও বেশি কমে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৩১ হাজারে। এর মূল কারণ হলো গত বছর স্বাস্থ্যখাত ও শিক্ষার্থী ভিসার সংখ্যা কমিয়ে আনা।

অপরদিকে, সাগর পথে যাওয়া অভিবাসীর সংখ্যা খুবই কম। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, ছোট নৌকায় করে যুক্তরাজ্যে যাওয়া অভিবাসীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৬ হাজার ৮১৬ জন। গত বছর ১ লাখ ৮ হাজার ১৩৮ জন আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছিলেন। তাদের মধ্যে নৌকায় করে যাওয়া শরণার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র এক তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ, বেশিরভাগ আশ্রয় প্রার্থীরা বৈধ ও নিয়মিত চ্যানেলের মাধ্যমে আবেদন করেছিল (কিছু ছিল আগে থেকেই অবস্থানকারী পরিবারের সদস্য)।

বাংলাদেশীদের জন্য ভিসানীতিতে বাড়ছে

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, থাই দূতাবাসে দালাল ধরলে সহজেই ভিসা মেলে। তার মানে দূতাবাসের লোকজনের সাথে দালালদের একটা আঁতাত আছে। এখানেও রয়েছে টাকার খেলা। ভুক্তভোগী একজন ট্রাভেল এজেন্সির মালিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, থাই দূতাবাসে একাধিক দালালচক্র সক্রিয়। দালাল না ধরে প্রথমবার আবেদন করলে সেই ভিসা বাতিল করা হয়-এটা এখন প্রমাণিত শর্ত। এতে করে মানুষের আগ্রহ যেমন কমছে, ট্রাভেল ব্যবসায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সূত্র জানায়, থাই দূতাবাস পর্যটন ভিসায় ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ভ্রমণ ব্যয়ের প্রমাণ এবং যাতায়াতের ইতিহাস যাচাই শুরু করেছে। নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি প্রবেশ-বহির্গমন থাকলে সন্দেহজনক হিসেবে পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে। বাড়ানো হয়েছে ভিসা-ফিও। তবে থাই দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা দাবি করেন, ওভারস্টে অপরাধে জড়িত পর্যটকদের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নেপালও আগে সহজে ভিসা দিত। এখন তারাও কঠোর হয়েছে। আর মিসর, ব্রুনাই, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, আরব আমিরাত, ওমান, কুয়েত, কাতার, উজবেকিস্তান, ভারত, বাহরাইন, সিঙ্গাপুরসহ ইউরোপ ও আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশ ভিসা দিচ্ছে না বললেই চলে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়াও ভিসার সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে। এতে করে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা কমেছে। অন্যদিকে, মুসলিম দেশ মালয়েশিয়ায় ভ্রমণ ভিসায় নজিরবিহীন বাধা সৃষ্টি করছে। মালয়োশিয়ায় বাংলাদেশিদের ট্যুরিস্ট ই-ভিসা এখনো বন্ধ। বিমানবন্দরে প্রবেশ বাতিলের ঘটনাও বেড়েছে। ভ্রমণ ভিসায় আসা যাত্রীরা কর্মসংস্থানের চেষ্টা করলে সরাসরি নির্বাসন দেওয়া হচ্ছে। দূতাবাস কর্তৃপক্ষ জানায়, জাল ভিসা চক্রের কারণে দূতাবাস নতুন যাচাই পদ্ধতি চালু করেছে।

অপরদিকে, ভিয়েতনামে ভ্রমণ ভিসায় এখন বাধ্যতামূলক স্পনসরপত্র, হোটেল বুকিং নিশ্চিতকরণ ও ব্যাংক সলভেন্সি। ভিসা ছাড় না থাকায় বাড়ছে সময় ও খরচ। এ ছাড়া 'ভিসা অন অ্যারাইভাল' এখন সীমিত কিছু ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সউদী আরব ভিজিট ও শ্রমিক ভিসায় বাড়তি যাচাই চালু করেছে। স্পন্সর না থাকলে ভিসা অনুমোদনের সম্ভাবনা কমছে। নতুন করে ওভারস্টে করলে তাৎক্ষণিক মামলা ও আটক হচ্ছে।

ভুক্তভোগীদের মতে, ভিসা জটিলতায় বিদেশগামী শ্রমিক পাঠানো ব্যাহত হচ্ছে। পর্যটন ব্যবসা ক্ষতির পাশাপাশি ভিসা প্রক্রিয়ায় সময় ও খরচ বাড়বে। বিদেশে বাংলাদেশিদের ভাবমর্যাদা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছর অক্টোবর থেকে এই নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় এক বছরের বেশি সময় আমার এর পেছনে চলে গেছে। তবু বিদেশে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী একজন শিক্ষার্থী ভিসা পাননি। শুধু শিক্ষার্থী ভিসাই না, বহু দেশ ঘোরা ব্যক্তি কিংবা কাজের জন্য শ্রমিক ভিসাও সহজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠছে। এমনকি ভিয়েতনাম কিংবা ইন্দোনেশিয়ার মতো যে দেশগুলো থেকে সহজেই ভিসা পাওয়া যেত এতদিন, তারাও অনেক ক্ষেত্রে ভিসা দিচ্ছে না বলে জানাচ্ছেন খাত-সংশ্লিষ্টরা। অথচ ভারতের পর্যটন ভিসা ছাড়া কার্যত কোনো দেশ থেকেই বাংলাদেশের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা নেই। বিশ্লেষকরা বলছেন, ভিসার অপব্যবহার করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। ফলে কমেছে বিশ্বাসযোগ্যতা। এছাড়াও দেশের বাইরে রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের প্রকাশ্য বিবাদে জড়ানোর কারণেও নষ্ট হচ্ছে দেশের ভাবমর্যাদা। এক্ষেত্রে পাসপোর্টের র‍্যাংকিংয়ে নিচে নেমে যাওয়াও একটি ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে বলেও মনে করছেন অনেকে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সবার আগে দেশের ভেতরে দৃশ্যমান উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলছেন বিশ্লেষকরা। একই সাথে কূটনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানেরও পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা না থাকার পরও বাংলাদেশিদের ভিসা দিচ্ছে না বেশ কয়েকটি দেশ। বিদেশে পড়তে, কাজ করতে কিংবা বেড়াতে যেতে আগ্রহীদের অনেকেই জানিয়েছেন এমন অভিযোগ। একই সমস্যার কথা জানিয়ে পর্যটন খাত সংশ্লিষ্টরাও বলছেন, দেশগুলো ভ্রমণসহ অনেক ধরনের ভিসা দিচ্ছে না।

এ প্রসঙ্গে টোয়াব-এর সভাপতি মো. রাফেউজ্জামান বলেন, ভারত, আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন, ওমান, উজবেকিস্তান, সউদী আরব, ভিয়েতনাম- এসব দেশ আমাদের ভিসা দিচ্ছে না। শুধু তাই নয়, থাইল্যান্ডের ভিসা অনেক বেশি সময় নেয়। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার ভিসার রেশিও কম। ফিলিপাইন অনেক বেশি সময় নেয়। ইন্দোনেশিয়ার ভিসা ফি অনেক। এমনকি অ্যারাইভাল ভিসা দেওয়া শ্রীলঙ্কার ইলেক্ট্রনিক ভিসা হতেও সময় নিচ্ছে দুই-তিন দিন।

২০২৪ সালের পাঁচ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর টালমাটাল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশিদের জন্য পর্যটন ভিসা বন্ধ করে দেয় ভারত।

দেশটির এই সিদ্ধান্তকে অনেকটা রাজনৈতিক হিসেবে দেখা হলেও ঘোষণা ছাড়াই ইউরোপ, আমেরিকাসহ এশিয়ার অনেক দেশ থেকে সব ধরনের ভিসা পাওয়াই কঠিন হয়ে উঠেছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। পর্যটন ব্যবসায়ীরা বলছেন, এতগুলো দেশের ভিসা নিয়ে এমন জটিলতা খুব বেশিদিনের না। এ নিয়ে পর্যটন ব্যবসায়ী মহিউদ্দিন সেলিম জানান, যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছরই বাংলাদেশিদের জন্য পাঁচ থেকে ছয় লাখ ভি১, ভি২ ভিসা দিয়ে থাকে। কিন্তু এই বছর দেশটির দূতাবাস "মনে হয় না দুই লাখের বেশি ভিসা দিয়েছে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া বা কানাডা কিন্তু ২০২৩-২৪ সালে আমাদের অনেক ভিসা দিয়েছে- পাসপোর্টের মেয়াদ যতদিন, ততদিন পর্যন্ত দিয়েছে। কিন্তু এ বছর কিন্তু কোনো ভিসা দিচ্ছে না।

ভিসা জটিলতার কারণ হিসেবে অনেকেই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে কারণ হিসেবে মনে করলেও বিশ্লেষকরা বলছেন, এর মূল আরো গভীরে। তাদের মতে, অনিয়মিত পথে বাংলাদেশিদের বিভিন্ন দেশে ঢোকার প্রবণতা, আর তা করতে সহজলভ্য দেশের ভিসা নিয়ে অন্য দেশে পাড়ি জমানোর ঘটনা দেশগুলোর প্রশাসনের চোখে পড়েছে।

সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির বলেন, ভিসা পাওয়ার সুযোগে বা এটাকে অপব্যবহার করে অনেকে কিন্তু অনিয়মিতভাবেও যাচ্ছে। এবং সে প্রবণতার কারণেই আমার ধারণা যে দেশগুলোতে খুব বেশি অভিবাসনবিরোধী বাতাবরণ নেই সেই দেশগুলোও কিন্তু এখন সতর্ক হচ্ছে। যেমন ধরুন ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড। এমনকি কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ভ্রমণ ভিসায় বিদেশে লোক পাঠিয়ে শ্রমিক ভিসায় রূপান্তর করেন বলেও অভিযোগ আছে। আবার প্রতিবেশী দেশ থেকে বাংলাদেশের ওপর আরোপ করা ভিসা নিয়ন্ত্রণের কারণে ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু দেশ আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করছে বলেও মনে করছেন কেউ কেউ। যার কারণে অল্প সংখ্যক মানুষের 'অনিয়মিত' বা আইন বহির্ভূত কাজে যুক্ত থাকার ফল অনেক বেশি সংখ্যক মানুষকে ভোগ করতে হচ্ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। একই সাথে সেসব দেশে গিয়ে প্রকাশ্যে কোন্দল বা বিবাদে জড়ানোর ঘটনাও দেশের ভাবমর্যাদায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, যার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে নানা দেশের ভিসা জটিলতায়।

ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে পাসপোর্টের র‍্যাংকিংয়ের বিষয়টিও আলোচনায় আসে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক নাগরিকত্ব ও পরিকল্পনা-বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের তথ্যমতে, দুর্বলতম পাসপোর্টের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। বিশ্বের ৩৮টি দেশে ভিসা ছাড়াই ভ্রমণের সুযোগ আছে বাংলাদেশের নাগরিকদের। এই তালিকার বেশিরভাগ দেশই আফ্রিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের, যেখানে বাংলাদেশিদের যাতায়াতের প্রবণতাও কম। এছাড়াও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় অবৈধ অভিবাসনের সুযোগ খোঁজার প্রবণতা বেড়েছে।

গত বছর ডিসেম্বরে ভারতের ভিসা সীমিত থাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর ভিসা সেন্টার দিল্লি থেকে অন্য দেশে সরাতে কূটনীতিকদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। তিন মাস পর মার্চ মাসে ঢাকা থেকেই নয়টি দেশের ভিসা প্রক্রিয়া শুরু হয়, কিন্তু সেই দেশগুলো থেকেও ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা যাচ্ছে। কয়েক মাস আগে সংবাদমাধ্যমে ভিসা জটিলতার কথা স্বীকার করেন পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। দায়ী করেন, বাংলাদেশিদের কর্মকা-কে। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সরকারকে এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যাচ্ছে না। বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতের ভ্রমণ ভিসার ক্ষেত্রে জটিলতার বিষয়টি পুরোপুরি রাজনৈতিক। সেক্ষেত্রে নির্বাচিত সরকার না আসা পর্যন্ত পরিস্থিতি বদলানোর সুযোগ নেই। তবে ভারত ছাড়া অন্য দেশগুলোতে কূটনৈতিকভাবে উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ আছে। সেক্ষেত্রে অসৎ উপায়ে যারা দেশের বাইরে লোক পাঠাচ্ছেন কিংবা যারা যাচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির।

বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিদের ভিজিট ভিসা ইস্যু সঙ্কুচিত হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বায়রার সাবেক মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী রাতে বলেন, অনেকেই ভিজিট ভিসায় বিদেশে গিয়ে চাকরির সন্ধান করায় ভিজিট ভিসায় কড়াকড়ি শুরু হচ্ছে। তিনি বলেন, বন্ধ শ্রমবাজারগুলো খুলে দেয়ার জন্য সর্বস্তর থেকে বাস্তবমুখী উদ্যোগ নিতে হবে। যেহেতু স্বাভাবিকভাবে অধিকাংশ দেশের চাকরি ভিসা বন্ধ। সেক্ষেত্রে অনেকেই নানাভাবে ভিজিট ভিসায় বিদেশে যাওয়ার প্রবণতাও বাড়ছে। তিনি বলেন, বৈধভাবে বিদেশের শ্রমবাজার উন্মুক্ত হলে ভিজিট ভিসায় বিদেশে যাওয়ার সংখ্যাও হ্রাস পাবে। তাহলেই বাংলাদেশের ইমেজ ফিরে আসবে এবং যোগ্য ভিজিট ভিসার প্রার্থীরা বঞ্চিত হবেন না।

জমকালো আয়োজনে ব্রিটিশ বাংলাদেশী

আয়োজন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য করেন ব্যারোনেস পলা উদ্দিন, চ্যানেল এস চেয়ারম্যান মাহি ফেরদৌস জলিল এবং সম্পাদক আব্দুল করিম গনি। ব্যারিস্টার আনোয়ার বাবুল মিয়া এবং নাদিয়া আলীর যৌথ উপস্থাপনায় অ্যাওয়ার্ড বিতরণ করেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ। এবারের পুরুস্কৃত ব্যক্তিবর্গ হলে, হসপিটালিটি সেক্টরে শাহেদ আহমেদ, লিগাল সেক্টরে ব্যারিস্টার মোহম্মদ কামরুল হাসান, মেডিসিন সেক্টরে ড. রিফাত মজুমদার, চ্যারিটি সেক্টরে মোঃ আফরোজ মিয়া, আর্থিক সেক্টরে মোহাম্মদ হারুন মিয়াঃ সমাজসেবায় আব্দুস সামাদ, রাজনীতিতে নাদিয়া শাহ প্রমুখ। ডাঃ রিফাত এইচ মজুমদার এমন একটি নাম যা চিকিৎসা সম্প্রদায়ে অধ্যবসায়, উৎসাহ এবং অনন্য দক্ষতার সাথে প্রতিধ্বনিত হয়। একজন তরুণ এবং প্রতিভাবান কনসালট্যান্ট রিউমাটোলজিস্ট এবং অ্যাকিউট ফিজিশিয়ান হিসেবে, তিনি রিউমাটোলজি এবং মেডিসিনের ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছেন, রোগীর যত্ন, চিকিৎসা শিক্ষা এবং ক্লিনিক্যাল গবেষণার একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলাদেশের হবিগঞ্জে জন্মগ্রহণকারী ডাঃ মজুমদার মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এবং ঢাকা কলেজে পড়াশোনা করেছেন। ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে তার শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল। তিনি সৌদি আরবের ন্যাশনাল আর্ম ফোর্সেস হসপিটাল এবং ব্রুনাইয়ের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন।

তিনি ২০১৪ সালে লন্ডনের এমআরসিপি (রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস-এর সদস্য) সম্পন্ন করেন। ২০১৬ সালে যুক্তরাজ্যে অভিবাসন করে, ডাঃ মজুমদার মিড এসেক্স হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল ফেলো হিসেবে কাজ করেন। তার অসাধারণ কৃতিত্ব এবং অটোইমিউন পেশীবহুল রোগের প্রতি তীব্র আগ্রহ তাকে সম্মানিত পূর্ব ইংল্যান্ড ডিনারিতে রিউমাটোলজি এবং ইন্টার্নাল মেডিসিনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে স্থান নিশ্চিত করার একটি বিরল সুযোগ অর্জনের সুযোগ করে দেয়। তিনি তার সময়ের সেরা প্রশিক্ষণার্থীদের একজন ছিলেন এবং নির্ধারিত সময়সীমার অনেক আগেই প্রয়োজনীয় সমস্ত দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং ছয় মাস আগে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত হন।

জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান, যিনি এমকিউ হাসান নামে পরিচিত, একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং সম্মানিত ব্যারিস্টার এবং সলিসিটর, যিনি যুক্তরাজ্যের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আইন সংস্থা এমকিউ হাসান সলিসিটরসের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান সলিসিটর। যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশ উভয় ক্ষেত্রেই ৩০ বছরেরও বেশি আইনি অভিজ্ঞতার সাথে, জনাব হাসানের বিশিষ্ট কর্মজীবন তার বিশাল দক্ষতা এবং আইন অনুশীলনের প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। জনাব হাসান বাংলাদেশের যশোরের একটি অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেখানে তার বাবা, প্রয়াত অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবুল হোসেন, যশোর জেলা বারের একজন অত্যন্ত সম্মানিত আইনজীবী ছিলেন এবং তার উত্তরাধিকার তার অতীত পরিবেশ এবং মিঃ হাসানকে আজও অনুপ্রাণিত করে। তার শ্যালক, আহসানুল করিম, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট, যা দেশের শীর্ষস্থানীয় আইনি সংস্থাগুলির মধ্যে একটি হিসাবে ব্যাপকভাবে বিবেচিত। খুব ছোটবেলা থেকেই, জনাব হাসান একজন আইনজীবী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন যা তার বাবার সততা, পরিশ্রম এবং ন্যায়বিচারের প্রতি নিষ্ঠার জন্য সম্মানিত খ্যাতির সাথে গভীরভাবে অনুরণিত হয়েছিল।

ক্ষেত্র: আতিথেয়তা ও রিয়েল এস্টেট একজন সফল ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তা, শাহেদ আহমেদ ছোটবেলা থেকেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে স্পষ্ট ছিলেন। বাংলাদেশের সিলেটের বিয়ানীবাজারের শ্রীধোরা গ্রামে জন্মগ্রহণকারী শাহেদ আহমেদ খুব অল্প বয়সেই রিয়েল এস্টেটে তার যাত্রা শুরু করেছিলেন। ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে, তিনি তার প্রথম রিয়েল এস্টেট ব্যবসা, রিলাক্স প্রপার্টি, প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার সম্পত্তির ব্যবসা বাংলাদেশে স্থানান্তর করেন। তিনি শাহজালাল ডেভেলপার লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্তমানে এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশের সিলেটে অবস্থিত ল্যান্ডমার্ক শাহজালাল টাওয়ারেরও মালিক। এছাড়াও, তিনি সিলেটের উইন্ডসর হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টের একজন পরিচালক। তার উদ্যোক্তা মনোভাবের উপর ভিত্তি করে, জনাব আহমেদ আতিথেয়তা খাতে সম্প্রসারণ করেন। লিটল ভেনিস অফ উইন্ডসর এবং তাজ্জা রেস্তোরাঁর মতো জনপ্রিয় রেস্তোরাঁর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর, তিনি গ্র্যান্ড রসোই গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন, যার মধ্যে রয়েছে জি রসোই ক্যাটারিং, গ্র্যান্ড রসোই রেস্তোরাঁ এবং গ্র্যান্ড রসোই ফুড। বর্তমানে, তিনি দ্য মিটেরিটিমের একজন পরিচালক।

দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম

আসা তিনজন সন্ত্রাসী মাথায় হেলমেট পরে সরাসরি ওই দোকানে প্রবেশ করে। তাদের সবার হাতেই ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাত্র ১০ সেকেন্ডে কিবরিয়াকে খুব কাছ থেকে মাথা, বুক এবং পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে উপর্যুপরি সাত রাউন্ড গুলি ছোড়ে পালিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন কিবরিয়া। তখনো সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে। এক পর্যায়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় আশপাশে থাকা লোকজন এক ব্যক্তিকে আটক করে। এ ছাড়া পালানোর সময় দ্রুত রিকশা না চালানোয় চালককেও গুলি করে তারা। গুলিবিদ্ধ কিবরিয়াকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ আটক ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তবে কী কারণে ওই নেতাকে হত্যা করা হয়েছে সেটি এখনো খোলাসা করছে না পুলিশ। হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা বাকি দুজনকে গ্রেপ্তারের পর রহস্য জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। যদিও নিহতের স্বজনরা জানিয়েছেন, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে হত্যা করেছে। গত ১১ই নভেম্বর পুরান ঢাকায় প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয় সন্ত্রাসী তারিক সাঈদ মামুনকে। আদালত পাড়ায় মামুনকে হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ায় বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ হত্যায় ব্যবহৃত সেই আগ্নেয়াস্ত্রসহ পাঁচ আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে। অন্যদিকে মামুন হত্যার ঘটনায় একে একে বেরিয়ে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ডাব খাওয়ানোর কথা বলে মামুনকে হাসপাতালের গেটে ডেকে আনে আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী কামাল। জেল থেকে বের হয়ে গত ছয় মাস ধরে মামুনের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে এই কামাল। হত্যায় ব্যবহার করা দু'টি পিস্তল কেনা হয় পাঁচ লাখ টাকায়।

দেশ জুড়ে বেশ কয়েকটি গুলি করে হত্যার ঘটনার পর দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বিষয়টি সামনে এসেছে। পুলিশের তরফ থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকার কথা বলা হলেও বাস্তবতার সঙ্গে কোনো মিল নাই। কারণ অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যখন দেশে অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি বেড়ে যায় ঠিক তখনই অস্ত্র ব্যবহার করে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। সাম্প্রতিক সময়ের বেশ কিছু ঘটনায় তারই আলামত পাওয়া যাচ্ছে। গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ভেঙে পড়া পুলিশের দুর্বলতায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি শুরু হয়। যা গত ১৫ মাসেও স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসেনি। পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেও নানা কারণে সেটি সম্ভব হচ্ছে না। গণ-অভ্যুত্থানের পর থানা থেকে লুট হওয়া হাজারের উপরে অস্ত্র এখনো উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। এগুলোর মধ্যে মারাত্মক মারণাস্ত্রও রয়েছে। এক বছরের বেশি সময় ধরে নানা উদ্যোগ, অভিযান পরিচালনা করেও এসব অস্ত্র উদ্ধার হয়নি। শেষতক লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে পুরস্কার ঘোষণা করে সরকার। তবুও কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না। ইতিমধ্যে সরকারি এসব অস্ত্র দিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।

পুলিশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গণ-অভ্যুত্থানের সময় সারা দেশের থানা ও কারাগার থেকে পাঁচ হাজার ৭৫০টি অস্ত্র লুট হয়েছিল। এর মধ্যে চার হাজার ৪০৮টি অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হয়নি ১ হাজার ৩৪২টি অস্ত্র। লুট হওয়া অস্ত্রের মধ্যে এসএমজি, অ্যাসল্ট রাইফেল, স্নাইপার রাইফেল ও এলএমজি'র মতো মারণাস্ত্র রয়েছে। শুধু অস্ত্র নয়, ওই সময় অস্ত্রের সঙ্গে গোলাবারুদও লুট হয়েছিল। সেগুলো পুরোপুরি উদ্ধার করা যায়নি। এসব অস্ত্র উদ্ধার না হওয়ায় নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়েছে কয়েকগুণ। একদিকে এসব অস্ত্র ব্যবহার করে মানুষ হত্যার ঝুঁকি রয়েছে। অন্যদিকে এসব অস্ত্র হাত বদল হয়ে চলে গেছে সন্ত্রাসী, চরমপন্থি, উগ্রবাদী, জঙ্গি, জেল পলাতক সন্ত্রাসীদের কাছে। তাই গোয়েন্দারাও এসব অস্ত্রের হদিস পাচ্ছেন না। এতে করে শঙ্কা রয়ে যায় কোথায়, কখন এসব অস্ত্র ব্যবহার হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলেছে, আগামী মাসের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা বলছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলো মাঠ গোছাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন। কিছু কিছু দল তাদের প্রার্থীও নির্বাচন করেছে। পোস্টার লাগিয়ে প্রচার- প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। নির্বাচন ঘিরে দলগুলোর তৎপরতা বাড়ায় মাঠে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বও মাথাচাড়া দিচ্ছে।

১৫ই নভেম্বর লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জের পশ্চিম লতিফপুর এলাকায় ওয়ার্ড বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক আবুল কালামকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহতের স্ত্রী এ হত্যাকাণ্ডের জন্য ছাত্রদলের এক কর্মীকে দায়ী করেছেন। পুলিশ ও নিহতের স্বজনদের ধারণা, আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্বে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তার স্ত্রী বলেছেন, কামালের সঙ্গে ছাত্রদল কর্মী কাউছার হোসেন ওরফে ছোট কাউছারের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ ছিল। এর জের ধরে কাউছারের লোকজন তার স্বামী কালামকে খুন করেছে। গত মাসে চট্টগ্রামে চলন্ত প্রাইভেট কার থামিয়ে প্রকাশ্যে দিন-দুপুরে বিএনপি সমর্থিত এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু নিহত এই ব্যক্তি বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতা ও রাউজানের সাবেক এমপি গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ। এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে উপজেলা বিএনপি'র দলীয় কোন্দল সামনে এসেছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্রগুলো বলছে, দেশের অরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে পার্শ্ববর্তী দুই দেশ থেকে অস্ত্র ঢুকছে। সীমান্তের অন্তত ১৮ থেকে ৩০টি পয়েন্ট দিয়ে দেশে আগ্নেয়াস্ত্র প্রবেশ করে। অস্ত্র চোরাচালানিরা একই রুট ব্যবহার করে দীর্ঘদিন অস্ত্রের চালান নিয়ে আসে না। কারণ ওই রুটে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারি বেড়ে যায়। তাই তারা সুযোগ সুবিধামতো রুট পরিবর্তন করে। আর চোরাচালানের ক্ষেত্রে কারবারিরা নতুন নতুন কৌশলও নেয়। এতে করে সংশ্লিষ্টদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সহজেই চালান নিয়ে আসে দেশে। গোয়েন্দাদের মতে, দেশের সীমান্তের যেসব জেলা দিয়ে অস্ত্রের চালান আসে তার মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, যশোর, কুমিল্লা, কক্সবাজার সীমান্ত দিয়ে বেশি অস্ত্র আসে। পাহাড়ি অঞ্চল আর সাগরপথ দিয়েও অস্ত্র আনা হয়। বিভিন্ন পণ্যের আড়ালে এসব পণ্য নিয়ে আসার জন্য দুই প্রান্তেই লোক নিয়োগ করা থাকে। জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে দেশে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র আনা হচ্ছে- এমন তথ্যের পর সীমান্তে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। তবুও অস্ত্র ঢুকছে দেশে। চালান দেশে প্রবেশের পরপরই চলে যাচ্ছে অপরাধী, সন্ত্রাসী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কাছে। অবৈধ অস্ত্র প্রবেশের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা পাওয়ার পর বিজিবিও সীমান্তে আগের চেয়ে আরও বেশি নজরদারি বাড়িয়েছে।

সম্প্রতি এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের ২৭১ কিলোমিটারের সাতটি পথে পাচারকারীরা অস্ত্র আনছে। এসব পথের পয়েন্টগুলোর মধ্যে রয়েছে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের বাইশফাঁড়ি, ঘুমধুম পয়েন্টের বালুখালী কাস্টমস ঘাট ও উখিয়ার পালংখালী এবং হোয়াইক্যং ইউনিয়নের নলবুনিয়া। বাইশফাঁড়ি এলাকার পথ দুর্গম, গহিন ও পাহাড়ি। এখানকার চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা নৃগোষ্ঠীর লোকজনও অস্ত্র পাচারে জড়িত রয়েছে। এই স্থান দিয়ে বেশির ভাগ অস্ত্র যায় তিন পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্যে থাকা সন্ত্রাসীদের কাছে। অন্য দু'টি পয়েন্ট দিয়ে আনা অস্ত্র যায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে। এ ছাড়া নাফ নদ দিয়ে হোয়াইক্যং ইউনিয়নের উনচিপ্রাং, উলুবুনিয়া ও টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের লেদা-দমদমিয়া-জাদিমুরা-নয়াপড়া এবং টেকনাফ সদর ইউনিয়নের বরইতলী খাল দিয়ে আনা হয় অস্ত্র। রোহিঙ্গারাই এসব চোরাই পথের বিভিন্ন স্থান দিয়ে পাচার করে থাকে অস্ত্র। মিয়ানমার সীমান্ত থেকে দেশে অস্ত্র পাচারে সক্রিয় রয়েছে পাঁচটি চক্র। এ ছাড়াও খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের অরণ্যে থাকা সন্ত্রাসীদের গ্রুপ অস্ত্র চোরাচালান করে থাকে।

পবিত্র কোরআনে পরকালের জীবন

আবদুর রহমান তাশরীফ

আখিরাতের জীবন পবিত্র কোরআনের একটি মৌলিক আলোচ্য বিষয়। আখিরাত বলতে মৃত্যু-পরবর্তী অনন্তকালের জীবনকে বোঝায়। মানুষের মৃত্যু, কবর, কিয়ামত, হাশর, হিসাব, জান্নাত-জাহান্নামের মতো সব বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের সৃষ্টি ও জীবনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে আখিরাত গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের কৃতকর্ম ও কর্মফলের সঙ্গেও আখিরাত সম্পর্কিত।

মানুষের পরিণাম সম্পর্কে কোরআনে খুব গভীরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অনিবার্য মৃত্যুর কথা তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমাদের সবাইকে তোমাদের কর্মের পুরোপুরি প্রতিদান কেবল কিয়ামতের দিনই দেওয়া হবে।

অতঃপর যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম হবে আর জান্নাতের বিপরীতে এই পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই না।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৫)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই, যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৭৮)

পবিত্র কোরআনে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই মানুষের জীবন শেষ হয়ে যাবে না, মানুষের সামনে মৃত্যুর পর আছে এক চিরস্থায়ী জীবন, যে জীবন জবাবদিহির জীবন, যে জীবন মানুষের সব কর্ম ও আচরণের প্রতিদানের জীবন। মহান আল্লাহ বলেন, 'যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে সেসব আল্লাহরই।

মানুষের পরিণাম সম্পর্কে কোরআনে খুব গভীরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অনিবার্য মৃত্যুর কথা তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমাদের সবাইকে তোমাদের কর্মের পুরোপুরি প্রতিদান কেবল কিয়ামতের দিনই দেওয়া হবে

ফলে যারা অসৎ কর্ম করেছে তাদের তিনি প্রতিফল দেবেন, তাদের কৃতকর্মের আর সৎকর্মশীলদের দেবেন উত্তম প্রতিদান।

(সুরা : নাজম, আয়াত : ৩১)

পবিত্র কোরআনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থানজুড়ে আখিরাতের আলোচনা স্থান পেয়েছে। মানুষের জীবন-মৃত্যুর উদ্দেশ্য, মৃত্যুযন্ত্রণা, কবর, হাশর, কিয়ামত, শিঙায় ফুঁক, মহাপ্রলয়, শেষ বিচার, আমলের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি সর্বোপরি মুমিনদের মুক্তি আর কাফিরদের চিরস্থায়ী বঞ্চনার বৃত্তান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আলোচিত হয়েছে, যা দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং ঈমান ও আমলের প্রয়োজনীয়তাকে মানুষের মনে এক জীবন্ত বাস্তবতার রূপে হাজির করে দেয়।

মৃত্যু যন্ত্রণা ও কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'মৃত্যু যন্ত্রণা (আল্লাহর নির্ধারিত সময় মোতাবেক) সত্যই আসবে। (হে মানুষ!) এটাই সেই জিনিস, যা থেকে তুমি পালাতে চাইতে এবং শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে।

এটাই সেই দিন, যেদিন সম্পর্কে সতর্ক করা হতো। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি এমনভাবে আসবে যে তার সঙ্গে থাকবে একজন চালক ও একজন সাক্ষী।'

(সুরা : কাফ, আয়াত : ১৯-২১)

শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আর দুনিয়ার জীবন তো খেলাধুলা ব্যতীত আর কিছুই না। আর আখিরাতের জীবন তাদের জন্য অবশ্যই উত্তম, যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে, তবু কি তোমরা বুঝবে না?'

(সুরা : আনআম, আয়াত : ৩২)

কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিনের বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'যখন সূর্যকে ভাঁজ করা হবে, যখন নক্ষত্ররা যে খসে খসে পড়বে এবং যখন পর্বতগুলোকে সঞ্চালিত করা হবে।'

(সুরা : তাকবির, আয়াত : ১-৩)

কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'অবশেষে যখন বিদীর্ণকারী আওয়াজ (কিয়ামত) এসে পড়বে। এটা ঘটবে সেদিন, যেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে এবং তার পিতা-মাতা থেকে এবং নিজ স্ত্রী-সন্তান থেকেও।' (সুরা : আবাসা, আয়াত : ৩৩-৩৬)

কোরআনে মহান আল্লাহ মুমিন ও কাফিরদের পরিণাম সম্পর্কে বলেছেন, মুমিনদের জন্য জান্নাত আর কাফিরদের জন্য জাহান্নাম। ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, নেককাররা অবশ্যই প্রভূত নিয়ামতের মধ্যে থাকবে এবং পাপীরা অবশ্যই জাহান্নামে থাকবে। জাহান্নামে তারা প্রবেশ করবে কর্মফল দিবসের দিন। এবং তারা এই দিবস থেকে অন্তর্ধান করতে পারবে না।

(সুরা : ইনফিতার, আয়াত : ১৩-১৬)

আখিরাতের বিশ্বাস মানুষের পার্থিব জীবনের কর্মকাণ্ড ও কর্মপন্থা নির্ধারণে গভীর প্রভাব রাখে। তাই কোরআনে বারবার বিভিন্ন আঙ্গিকে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং আখিরাতের জীবনের বিভিন্ন বিষয় স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আদম ও হাওয়া কোন ভাষার নাম?

حواء (হাওয়া) ও آدم (আদম) ড় এই নাম দুটি আরবি না-কি অনারবি? এই নাম দুটি কোন ভাষার শব্দড় তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করা যায়। আর কিসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই নাম দুটি রাখা হয়েছে, না-কি শুধু নাম হিসেবেই রাখা হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নটি সম্পর্কে বিখ্যাত হাদিস বিশারদ ইবনে হাজার মক্কির (রহ.) মত এটা জানা যায় যে, এই নামগুলো 'সুরিয়ানি' নাম; আরবি নয়। আর বাইবেলে (ا) 'আলিফ' অক্ষরটির ওপর স্বর দীর্ঘকারী مد 'মদ' এবং 'দাল' অক্ষরটিকে লম্বা উচ্চারণের সঙ্গে آدام আ-দা-ম পড়া হয়।

আল্লামা যাওহারি ও যাওয়ালিকি (রহ.) বলেন. এগুলো আরবি নাম। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্পর্কে আল্লামা সালাবি (রহ.) বলেন, হিব্রু ভাষায় মাটিকে آدام (আদাম) বলা হয়। যেহেতু তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই সামঞ্জস্যের কারণেই তার নাম آدام (আদাম) রাখা হয়েছে।

আবার কারো কারো মতে, آدم শব্দটি أدمة উদমাতুন থেকে গৃহীত হয়েছে; أدمة উদমাতুন বা أديم الأرض (আদিমুল আরদ) অর্থাৎ জমিনের উপরিভাগ থেকে নেওয়া মাটি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর এ-জন্যই তার নাম হয়েছে আদম (آدم)।

অন্য কয়েকজন আলেম বলেন, آدم শব্দটি أدم ড়যার অর্থ خلط (মিশ্রিত হয়েছে)ড়শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। তা এই সামঞ্জস্যের কারণে যে আদম (আ.) এর দেহের খামির পানি ও মাটির মিশ্রণে প্রস্তুত করা হয়েছিলো।

এভাবে حواء (হাওয়া) শব্দটি এ-জন্য হজরত আদম (আ.) এর স্ত্রীর নাম হয়েছে যে তিনি সমস্ত انسان حى অর্থাৎ জীবনধারী মানুষের মাতা। حى-এর مبالغة অর্থাৎ আধিক্যব্যঞ্জক রূপ প্রদান করে নাম حواء নাম রাখা হয়েছে। যাইহোক, নাম ও অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। তাই বর্ণিত প্রকরণগুলো একইসঙ্গে শুদ্ধ হতে পারে আবার তার কোনো একটিতে প্রাধান্যও দেওয়া যেতে পারে। কেননা এই বিষয়টি খুবই ব্যাপক।

সহজে ঋণ পরিশোধ করার দোয়া

পোস্ট ডেস্ক : প্রয়োজনের মুহূর্তে মানুষ বিভিন্ন সময় ধার করে। অনেক সময় তা শোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাসুল (সা.) ঋণ থেকে বাঁচতে ও তা সহজে পরিশোধ করতে দোয়া করতে বলেছেন। হাদিসে একটি দোয়া হলো-

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মাকফিনি বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগনিনি বিফাদলিকা আম্মান সিওয়াক'।

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি আপনার হালালের মাধ্যমে আমাকে পরিতুষ্ট করে হারাম থেকে বিরত রাখুন এবং আপনার অনুগ্রহের মাধ্যমে আপনি ছাড়া অন্য সবার থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করুন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়া আউজু বিকা মিনাল আজযি ওয়াল-কাসালি, ওয়া আউজু বিকা মিনাল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া আউজু বিকা মিন দালাইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, এবং অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে।

হাদিস : আলি বিন আবু তালিব (রা.) বর্ণনা করেছেন, তার কাছে এক চুক্তিবদ্ধ দাস এসে বলল, আমি চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছি।

আপনি আমাকে সহযোগিতা করুন। তখন তিনি বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব না যা রাসুল (সা.) আমাকে শিখিয়েছেন? যদি তোমার ওপর পাহাড় সপরিমাণ ঋণও থাকে আল্লাহ তা তোমার পক্ষ থেকে শোধ করবেন। তুমি এই (প্রথম) দোয়াটি পড়বে। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৬৩)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্বের প্রকৃতি

আলেমা হাবিবা আক্তার

মহান আল্লাহ মহানবী (সা.)-এর মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন। তিনি যেমন একদিকে ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক, তেমন অন্যদিকে ছিলেন মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। তার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই একসময় বিকশিত হয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী রাষ্ট্রকাঠামোয় পরিণত হয়। এ ছাড়া নবুয়ত লাভের আগে তার পরিবার দীর্ঘদিন ধরে মক্কায় পবিত্র কাবার রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মক্কার অন্যতম নেতৃস্থানীয় পরিবার মনে করা হতো তার পরিবারকে। এখন প্রশ্ন হলো, নবীজি (সা.) কি বাদশাহ ছিলেন? তাকে সমকালীন অন্য পাঁচজন শাসকের মতোই একজন শাসক হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে? নাকি তার পবিত্র নেতৃত্ব ছিল ভিন্ন প্রকৃতির?

রাসুলুল্লাহ (সা.) বাদশাহ ছিলেন না

প্রাজ্ঞ আলেমরা বলেন, কোনো সন্দেহ নেই সমকালীন আরব ও মুসলিম সমাজে নবীজি (সা.)-এর প্রশ্নাতীত নেতৃত্ব ছিল এবং তার হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও ছিল, শাসকসুলভ বহু কাজ তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন, তবু প্রচলিত অর্থে তিনি বাদশাহ ছিলেন না। তার ব্যাপারে বাদশাহ শব্দের প্রয়োগ অনুচিত। কেননা প্রচলিত অর্থে বাদশাহ যে সব কিছুর ওপর নিজের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী এবং যে নিজেকে জবাবদিহির ঊর্ধ্বে মনে করে।

অথচ রাসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি আল্লাহর কাছে নিজেকে দায়বদ্ধ বলেই বিশ্বাস করতেন। এ ছাড়া জুলুম, অবিচার ও স্বেচ্ছাচারিতা বাদশাহদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যা মহানবী (সা.)-এর ব্যাপারে কল্পনাও করা যায় না। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুল এবং দ্বিন বাস্তবায়নে তার খলিফা (প্রতিনিধি)।

খলিফা ও বাদশাহর পার্থক্য

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) 'ইজালাতুল খিফা' গ্রন্থে একজন খলিফা ও বাদশাহর পার্থক্য তুলে ধরেছেন।

সেখানে তিনি নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাহলো একবার ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তালহা, জুবায়ের, কাআব ও সালমান ফারেসি (রা.)-এর উপস্থিতিতে জানতে চাইলেন, খলিফা ও বাদশাহর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? সালমান ফারেসি (রা.) বললেন, খলিফা, যিনি অধীনদের মধ্যে ইনসাফ করেন, গনিমতের (রাষ্ট্রীয়) সম্পদ সমানভাবে বণ্টন করেন। তিনি অধীনদের সঙ্গে এমন নম্র আচরণ করেন যেভাবে পরিবারের সঙ্গে করে থাকেন। তখন কাআব (রা.) বললেন, আমার ধারণা ছিল এই অর্থ আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

একবার মুয়াবিয়া (রা.) মিম্বারের ওপর বসে বলেন, খিলাফত সম্পদ একত্র ও তা খরচ করার নাম নয়, বরং খিলাফত হলো সত্যের ওপর চলা, ইনসাফের সঙ্গে ফায়সালা করা এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহর বিধান কার্যকর করার নাম।

(মাওলানা ইদরিস কান্ধলভি (রহ.), মাআরেফুল কোরআন : ৭/৩৮)

রাসুল (সা.) বাদশাহি চাননি

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে আয়েশা! যদি আমি চাইতাম তবে স্বর্ণের পাহাড় আমার সঙ্গী হতো। আমার কাছে একজন ফেরেশতা আগমন করেন, যার কোমর ছিল কাবার সমান, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, চাইলে আপনি একজন নবী ও বান্দা হতে পারেন এবং চাইলে নবী ও বাদশাহ হতে পারেন। আমি তখন জিবরাইলের দিকে তাকালাম, তিনি আমাকে ইঙ্গিত দিলেন নিজেকে বিনয়ী রাখো (ফলে তিনি বাদশাহর পরিবর্তে বান্দা হওয়াকে বেছে নেন)। (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস : ৫৮৩৫)

বাদশাহি নবীর জন্য সম্মানজনক নয়

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) লেখেন, নবীরা দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত : ক. যারা আল্লাহর বান্দা ও রাসুল ছিলেন, খ. যারা নবী ও বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে 'বান্দা ও রাসুল' অথবা 'নবী ও বাদশাহ' হওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি 'বান্দা ও রাসুল' হওয়াকে বেছে নেন। নবী ও বাদশাহর দৃষ্টান্ত ছিলেন ইউসুফ, দাউদ ও সুলাইমান (আ.)। বান্দা ও রাসুলের দৃষ্টান্ত হলেন ইবরাহিম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মদ (আ.)। বাদশাহ নবীর তুলনায় বান্দা রাসুলের মর্যাদা বেশি। (আল ফোরকান বাইনা আউলিয়াইর রহমান ওয়া বাইনা আউলিয়াইশ শয়তান, পৃষ্ঠা-৩৫)

আল্লাহ সবাইকে দ্বিনের সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমিন।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২১.১১.২৫ শুক্রবার	5:53	7:14	01:00	2:25	4:22	7:30
২২.১১.২৫ শনিবার	5:55	7:16	12:45	2:24	4:21	7:30
২৩.১১.২৫ রবিবার	5:56	7:18	12:45	2:22	4:20	7:30
২৪.১১.২৫ সোমবার	5:57	7:19	12:45	2:21	4:18	7:30
২৫.১১.২৫ মঙ্গলবার	5:59	7:21	12:45	2:20	4:17	7:30
২৬.১১.২৫ বুধবার	6:01	7:23	12:45	2:19	4:16	7:30
২৭.১১.২৫ বৃহস্পতিবার	6:02	7:24	12:45	2:18	4:15	7:30

নামায শুম্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

নেইমারের হাতে সময় ৬ মাস

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বকাপের আগে ব্রাজিল দলের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, নেইমার জুনিয়রকে কি ফুটবল মহামঞ্চে দেখা যাবে? সেলেসাওদের কোচ কার্লো আনচেলোত্তি আগেই স্পষ্ট করে দেন যে, এখনই সব শেষ হয়ে যায়নি। এবার তিনি সরাসরিই বললেন যে, নেইমারের হাতে স্রেফ ৬ মাস সময় আছে নিজেকে প্রমাণ করার।

এখন সবকিছুই নির্ভর করছে নেইমারের মাঠের খেলার ওপর। তবে জাতীয় দলে ফেরাটা এ তারকা ফুটবলারের জন্য সহজ হবে না। কেননা, আনচেলোত্তির অধীনে ২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বড় ধরণের পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ব্রাজিল দল। গত মে তে প্রথমবারের মতো কোনো জাতীয় দলের দায়িত্বে এসে সব খেলোয়াড়কে কমবেশি বাজিয়ে দেখছেন আনচেলোত্তি। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচগুলোতে খেলোয়াড়দের রোটেশন করে অনেকটাই দল গুছিয়ে নিয়েছেন এ ইতালিয়ান অভিজ্ঞ কোচ। তিউনিসিয়া ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে অনুমিতভাবেই উঠে আসে নেইমার প্রসঙ্গে। সেলেসাও তারকা ফরোয়ার্ডের বিষয়ে আনচেলোত্তি বলেন, 'বিশ্বকাপে যেতে পারে, এমন খেলোয়াড়দের তালিকায় নেইমার আছে। নেইমার এখন সুস্থও। তাকে মাঠে পারফর্মেন্স দেখিয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে।'

ছয় মাসের সময় উল্লেখ করে ব্রাজিল বস বলেন, 'চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করার আগে আমাদের হাতে ছয় মাস সময় আছে। দলে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন কি না, সেটি জানতে আমরা নেইমারসহ সবাইকে পর্যবেক্ষণ করব। বিশ্বকাপের সময় দলটি যাতে সেরা অবস্থায় থাকে, আমরা সে চেষ্টাই করছি, আমরা সঠিক পথে এগোচ্ছি। মার্চ পর্যন্ত আমি খেলোয়াড় বদলাতে পারব।'

মূলত একের পর এক চোটের থাবায় স্বস্তি পাননি নেইমার। সে কারণে সৌদি প্রো লীগের ক্লাব আল হিলাল থেকে ফ্রি ট্রান্সফার হিসেবে চলতি বছরের শুরুতে সান্তোসে ফিরে যান তিনি। শৈশবের ক্লাবটিতেও চোটের কারণে অনেকগুলো ম্যাচে নেইমারকে থাকতে হয় দর্শক হয়েই। এরই মধ্যে অবনমনের শঙ্কায় রয়েছে ব্রাজিলের ঐতিহাসিক ক্লাবটি। বর্তমানে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে তারা অবস্থান করছে অবনমন অঞ্চলের এক কদম আগে, ১৬ নম্বরে। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যমগুলোর খবর, চলতি মৌসুমে সান্তোসের অবনমন হলে ইন্টার মায়ামিতে পুরনো বন্ধু লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজের সঙ্গে ফের জুটি বাধতে পারেন নেইমার। যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লীগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবটি নজর রাখছে তার ওপর।

'হামজা সত্যিকারের নেতা', জাদুকরি পাসটা অনেক দিন মনে থাকবে রাকিবের

বাঁ প্রান্ত ধরে বল নিয়ে ছুটছেন রাকিব হোসেন। তাঁকে আটকাতে মরিয়া ভারতের তিন ফুটবলার। কিন্তু পারলেন না। বক্সের পাশ থেকে তাঁর নিখুঁত পাস, ডান দিক থেকে দৌড়ে আসা শেখ মোরছালিন বলটা জালে ঠেলে দিয়েই রাকিবকে নিয়ে উদ্‌যাপন মাতলেন। ততক্ষণে ২২ হাজার দর্শকের চিৎকারে প্রকম্পিত পুরো জাতীয় স্টেডিয়াম।

গতকাল এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারতকে হারানো সেই গোলের মুহূর্তটা চাইলেও ভুলতে পারবেন না রাকিব। কারণ, এটা তাঁর ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা পাস।

২০২০ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক রাকিবের। এর পর থেকে বহু জয়ের সাক্ষী হয়েছেন। জাতীয় দলের হয়ে ৪৯ ম্যাচে করেছেন ৬ গোল। পাশাপাশি ৫ গোলে সহায়তা।

কিন্তু গতকাল ভারতের বিপক্ষে যে গোল বানিয়ে দিয়েছেন সেটার গুরুত্ব তাঁর কাছে অনেক, 'এই পাসটা আমার অনেক দিন মনে থাকবে। একটা গোল করার পর যতটা না ভালো লাগে, কাল ঠিক ততটাই খুশি লেগেছে।'

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আগের চার ম্যাচ জিততে জিততেও হয়নি। ভারতকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়ে সবাই দারুণভাবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ম্যাচের আগের রাতে টিম হোটেলেও খেলোয়াড়দের সবার কথা হয়। একটাই পণ ছিল-জিততেই হবে।

রাকিব আজ প্রথম আলোকে সেই মুহূর্তগুলোর কথাই বলেছেন, 'আমরা ম্যাচের আগে সবাই কথা বলি। টিম হোটেলেও কথা হয়। সবার কমিটমেন্ট ছিল যত কষ্টই হোক, পরিশ্রম করে লড়াই করে হলেও ম্যাচটা জিততে হবে। সবাই সেই কথা রেখেছে। শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়ছে। এটাই তৃপ্তির জায়গা।'

গত ২৫ মার্চ শিলং থেকে দেশের ফুটবলের যে নবযাত্রা শুরু, তার পূর্ণতা এসেছে এই জয়ে। এর পেছনে বড় অবদান হামজা চৌধুরীর। পুরো দলকে উজ্জীবিত করার কাজটা নিয়মিত করছেন তিনি।

রাকিবের কাছে হামজা সাধারণ একজন সতীর্থ নন, সত্যিকারের নেতাও, 'হামজা শুধু আমাদের টিমমেট নন, তিনি নেতাও। তিনি সব সময় আমাদের অনুপ্রেরণা দেন। ভারত ম্যাচের আগেও সাহস জুগিয়েছেন। কেউ ভুল করলেও সাপোর্ট দেন।'

দেশের ফুটবল নিয়ে, হামজাকে ঘিরে যে উন্মাদনা শুরু হয়েছে। আগামী চার মাসের জন্য সেই উন্মাদনায় খানিকটা বিরতি পড়তে পারে। কেননা বাংলাদেশের পরবর্তী ম্যাচ আগামী ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে।

দুই হলুদ কার্ড দেখায় সেই ম্যাচ খেলা হবে না রাকিবের। না খেললেও বাংলাদেশের জয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদী এই উইঙ্গার, 'দুই হলুদ কার্ড দেখায় আমি সিঙ্গাপুর ম্যাচে খেলতে পারব না। আমি না থাকলেও আশা করি সেই ম্যাচেও তিন পয়েন্ট পাবে বাংলাদেশ।'

শুধু রাকিব নয়, দুই হলুদ কার্ড দেখায় সিঙ্গাপুর ম্যাচ খেলা হবে না তপু বর্মণের। এ বছর সব মিলিয়ে আটটি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। জিতেছে দুটি। তার মধ্যে ভারতকে হারানোই বড় প্রাপ্তি। কেননা এই জয়ে ২২ বছরের অপেক্ষার অবসানও হয়েছে।

রাকিব তাই এই জয়কে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়ার কথাই বলছেন, 'এ বছর আমরা সব কটি ম্যাচ ভালো খেলেছি। কিছু ভুলত্রুটির জন্য হয়তো জিততে পারিনি। সবাই একটা জয়ের অপেক্ষায় ছিল। শেষ পর্যন্ত জয়টা পেলাম। এখন আর পেছনে ফেরার সময় নেই। এগিয়ে যেতে হবে। বলতে পারেন এটা আমাদের নতুন শুরু।'

ন্যু ক্যাম্পে ফিরছে বার্সেলোনা

পোস্ট ডেস্ক : দুই বছরের বেশি সময় পর অবশেষে নিজেদের ঘর ক্যাম্প ন্যুতে ফিরছে বার্সেলোনা। আগামী ২২ নভেম্বর অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে লা লিগার ম্যাচ দিয়ে পুনর্নির্মিত এই স্টেডিয়ামে ফিরবে কাতালান ক্লাবটি, সোমবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

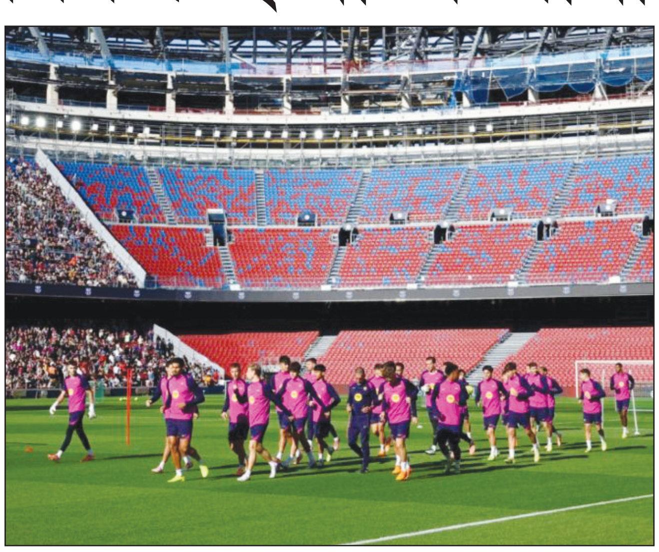

২০২২-২৩ মৌসুমের শেষ বার ক্যাম্প ন্যুতে খেলেছে বার্সা। ২০২৩ সালের ২৮ মার্চের পর থেকে বার্সেলোনা শহরের মন্টজুইক পাহাড়ে অবস্থিত অলিম্পিক স্টেডিয়ামে খেলতে বাধ্য হয়েছিল। একাধিক দফা দেরির কারণে ক্যাম্প ন্যু পুনরায় খুলছে নির্ধারিত সময়ের এক বছর পরে। ১.৫ বিলিয়ন ইউরোর (১.৭৫ বিলিয়ন ডলার) এই রূপান্তর কাজ পুরো সময়জুড়ে নানা নির্মাণ জটিলতায় আটকে ছিল।

প্রথম ধাপে ক্যাম্প ন্যু সামযকিভাবে ৪৫,৪০১ দর্শকের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। ওপরের তলা পুরোপুরি তৈরি হলে ধারণক্ষমতা ১,০৫,০০০ এ পৌঁছাবে। চলতি নভেম্বরের শুরুতে স্টেডিয়ামটি পরীক্ষামূলকভাবে খোলা হয়েছিল এবং সেখানে ২৩,০০০ দর্শক একটি ওপেন ট্রেনিং সেশন দেখেছিলেন।

বার্সেলোনা আশা করছে আগামী ৯ ডিসেম্বর চ্যাম্পিয়নস লিগে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে ম্যাচটি ক্যাম্প ন্যুতেই আয়োজনের অনুমতি দেবে উয়েফা। মৌসুমের শুরুর দুই ম্যাচ ক্লাবটিকে নিজেদের ৬,০০০ ধারণক্ষমতার ইয়োহান ক্রুইফ স্টেডিয়ামে খেলতে হয়েছিল, কারণ নিরাপত্তাজনিত কারণে তখন ক্যাম্প ন্যু ব্যবহার করার অনুমতি পাওয়া যায়নি। পুরনো ক্যাম্প ন্যু ১৯৫৭ সালে তৈরি হয়েছিল এবং তখন ধারণক্ষমতা ছিল ৯৯,০০০। নতুন প্রকল্প অনুযায়ী স্টেডিয়ামে একটি ছাদ যোগ করা হবে, যা ২০২৭ সালের গ্রীষ্মে স্থাপন করা হবে। এটিও অবশ্য নির্ধারিত সময়ের চেয়ে এক বছর পিছিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বকাপ নিশ্চিত জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসের

পোস্ট ডেস্ক : এই স্লোভাকিয়ার বিপক্ষেই সেপ্টেম্বরে হেরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরু করে জার্মানি। সোমবারের ম্যাচেও হারলে প্লে-অফ খেলে মূলপর্বের টিকিট কাটতে হতো চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। তবে ঘরের মাঠে তেমন কিছু হতে দেয়নি ইউলিয়ন নাগলসমানের শিষ্যরা। আরবি লাইপজিগের মাঠে ৬-০ গোলে স্লোভাকিয়াকে উড়িয়ে দিয়ে মূলপর্বে জায়গা করে জার্মানরা। অন্য ম্যাচে ঘরের মাঠে লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে ৪-০ গোলের জয়ে বিশ্বকাপের টিকিট পায় নেদারল্যান্ডসও।

গ্রুপ 'এ' তে চূড়ায় থাকায় জার্মানির পয়েন্ট ৬ ম্যাচে ১৫। সমান ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে স্লোভাকিয়া। এই গ্রুপ থেকে রানার্সআপ হিসেবে প্লে-অফে খেলবে স্লোভাকিয়া। গত জুনে উয়েফা ন্যাশনস লীগ ফাইনালসে পর্তুগাল ও ফ্রান্সের বিপক্ষে টানা হারের পর এই স্লোভাকিয়ার সঙ্গে হার দিয়েই বাছাইপর্ব শুরু করে জার্মানি। শেষ ম্যাচে লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে ২-০ গোলের কষ্টার্জিত জয়ের পর সমালোচনার শিকার হয় নাগেলমানের দল। 'শেষ ভালো যার, সব ভালো তার' প্রবাদকে সত্যি করে বাছাইপর্বের শেষটা দারুণভাবে করেই ২১তম বারের মতো মূলপর্বে জায়গা করে জার্মানরা। এদিন ঘরের মাঠে গত দুই রাউন্ডের জয়ের নায়ক নিক ভোল্টেমাডের গোলে প্রথমে এগিয়ে যায় জার্মানি। গত মাসে তার একমাত্র গোলে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে জয় তুলে নেয় জার্মানি। শেষ রাউন্ডে লুক্সেমবার্গের বিপক্ষেও দু'টি গোলই করেন ভোল্টেমাডই।

মিনিট দশেকের মধ্যে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সার্জি নাব্রি। বিরতির আগেই দলকে আরও দুই গোলে এগিয়ে নেন লেরয় সানে। বিরতির পর মাঠে ফিরে আরও দুই গোল করেন রিডল বাকু ও আসান ওয়েদ্রাগো। ম্যাচের পর স্বদেশী সম্প্রচারক জেডিএফকে জার্মান কোচ নাগলসমান বলেন, 'আজ সবাই দুর্দান্ত খেলেছে এবং একদম সবটুকু দিয়ে পরিশ্রম করেছে।'

'জি' গ্রুপের ম্যাচে লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে ড্র করলেই হতো নেদারল্যান্ডসের। তবে বাছাইয়ের শেষ ম্যাচে জয় নিয়েই দ্বাদশবারের মতো মূলপর্বে পা রাখে ডাচরা। ইয়োহান ক্রুইফ অ্যারেনায় স্বাগতিকদের জয় ৪-০ গোলে। ৮ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় তিনবারের রানার্সআপরা। এদিন রেইডার্সের গোলে প্রথমে এগিয়ে যায় নেদারল্যান্ডস। এক গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় স্বাগতিকরা। মাঠে ফিরে ৫৮তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান কডি গ্যাকপো। পরের চার মিনিটে দু'টি গোল করেন জাভি সিমন্স ও ডনিয়েল মালেন। সমান ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে থেকে প্লে-অফ নিশ্চিত করে রবার্ট লেভানদোভস্কির পোল্যান্ড। একই রাতে তারা মাল্টার সঙ্গে জয় তুলে নেয় ৩-২ গোলে। যদিও হার অথবা ড্রতেও পোলিশদের প্লে-অফ নিশ্চিত ছিল আগে থেকেই। বাছাইপর্ব থেকে সোমবার ৩৪তম দল হিসেবে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করে নেদারল্যান্ডস, ৩৩তম দল জার্মানি। সেই সঙ্গেশেষ হয়েছে চলতি বছরের বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব। ৪৮ দলের মূলপর্বে বাকি থাকলো আর ১৪ দল।

ইতিমধ্যে বিশ্বকাপের টিকিট হাতে পেয়েছে যে ৩৪ দল:

আয়োজক: কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র

দক্ষিণ আমেরিকা: আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইকুয়েডর, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, কলম্বিয়া

ইউরোপ: ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ক্রোয়েশিয়া, পর্তুগাল, নরওয়ে, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস

আফ্রিকা: মরক্কো, তিউনিসিয়া, মিশর, আলজেরিয়া, ঘানা, কেপ ভার্দে, দক্ষিণ আফ্রিকা, সেনেগাল, আইভরি কোস্ট

এশিয়া: জাপান, ইরান, উজবেকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া, জর্ডান, অস্ট্রেলিয়া, কাতার, সৌদি আরব

ওশেনিয়া: নিউজিল্যান্ড।

মামদানির জয় থেকে জায়নবাদের ভবিষ্যৎ : এক রাষ্ট্রের সমতার শিক্ষা

রঞ্জন সলোমন

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জোহরান মামদানির মেয়র নির্বাচনে জয় কেবল একটি স্থানীয় রাজনৈতিক চমক নয়; এটি বিশ্বজুড়ে ভীতিভিত্তিক রাজনীতির ধীর পতনেরও এক সংকেত। উগান্ডা-ভারতীয় বংশোদ্ভূত এ তরুণ মুসলিম সমাজতান্ত্রিক নেতা ফিলিস্তিনি অধিকারের প্রতি তার অকুতোভয় সমর্থনের কারণে তাকে চরমপন্থি হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য ইসরাইলপন্থি লবি যে পূর্ণাঙ্গ প্রচারণা চালিয়েছিল, তিনি তাকেও পরাজিত করেছেন। তার নির্বাচনি এলাকার ভোটাররা পিছু না হটে, সমতা, ভাড়াটেদের ন্যায়বিচার, ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে সংহতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির পক্ষে সমবেত হন। তার এ জয়ের নৈতিক প্রতিধ্বনি কুইন্সের বাইরেও প্রসারিত হয়েছে। এটি সেই জায়নবাদীদের প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে, যারা অপর পক্ষের প্রতি বৈরিতার মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় নির্ধারণ করেন: পশ্চিমে যদি বহুত্ববাদী, ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিক রাজনীতি জয়ী হতে পারে, তবে যে ভূমিতে তিনটি ধর্মের জন্ম হয়েছিল, সেখানে কেন এটি শিকড় গাড়তে পারবে না?

জায়নবাদের দুর্বল ভিত্তি : দশকের পর দশক ধরে, জায়নবাদ এ বিভ্রমের ওপর টিকে আছে যে, ইহুদি নিরাপত্তা স্থায়ী আধিপত্যের ওপর নির্ভরশীল। ইসরাইলি ডানপন্থিরা-যারা আজ লিকুদ এবং তাদের চরমপন্থি অংশীদারদের মধ্যে বসতি সম্প্রসারণ, সম্মিলিত শাস্তি এবং ধর্মীয় আধিপত্যকে নিরাপত্তা মতবাদ হিসাবে পবিত্র করার মতো বাস্তব রূপায়িত বিভ্রমকে নীতিতে পরিণত করেছে। তবুও, হান্না আরেন্ডট ১৯৪৮ সালে যেমনটা সতর্ক করেছিলেন-ন্যায়বিচারের পরিবর্তে ভয়ের ওপর নির্মিত জাতীয়তাবাদ পরিশেষে 'নিরাপত্তাহীনতা থেকে পালাতে চায়', সেটিকেই যেন সত্যে পরিণত করছে। অর্থনৈতিক পতন, অভ্যন্তরীণ মেরুকরণ ও অবিরাম দখলদারত্বের নৈতিক দেউলিয়াপনার মতো সমস্যাগুলো এখন এমন আন্দোলনকে উন্মোচিত করছে, যা এর নিজস্ব ভিত্তিকে গ্রাস করছে।

মামদানির মতো রাজনীতিবিদদের উত্থান, সেইসঙ্গে প্রবাসের ইহুদি কণ্ঠস্বর, নাওমি ক্লেইন, ইলান পাপ্পে, পিটার বেইনার্ট ও অন্যরা জায়নবাদের ঊর্ধ্বে ইহুদি ধর্মের একটি নৈতিক নবজাগরণের ইঙ্গিত দেয়। তারা বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দেন, নির্বাসন ও নিপীড়নে গঠিত ইহুদি নীতিশাস্ত্র একসময় বিশ্বজনীনতা, আতিথেয়তা এবং আগন্তুকের সুরক্ষার সমার্থক ছিল। যাকে কেউ কেউ 'জায়নবাদের পতন' বলে অভিহিত করেন, তার জন্য প্রস্তুত হওয়া মানে ইহুদি ধ্বংস কামনা করা নয়, বরং ইহুদি নবায়ন কামনা করা: স্বাস্থ্যসেবা এবং মর্যাদার জন্য তার এজেন্ডাগুলো বেছে নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, বহুত্ববাদী নেতৃত্ব শুধু পরিচয়ের প্রতীকী ব্যবহার নিয়ে নয়, বরং নৈতিক স্বচ্ছতা নিয়ে নিরাপত্তার ওপর তার এই জোর যে অবশ্যই বিশ্বজনীন হতে হবে, উপজাতীয় নয়, তা ছিল ফ্যানন এবং সাইদের নীতিশাস্ত্রের প্রতিধ্বনি। তৃতীয়ত, বস্তুগত ন্যায়বিচারের ওপর ভিত্তি করে জোটের রাজনীতি হলো জাতি-ধর্মীয় উগ্রবাদের একমাত্র প্রতিষেধক। যখন মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়, তখন উসকানিমূলক পক্ষগুলো আকর্ষণ হারায়। এ নীতিগুলো যদি ছাড়া শুরু হতে পারে না: একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি, গাজা অবরোধ তুলে নেওয়া এবং বসতি নির্মাণ বন্ধ করা। এগুলো সংলাপের জন্য শ্বাস ফেলার সুযোগ তৈরি করবে। এরপর, একটি সংবিধান রচনার সভা ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনি নাগরিক সমাজ, নারী গোষ্ঠী, স্থানীয় পরিষদ, ধর্মীয় নেতা এবং প্রবাসের ইহুদিদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত-আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের খসড়া তৈরি করা উচিত। সেই সভাকে অবশ্যই মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রকে তার মূল আইনি রেফারেন্স হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে

তারা হলোকাস্টের স্মৃতিকে রাজনৈতিক পুঁজি এবং ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনিকে বিজয়ের ন্যায্যতা হিসাবে পরিণত করেছে। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে, ঘৃণা একটি জাতির জন্য দুর্বল ভিত্তি। এটি নৈতিক বৈধতাকে নিঃশেষ করে এবং অত্যাচারীকে বিচ্ছিন্ন করে। ইসরাইলি দায়মুক্তির বিরুদ্ধে বর্তমান বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া, যা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ট্রেড ইউনিয়ন এমনকি পশ্চিমা পার্লামেন্টগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে-সেই ঘৃণার সমাপ্তির শুরুকে চিহ্নিত করে

একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে ইহুদিদের পুনরুজ্জীবন, যারা মুসলিম এবং খ্রিষ্টানদের পাশাপাশি সমান অধিকার এবং যৌথ নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস করবে।

মামদানির জয়ের নৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা : মামদানির প্রচারণা উত্তর-জায়নবাদী রূপান্তরের জন্য তিনটি প্রাসঙ্গিক শিক্ষা দেয়। প্রথমত, ভয় দেখানোরও সীমাবদ্ধতা আছে। তার বিরোধীরা গাজায় কেবল যুদ্ধবিরতির দাবি জানানোর জন্য তাকে ইহুদিবিদ্বেষী হিসাবে চিত্রিত করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। তবুও ভোটাররা ভাড়া মওকুফ, কুইন্সে ভয়কে পরাজিত করতে পারে, তবে তারা জেরুজালেমেও এটিকে ক্ষয় করতে শুরু করতে পারে। সামনের প্রকল্পটি ইউটোপিয়ান নয়; এটি রাজনৈতিক, আইনি এবং নৈতিক। আহ্বানটি হলো, একটি ইহুদি আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র থেকে একটি সাংবিধানিক গণতন্ত্রের দিকে নাগরিক রূপান্তরের, যা ইহুদিদের একটি সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি হিসাবে নয়, বরং একটি সম্প্রদায় হিসাবে রক্ষা করবে।

রূপান্তরের দিকে মৌলিক পদক্ষেপ : দখলদারত্ব থেকে সমতার পথে অবিলম্বে মানবিক পদক্ষেপ হবে।

একটি পর্যায়ক্রমিক সময়সূচি অনুসরণ করা যেতে পারে:

❑ প্রথম বছর: যুদ্ধবিরতি এবং সমতার নীতির পারস্পরিক স্বীকৃতি।

❑ দ্বিতীয়-তৃতীয় বছর: রূপান্তরকালীন সরকার এবং যৌথ নিরাপত্তা কাঠামো।

❑ চতুর্থ বছর: সাংবিধানিক গণভোট এবং প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন।

❑ পঞ্চম-দশম বছর: পুনর্গঠন, ক্ষতিপূরণ এবং পূর্ণ নাগরিকত্বের সুসংহতকরণ।

যদিও এ ধরনের বিন্যাস হবে অগোছালো এবং ঝুঁকিপূর্ণ। চরমপন্থি পক্ষগুলো সহিংসতার মাধ্যমে এটিকে ব্যাহত করার চেষ্টা করবে। এ কারণেই রূপান্তরের সময় জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি অপরিহার্য।

ঘৃণার অবসান : এ রূপান্তরের নৈতিক মূল নিহিত 'ঘৃণার অবসানের' মধ্যে। লিকুদ এবং এর কট্টর ডানপন্থি মিত্ররা চিরন্তন শত্রুদের ওপর নির্ভরশীল একটি পরিচয় তৈরি করেছে। তারা হলোকাস্টের স্মৃতিকে রাজনৈতিক পুঁজি এবং ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনিকে বিজয়ের ন্যায্যতা হিসাবে পরিণত করেছে। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে, ঘৃণা একটি জাতির জন্য দুর্বল ভিত্তি। এটি নৈতিক বৈধতাকে নিঃশেষ করে এবং অত্যাচারীকে বিচ্ছিন্ন করে। ইসরাইলি দায়মুক্তির বিরুদ্ধে বর্তমান বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া, যা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ট্রেড ইউনিয়ন এমনকি পশ্চিমা পার্লামেন্টগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে-সেই ঘৃণার সমাপ্তির শুরুকে চিহ্নিত করে। ইহুদি হিসাবে শান্তিতে বসবাস করা আর জায়নবাদী হিসাবে বসবাস করা এক নয়।

উপসংহার: ভয়ের পরের রাজনীতি

জোহরান মামদানির বিজয় আমাদের শেখায়, সংহতির ওপর নির্মিত পরিচয় ভয়ের ওপর নির্মিত পরিচয়কে অতিক্রম করতে পারে। এটি একটি ছোট রাজনৈতিক ঘটনা, যার প্রতীকী পরিণতি বিশাল। এটি জায়নবাদীদের এবং প্রকৃতপক্ষে সব একচেটিয়া জাতীয়তাবাদীদের এ বার্তাই দেয় যে, তারা যে প্রাচীর তৈরি করেছে, তা চিরন্তন নয়। ভয় হয়তো মানুষকে একত্রিত করতে পারে; কিন্তু তা টেকসই হতে পারে না। যখন নাগরিকরা তাদের ভাগ করা মানবতা এবং অর্থনৈতিক নির্ভরতা আবিষ্কার করে, তখন ঘৃণার রাজনীতি তার নিজস্ব অর্থহীনতার নিচে ভেঙে পড়ে।

এক রাষ্ট্রের ধারণা, যাকে দীর্ঘদিন ধরে অলীক কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তা এখন ন্যায়বিচার এবং জনসংখ্যার বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একমাত্র পথ। ভবিষ্যতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ইহুদি, মুসলিম, খ্রিষ্টান এবং ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয়গুলোকে মুছে ফেলবে না, বরং সেগুলোকে আধিপত্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Sweeping asylum reforms detailed in Home Office new policy

Post Desk : The Government has outlined sweeping reforms to the asylum system in a new policy paper on Monday . The 32-page paper, Restoring Order and Control: A statement on the government's asylum and returns policy
sets out what the Government calls a new 'core protection' offer for refugees, moving away from offering permanent protection and towards a more basic and temporary arrangement. The paper says the UK will still meet its international obligations to refugees but it will no longer exceed them.

On the major changes planned to refugee leave and settlement in the UK, the paper states: "Currently, refugees in the UK receive a five-year initial period of leave. In the future this will be reduced significantly. Refugees will instead receive 30 months of leave to remain, which can only be renewed if they are still considered in need of protection. Where protection is no longer needed the person will become liable for removal from the UK. ... In the future there will be no path to indefinite settled status in the UK on core protection, until a refugee has spent 20 years in the country, an increase on the current five years. Settlement requirements will be considered in an upcoming consultation on earned settlement, covering both legal and illegal migrants."

The Government proposes introducing a new Protection Work and Study visa route for refugees, aiming to shift them away from long-term dependence on core protection. Under the reforms, refugees who obtain employment or begin study at an appropriate level will be eligible to move onto this route. Those who do so can "earn" settlement more quickly than they would under the standard core protection route, providing an incentive for integration into local communities.

The policy also imposes new restrictions on family reunion. Under core protection, there will be no automatic right to bring family members to the UK. Refugees who transition onto the Work and Study route may become eligible to sponsor relatives, but will be subject to conditions similar to those applying to other legal migrants and UK citizens.

In addition, the Government plans to reduce access to public funds for asylum seekers and refugees. Priority for taxpayer-funded benefits will be given to those who are actively contributing economically, with new criteria and obligations potentially affecting eligibility. A consultation on these changes is expected in 2026.

The statutory duty to provide asylum support, a requirement introduced in 2005 under EU law, will end. In its place, support will become discretionary, reserved for those who genuinely need it and comply with UK law. Asylum seekers who have the right to work will be expected to support themselves, and anyone who has deliberately made themselves destitute could be denied assistance. Support may also be withdrawn from those who break the law or refuse to follow the rules for accommodation, including relocation orders or behaving disruptively in housing facilities. The Government says this approach mirrors systems in Denmark, the Netherlands, and France, and is intended to ensure that assistance is targeted at those who engage constructively with the process.

A tougher approach to failed asylum seekers will be introduced to increase the number of removals. While the paper says that the UK will continue to honour the principle of non-refoulement, it outlines plans to expand the French returns pilot for small–boat arrivals, resume returns to certain countries such as Syria, and explore the use of safe third-country "return hubs." Stricter processes for family removals are also planned, including the withdrawal of support where families face no genuine obstacles to leaving. To ensure countries cooperate with returns, the government will continue to negotiate bilateral agreements, as recently signed with Iraq and Vietnam, and may impose visa penalties on countries that fail to take back their citizens, including suspending entry clearance for nationals until they comply.

Major changes are also proposed to streamline and accelerate the asylum appeals process. A new independent appeals body will be established, staffed with professionally trained adjudicators. The body will handle all relevant matters in a single appeal, reducing repeated or late claims. Early legal advice will be provided to prevent delays. Appeals deemed to have low merit or to be used to frustrate removal will be fast-tracked to enforce timely departures.

The reforms will introduce a single appeal route and if an appeal fails, the claimant will be required to leave the UK. Expedited processes will apply to first-time late claims, high-harm cases, and foreign national offenders. Fresh claims will still be allowed if appellants can demonstrate that it is substantially different from their initial claim and justify why the matter is being raised late. Changes to the Immigration Rules will require failed asylum seekers to follow the same application procedures as other migrants, including paying fees and providing evidence for European Convention on Human Rights (ECHR) claims, closing what the policy paper calls a 'loophole' that currently allows unlimited Article 8 appeals to delay removal.

Under proposed reforms to human rights law, the Government will limit the use of Article 8 in immigration and asylum cases, placing greater emphasis on the public interest in enforcing the Immigration Rules, safeguarding communities, and reducing pressure on public services. It will legislate to define family narrowly, typically to immediate members, and set clear rules for how Article 8 claims can be made, including requiring overseas applicants to act through UK-based relatives. On Article 3, which prohibits torture and inhuman treatment, the Government says that as interpretations have expanded in ways that can prevent the removal of foreign national offenders, it will work with international partners to ensure human rights protections evolve while maintaining the ability to make sovereign migration decisions.

Other reforms proposed in the policy paper include changes to the modern slavery system to prevent misuse of protections by individuals seeking to block removal, including ending reconsiderations for certain countries, improving early disclosure of relevant information, and introducing new legislation to clarify obligations. The Government also plans to streamline deportations, including swift refusal of protection claims deemed unmeritorious, faster removal of foreign national offenders, and new age assessment methods using scientific and AI-based technology.

Accompanying the sweeping reforms, new safe and legal routes will be introduced to allow refugees to come to the UK. The Government says these routes will prioritise those formally referred for resettlement, with a focus on refugee sponsorship, giving communities and voluntary organisations a greater role in supporting refugees as they settle, become self-sufficient, and contribute to local areas. Capped routes will also be established for displaced students and skilled workers. Those arriving on the reformed resettlement routes will be on the ten-year route to settlement, though the paper notes that this will be subject to wider consultation. The Home Secretary said yesterday that the new safe routes will be "modest" at first, but will grow over time.

Justifying the proposals, the Prime Minister said the asylum system is under severe strain, as it was not designed to cope with the significant increase in the movement of people across the globe seen in modern times. In addition, he said the UK needs an approach with a stronger deterrent effect and rules that are robustly enforced in order to reduce Channel crossings. The Home Secretary said rapidly increasing asylum claims and falling removals were placing considerable strain on the country and the taxpayer.

Many of the headline reforms will require primary legislation and Parliamentary approval, and while early reaction suggests the Government looks set to face resistance from a number of Labour backbenchers, the Conservatives have indicated they are likely to offer supportive opposition and help pass the proposals, despite insisting they are "nowhere near enough."

Numerous NGOs working with refugees and asylum seekers have condemned the proposals. Asylum Matters called them an attack on asylum rights that puts the very principles of post-Word War II humanitarian protection under threat. The NGO's Head of Campaigns commented: "Just a week after the Prime Minister expressed fears about racist rhetoric tearing Britain apart, his Government is proposing radical anti-refugee laws that can only be an attempt to placate extremists." Refugee and Migrant Forum Of Essex & London (RAMFEL) said the proposals were cruel, draconian and counter-productive, and they would make people's lives worse whilst failing to achieve their goal.

In a statement published yesterday in response to the Home Secretary's preview of the reforms, Asylum Aid said: "These new measures will not deter people seeking safety from coming to the UK but will instead significantly harm the mental health and social integration of those recognised as needing protection in this country. These are men, women, children and families who have fled war, conflict, torture, trafficking, persecution and extreme cruelty. At a point when they most need safety and security, they will be left in a state of ongoing limbo and anxiety about being removed from the country, even once they have been recognised as refugees, and made to wait for over twenty years before they can settle here."

Protest for Palestine held outside 10 Downing Street

By Ansar Ahmed Ullah

Demonstrators gathered outside 10 Downing Street on 10 October for an emergency protest calling for an immediate end to the bombing of Gaza. The rally, organised under the slogans "End the Genocide" and "Stop Bombing Gaza," urged the UK government to demand a ceasefire and take stronger action to protect Palestinian civilians.

Among those attending were members of Bengalis for Palestine, including Nooruddin Ahmed, Jalal Rajonuddin, Shafique Ahmed, Soyful Alam, Advocate A.K.M. Karim, Lukman Uddin, and Javed Ahmed, who joined others in expressing solidarity with the people of Gaza and calling for an end to the violence.

Protesters carried Palestinian flags and placards calling for justice and an end to what they described as the collective punishment of Gaza's population. The demonstration was part of a wave of global solidarity actions taking place in cities around the world.

Speakers at the event called for humanitarian aid access and accountability for attacks on civilians.

Charity Double Header At Mile End Stadium

By Emdad Rahman

A vibrant evening of football, friendship, and community spirit lit up Mile End Stadium as supporters gathered for a special charity event raising funds for the Amratoli Eco Village project in Bangladesh. With two competitive fixtures on the card - Shapla Youth Force v Jagannathpur followed by Shadwell FC Legends v MM Charity Group, spectators were treated to drama, goals, and a shared commitment to a meaningful cause.

Shapla Youth Force 2–2 Jagannathpur

Shapla Youth Force began the night's action with an energetic and assertive performance, eventually drawing 2–2 with a resilient Jagannathpur side.

Shishu Miah stole the spotlight early on, striking twice in quick succession to put Shapla 2–0 ahead. His direct running and sharp movement repeatedly unsettled the Jagannathpur defence, and he came agonisingly close to securing a hat trick as further chances flashed wide.

Shapla dominated much of the first half, thanks in large part to midfield maestro Nasim Ahmed, who dictated the tempo with assurance and composure. Behind him, Sana Miah surged forward from defence, constantly initiating attacks and keeping Jagannathpur pinned back.

The second half, however, swung in a different direction. Jagannathpur's Zakir Khan stepped up aggressively taking the game to the opponents and coming close with three long range efforts, while creative influence Jamal Rahman began to pull the strings. The improvement in tempo and attacking surge quickly told with Jowel Miah halving the deficit with a tidy, controlled finish.

As the clock ticked toward full time, the pressure mounted. Deep into stoppage time, Jamal Rahman struck a dramatic equaliser, rounding off an engrossing contest that ended all square.

In the second match, the Shadwell FC Legends secured victory over MM Charity Group in a spirited encounter shaped by experience, tempo, and clinical finishing.

The Legends used their cohesion and nous to take control of the match, while MM Charity Group, backed by vocal supporters, worked tirelessly to keep the game competitive. The fixture embodied the evening's purpose: committed football played in the name of community uplift.

A Cause That Brings Communities Together

The charity event shines a spotlight on the Amratoli Eco Village, a forward-thinking development initiative aiming to transform rural life in Sylhet. The project focuses on sustainable living; clean water systems, renewable energy, eco-friendly housing, and agricultural training designed to empower families for generations.

Project lead Aftar Ali expressed gratitude and ambition, noting that the initiative "lays the groundwork for healthier, more sustainable communities across Bangladesh." He emphasised that every act of support whether arge or small, helps shape a brighter, more resilient future.

From MM Charity Group, Helal Uddin highlighted the deeper meaning behind the evening, saying the event demonstrated how football can unify people behind a shared mission of progress and compassion.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05   Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ◆ Issue: 1072 ◆ Friday 21 November - Thursday 27 November 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ডাঃ জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

বাংলাদেশীদের জন্য ভিসানীতিতে বাড়ছে কঠোরতা

॥ নূরুল ইসলাম ॥

বাংলাদেশিদের জন্য বিভিন্ন দেশের ভিসানীতিতে কঠোরতা বাড়ছে। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ সাম্প্রতিক সময়ে ভিসা প্রক্রিয়ায় আরো কঠিন শর্ত আরোপ করেছে। এতে করে বিদেশে ভ্রমণ, চাকরি ও ব্যবসায়িক সুযোগ কমতে শুরু করেছে বাংলাদেশিদের জন্য। বিশেষ করে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ একাধিক দেশের দূতাবাস ভিসা যাচাই কঠোর করে দিয়েছে। পর্যটন, কর্মসংস্থান, ব্যবসা-সব ক্ষেত্রেই দূতাবাসগুলোর নতুন নিয়ম বাংলাদেশিদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সাথে ভিসানীতি কঠোর করে কোনো কোনো দূতাবাসের বিরুদ্ধে উপরি আয়ের প্রবণতা বাড়ছে। ভিসা প্রত্যাখ্যান করে টাকা রোজগারই যেন কোনো কোনো দূতাবাসের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে প্রথমবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে বাধ্য হয়ে ভিসাপ্রার্থীরা দ্বিতীয়, তৃতীয়বার ভিসার আবেদন করতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে করে মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, মানসিক যন্ত্রণা এবং হয়রানির শিকার

হচ্ছে। আবার কোনো কোনো দূতাবাসের বিরুদ্ধে দালালের মাধ্যমেও ভিসাপ্রাপ্তি সহজ করা হয়েছে, যা ভিসার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে খুবই দুঃখজনক। এক্ষেত্রে পাসপোর্টের র‍্যাংকিংয়ে নিচে নেমে যাওয়াও একটি ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে বলে মনে করছেন অনেকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা বাংলাদেশের জন্য একটা কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ। প্রফেসর ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর সরকারের পক্ষ থেকে বহু অলীক স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, বাংলাদেশের ভিসা বিশ্বের দরবারে সহজ করা হবে। কিন্তু বাস্তবে তা দিন দিন কঠিন হচ্ছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, বাংলাদেশ দিন দিন 'নিষিদ্ধের' তালিকায় স্থান করে নিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সরকার তথা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে না পারায় ক্রমে অবস্থার অবনতি হচ্ছে। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেছেন, ভিসা কমানোর সিদ্ধান্তগুলো ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের অংশ এবং এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব ফেলছে।

দুই বছর আগেও ভিয়েতনাম বাংলাদেশিদের জন্য অন অ্যারাইভাল দিত। এখন দেশটি ভিসা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। আগে থাইল্যান্ডের ভিসা পেতে লাগতো মাত্র তিন দিন। এখন নানা হয়রানি শেষে ভিসা পেতে দেড়-দুই মাস লাগে। তাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ২/১ বার রিজেক্ট হওয়ার পর ভিসা পাওয়া যায়। অভিযোগ রয়েছে, থাই দূতাবাস বৈধ কাগজপত্র পরীক্ষা না করেই খেয়াল-খুশি মতো ভিসা রিজেক্ট করে। এতে করে তাদের আয় অনেকাংশে বেড়ে গেছে। --১৭ পৃষ্ঠায়

জমকালো আয়োজনে ব্রিটিশ বাংলাদেশী হুইজ হু অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার : জমকালো আয়োজনে ব্রিটিশ বাংলাদেশী হুউজ হু অনুষ্ঠিত. গ্রান্ড ম্যারিডিয়ান হোটেলে অনুষ্ঠিত এই জমকালো আয়োজনে কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ যোগ দেয়। এটি. ছিল হুজ হুর ১৬তম --১৭ পৃষ্ঠায়

ট্র্যাইব্যুনালের রায়ের নিন্দা জানাল ৫ ইইউ সংগঠন

পোস্ট ডেস্ক : ইউরোপের পাঁচটি আন্তর্জাতিক সংগঠন শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্র্যাইব্যুনালের রায়ের নিন্দা জানিয়েছে। সংগঠনগুলো বাংলাদেশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচার বন্ধে বৈশ্বিক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। বিবৃতিতে সই করা সংগঠনগুলো হলো- ইউরোপীয়ান বাংলাদেশ ফোরাম (ইইউ ও গ্রেট ব্রিটেন), আর্থ সিভিলাইজেশন নেটওয়ার্ক (গোবাল নেটওয়ার্ক), ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস অ্যালায়েন্স (গোবাল প্লাটফর্ম), সাউথ এশিয়া ডেমোক্র্যাটিক ফোরাম (বেলজিয়াম) ও ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ (জার্মানি)।

লন্ডনের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও অ্যাডভোকেসি সংগঠনগুলোর জোটটি গভীর উদ্বেগের --১২ পৃষ্ঠায়

দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশে গুলি করে মানুষ হত্যার ঘটনা বেড়েই চলছে। ঢাকাসহ সারা দেশে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু ঘটনার পর শঙ্কা তৈরি হয়েছে। দেশ জুড়ে চাঞ্চল্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। কারণ এসব হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র। সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট। স্পট পল্লবী থানার সি ব্লকের ৫ নম্বর রোড। এখানকার বিক্রমপুর হার্ডওয়্যার অ্যান্ড স্যানিটারি দোকানে দাঁড়িয়ে ছিলেন পল্লবীর যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়া। কিছুক্ষণের মধ্যে মোটরসাইকেলে করে --১৭ পৃষ্ঠায়

গাজায় প্রায় ৪০০ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন

পোস্ট ডেস্ক : ২০২৫ সালের ১০ অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের প্রায় ৪০০টি ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। বুধবার (১৯ নভেম্বর) গাজার আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৩৯৩টি নথিভুক্ত লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বিমান ও কামান হামলা, স্থানীয় বাসিন্দাদের ও তাদের বাড়িঘরের ওপর আক্রমণ এবং বিভিন্ন এলাকায় ইসরায়েলি আক্রমণের --১২ পৃষ্ঠায়

নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারের হুমকী দিলেন মামদানি

পোস্ট ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটিতে প্রবেশ করলেই ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সেখানের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি। তিনি বলেন, নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) গ্রেপ্তারি পরোয়ানাকে অবশ্যই সম্মান করা উচিত। এ খবর দিয়েছে ফক্স নিউজ।

এক সাক্ষাতকারে মার্কিন ওই সংবাদমাধ্যমটিকে মামদানি বলেন, আমি বলেছি যে এটা এমন শহর যা আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। পাশাপাশি নিউইয়র্ক সিটি সকল আন্তর্জাতিক আইনকে সমুন্নত রাখতে চায়। এখানে বলে রাখা ভালো যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রশাসন আইসিসি'র বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী --১২ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk